দার্শনিক পণ্ডিত

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য

প্রণীত।

প্রকাশক—শ্রীঅমূল্যপ্রসাদ চন্দ্র

ক্রাউন লাইব্রেরী—৯৩, আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মূল্য ১।৹ দেড় টাকা

—গ্রন্থকার প্রণীত—

প্রেম উন্মাদিনী

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

মূল্য ১৷০ সিকা

যন্ত্রস্থ
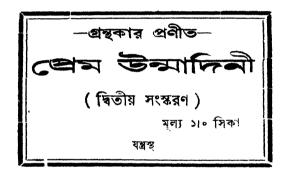
আনন্দময়ী-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কস
কলিকাতা—২৫ নং নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীচুনিলাল শীল দ্বারা মুদ্রিত।

স্মৃতি-ফলক

এই গ্রন্থখানি

শ্রী

আশ্বিন—১৩৩৫

প্রেমের বাঁধন।

(১)
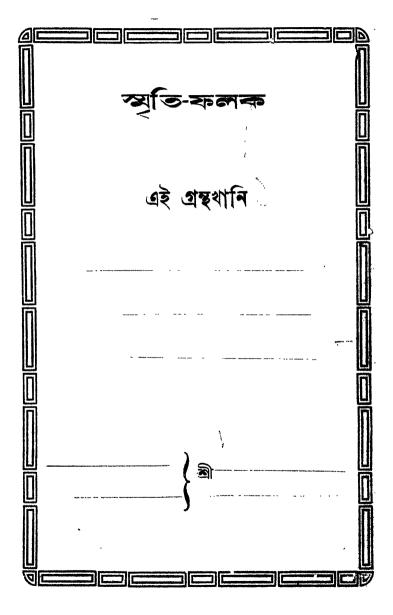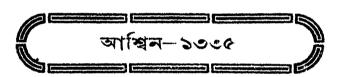
"বাঃ—বেশ পড়া হ'চ্ছে।"

"না প্রসাদ-দা—আর আমার এখন ভাল লাগিতেছে না—"

"কি বলছিস্?"

"বলছি—আমি এখন আর পড়তে পারব না।"

"তবে এখন বাড়ি যা।"

"আচ্ছা প্রসাদ-দা, তোমাদের কলেজে কত ছেলে আছে?"

"তা প্রায় দুই হাজার হবে।"

"তারা মাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গে খুব দুষ্টুমি করে—না?"

"দূর পাগ্‌লি, তা কেন করতে যাবে! এতো আর তোদের গুরু-মশায়ের পাঠশালা নয়। মাষ্টার মশায়েরা ক্লাসে এসে, আপন মনে পড়া ব'লে দিয়ে যায়, যার ইচ্ছে হয় শোন, না হয় চ'লে যাও। কিন্তু ক্লাসে গণ্ডগোল করিবার যো নাই।"

"আচ্ছা সব ছেলের সঙ্গেই তোমার আলাপ আছে ত?"

"তোর মতলবটা কি বল্‌তো? নিজেও পড়বি না; আর আমাকেও পড়তে দিবি না; এখানে এলেই কেবল গল্প আর গল্প। দাঁড়া তোর বাবাকে ব'লে দিচ্ছি।"

একটী অষ্টাদশ বর্ষীয় যুবক ও একটী বালিকার মধ্যে উক্তরূপ কথোপকথন হইতেছিল। যুবকের নাম প্রসাদকুমার বসু। গ্রীষ্মাবকাশে কলেজ বন্ধ হওয়ায়, সম্প্রতি সে দেশে বেড়াইতে আসিয়াছে। যুবকের পিতার নাম কাশীশ্বর বসু, বাগুটিয়ার কায়স্থ সমাজের তিনি একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। কাশীশ্বরবাবুর আর্থিক অবস্থা বেশ সচ্ছল, সংসারে স্ত্রী ও এক মাত্র পুত্র প্রসাদকুমার ব্যতীত, আর কেহ নাই।

প্রসাদকুমারের সঙ্গিনী বালিকাটির নাম কণিকা বিশ্বাস,—পিতা শৈলেন্দ্রবাবু, কাশীশ্বরবাবুর প্রতিবেশী,—তিনি আধুনিক ভাবাপন্ন সভ্য সমাজের অন্তর্ভুক্ত একজন গণ্য মান্য ব্যক্তি। তাঁহার অপর কোন সন্তান-সন্ততি না থাকায়, একমাত্র কন্যা কণিকাকেই পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন। শৈলেন্দ্রবাবু ও কাশীশ্বরবাবুর বাটীর মধ্যে বিশেষ ব্যবধান না থাকায়, উভয় পরিবারের মধ্যে যথেষ্ট সৌহৃদ্য জন্মিয়াছিল। কণিকা তাহার বাল্যকাল হইতেই, প্রসাদকুমারের বাটীতে যাইয়া, প্রায় সর্ব্বক্ষণই তাহার সহিত খেলা ধূলা করিত। তাহাদের মধ্যে বাল্যকাল হইতেই অনাবিল ভালবাসার সঞ্চার হইতে দেখিয়া, উভয়ের পিতা মাতা তাহাদিগকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিতে উৎসুক হন।

কালক্রমে গ্রামের সকলেই এই বিষয় জানিতে পারেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, প্রসাদ এবং কণিকা,—তাহাদের আত্মীয় পরিজনের এই ইচ্ছার কথা জানিতে পারিয়া বিশেষ সুখী হইয়াছিল; এবং তাহাদের মধ্যে, বাল্যের সেই অনাবিল ভালবাসা প্রণয়ে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল। এখন প্রসাদকুমার বাটী আসিলেই, কণিকা তাহার নিকট হইতে পাঠ বুঝাইয়া লইবার জন্য পুস্তক হস্তে প্রতিদিনই তাহাদের বাটীতে আসিত।

একদা তাহারা প্রসাদকুমারের পাঠাগারে বসিয়া, উভয়ে উক্তরূপ কথোপকথন করিতেছে, এমন সময় বাহির হইতে কোন ব্যক্তি উচ্চ-কণ্ঠে কাশীশ্বরবাবুকে আহ্বান করিলেন। কণ্ঠস্বরে আগন্তুককে চিনিতে পারিয়া, প্রসাদকুমার কণিকাকে বলিল,—"এই কণি, তোর বাবা বোধ হয়, তোর শ্বশুরকে ডাকিতেছেন ; তাঁকে ডাকিয়া দে।"

কণিকা বলিল,—"দেখ অমন করিলে আর আমি তোমার সহিত কথা কহিব না।" প্রসাদ বলিল,—"আচ্ছা সে পরে হইবে, এখন আগে ডাকিয়া দে দেখি—।" কণিকা তখন ছুটিয়া গিয়া কাশীশ্বর বাবুকে ডাকিয়া লইয়া আসিল। কর্ত্তাদের উভয়কে পাঠাগারে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, নবীন প্রণয়ী-যুগল, বে গতিক বুঝিয়া, সে স্থান হইতে সরিয়া পড়িল।

কাশীশ্বরবাবু শৈলেন্দ্রবাবুকে বসিতে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি হে শৈলেন, ভালত ? হঠাৎ কি মনে ক'রে ?"

শৈলেন্দ্রবাবু। আর ভাই—বাড়িতে ভাল লাগিল না, কাজেই মনে কল্লাম, যাই—একটু গল্প সল্প ক'রে আসি। তার পর তোমার প্রসাদ ত এবার বি-এ, দিবে ? তার পরে কি ক'রবে মনে করেছ।

কাশীশ্বরবাবু। এইবার একটা যা হয় কাজ কর্ম্মে লাগিয়ে দেব মনে করেছি, আর বেশী পড়িয়ে কি হবে ?

শৈলেনবাবু। সে কি হে—এর মধ্যে পড়া শুনা ছাড়িয়ে দেবে ? অন্ততঃ এম-এ টা পর্য্যন্ত পড়াও। তারপর যদি না হয় আমার খরচে, লণ্ডন কিম্বা আমেরিকা, যেখানে ওর ইচ্ছা হয়, যাইয়া কোন প্রকার কল কারখানা সংক্রান্ত কার্য্যের বিশেষজ্ঞ হইয়া আসুক,—পরে সহরে একটী ওয়ার্কসপ খুলিলে, বেশ স্বাধীনভাবে চলিতে পারিবে।

কাশীবাবু। তা—প্রসাদের যদি এই প্রকার অভিপ্রায় হয়, আমার তাহাতে কোন প্রকার আপত্তি নাই। তোমার জামাইকে, তুমি নিজের মনের মত করিয়া গড়িয়া লইতে পার।

শৈলেনবাবু। আচ্ছা সে যাহা হয় পরে হইবে। এখন আগে প্রসাদকুমার বি, এ, টা ত দিক্। বেলা পড়িয়া আসিল, একটু নদীর ধারে বেড়াইয়া আসা যাক্।

গ্রীষ্মের ছুটী শেষ হওয়ায়, প্রসাদকুমারকে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে। বৈকালে কলেজের ছুটীর পর সে মেসে নিজের ঘরে বসিয়া, এক মনে কি চিন্তা করিতেছে। চিন্তার বিরাম নাই, একেবারে তন্ময় হইয়া গিয়াছে। পাঠক মহাশয় কি—প্রসাদের সে চিন্তার কোন কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারেন? সে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার মনটীকে বোধ হয়, সেই বাগুটিয়ার বাটীতেই রাখিয়া আসিয়াছে।

সে ভাবিতেছিল—কণিকার সুন্দর মুখখানি। তাহার বাল্য-সঙ্গিনী—কণিকা রাণীকে এবার দেশে গিয়া সে নূতন মূর্ত্তিতে দেখিয়া আসিয়াছে। তাহার কথাবার্ত্তা, ভাব ভঙ্গী—সম্পূর্ণরূপে বদলাইয়া গিয়াছে। দেহের সেই পরিপূর্ণ যৌবন শ্রীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলে সহসা দৃষ্টি ফিরাইতে পারা যায় না। পড়িতে বসিলেই—তাহার সেই চপল-হাসি এবং দুষ্টামি-পূর্ণ চাহনি মনে পড়ে। সেই সুন্দরী রত্নকে লাভ করিতে, এখনও পূর্ণ এক বৎসর বিলম্ব আছে। বি-এ, একজামিন দিবার পর তাহাদের বিবাহ হইবার কথাবার্ত্তা ঠিক হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু মানুষ যাহা চিন্তা করে এবং যাহা নিশ্চয় হইবে বলিয়া বিশ্বাস করে, সকল সময় যদি তাহা ঘটিয়া উঠিত,—তাহা হইলে

এই পৃথিবীতে, এত গোলযোগের সৃষ্টি হইত না।" প্রসাদকুমারের অদৃষ্টে বুঝি কণিকা লাভ ছিল না।

প্রসাদকুমারের পিতার কিছু জমি জমা কৃষকদিগের মধ্যে জমা দেওয়া ছিল। গ্রামের জমিদার বাবুর বহুদিন হইতে সেই জমির উপর লোলুপদৃষ্টি থাকায়, তিনি তাহা হস্তগত করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে ছিলেন। এই সময়ে জমিদার বাবুর দুষ্ট বুদ্ধিতে আকৃষ্ট হইয়া কৃষকগণ, ইহার খাজনা দেওয়া বন্ধ করিল। জমিদার বাবু ইহা তাহার নিজের এলাকাভুক্ত বলিয়া দাবী করিল। কাশীশ্বর বাবু নম্র প্রকৃতির লোক হইলেও, তাহার গোঁ কিছুমাত্র কম ছিল না। বিশেষ একজন ফাঁকি দিয়া তাহার সম্পত্তি অধিকার করিবে, ইহা একেবারেই অসহ্য।

যদিও কাশীশ্বরবাবুর আর্থিক অবস্থা, বেশ ভালই ছিল, তথাপি জমিদারের সহিত তুলনায় তাহা কিছুই নয় বলিলেই হয়। বহুদিন যাবৎ মোকদ্দমা চালাইতে গিয়া কাশীশ্বরবাবু একেবারে ঋণজালে জড়াইয়া পড়িলেন। শেষে—যদিও তিনি জয়লাভ করিলেন বটে, কিন্তু ঋণ পরিশোধ করিতে তাঁহাকে তাহার সমস্ত জমিই বিক্রয় করিতে হইল।

ঐ জমি টুকুই কাশীশ্বরবাবুর আয়ের প্রধান অবলম্বন ছিল। কিন্তু তাহা বিক্রীত হওয়ায়, তিনি প্রায় নিঃস্ব হইয়া পড়িলেন। ক্রমশঃ এই চিন্তা ব্যাধিতে, তাঁহার শরীর নষ্ট হইয়া গেল। কালে, যক্ষারোগ আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। কিছুদিন যাবৎ রোগ ভোগের পর তিনি মানব লীলা সংবরণ করিলেন।

(২)

পিতার অকাল মৃত্যুতে সংসারের সকল প্রকার দায়িত্ব এখন প্রসাদকুমারের উপর আসিয়া পড়িল। বিষয় সম্পত্তির হিসাব পত্রাদি সমস্তই তাহাকে রাখিতে হইত। বিশেষতঃ পিতার মৃত্যুর প্রায় একমাস পরেই, তাহার জননীর মৃত্যু হওয়ায়, প্রসাদকুমার একেবারে নিঃসঙ্গ হইয়া, শোকে একান্ত অধীর হইয়া পড়িল। পৃথিবীতে তাহার আপনার বলিতে আর কেহ রহিল না।

মনের এইরূপ অবস্থায়, প্রসাদকুমারের পড়া শুনা বিশেষরূপে অগ্রসর হইতে পারিল না। তত্রাচ কোনরূপে প্রস্তুত হইয়া সে দুই মাস পরে বি, এ পরীক্ষা দিল। যথাকালে পরীক্ষার ফল বাহির হইলে, প্রসাদকুমারের নাম পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগের নামের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। পরীক্ষায় বিফল মনোরথ হইয়া প্রসাদকুমার মনে বিশেষ আঘাত পাইল। তাহার ভাবী শ্বশুর, শৈলেন্দ্রবাবুর মনের অভিপ্রায় তাহার অজ্ঞাত ছিল না। পরীক্ষার ফল বাহির হইবার পর, শৈলেনবাবু তাহাকে কোনরূপ সান্ত্বনা কিম্বা পরামর্শ দিতে আসিলেন না। বিশেষতঃ কণিকা—আর আগেকার মত তাহাদের বাড়িতে আসে না। এই বিষয় লক্ষ্য করিয়া প্রসাদকুমারের মনে, কেমন এক প্রকার সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হইল।

একদিন প্রাতঃকালে প্রসাদকুমার, শৈলেন্দ্রবাবুর বাটী গিয়া উপস্থিত হইল। শৈলেন্দ্রবাবু তখন বৈঠকখানায় বসিয়া চা-পান করিতেছিলেন। প্রসাদকুমারকে সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইতে

দেখিয়া, তিনি তাহাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "এই যে প্রসাদ, ভাল আছ ত বাবা? শুনিলাম তুমি এবার পরীক্ষায় পাশ করিতে পার নাই। তাহ'লে এখন কি করিবে বলিয়া মনস্থ করেছ?"

প্রসাদ। আজ্ঞে—সেই জন্যই ত আপনার নিকট আসিলাম।

শৈলেনবাবু। তা আমি আর কি বলব বাবা। সংসারে ত আর কেহ নাই—তোমার, এরূপ অবস্থায় পড়া আর কি করিয়া হ'তে পারে। এখন কোন রকম কাজ কর্ম্মই করিতে হইবে।

পরে উদ্দেশে চাকরকে আহ্বান করিয়া, তিনি বলিলেন,—"ওরে, প্রসাদ এসেছে, আর এক পেয়ালা চা দিয়ে যা।"

চা পান করিতে করিতে উভয়ের মধ্যে নানা প্রকার কথোপ-কথন হইতে লাগিল। কিন্তু ইহার মধ্যে কোনরূপ আশার কথা শুনিতে না পাইয়া, প্রসাদের চিত্ত ক্রমশঃ নিরাশায় বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। তথাপি যদি কণিকার সহিত একবার দেখা হয়—এই আশায় প্রসাদ বিলম্ব করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। ক্রমশঃ বেলা অধিক হওয়ায় আর বসিয়া থাকা ভাল দেখায় না বুঝিয়া, প্রসাদ শৈলেন্দ্রবাবুকে নমস্কার করিয়া প্রস্থান করিল।

প্রসাদের পিতা কাশীশ্বরবাবু, জমিদারের সহিত মোকদ্দমায় পরাজিত হওয়ায়, তাহাদের অবস্থা শৈলেন্দ্রবাবুর তুলনায় অত্যন্ত হীন হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার উপর যখন সে বি-এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিল না, তখন শৈলেনবাবু তাহার উপর একে-বারে বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িলেন। এবং ভিতরে ভিতরে বয়স্থা কন্যার জন্য সুৎপাত্রের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কণিকা

যাহাতে আর প্রসাদের সহিত না মিশিতে পারে, তদ্বিষয়ে তিনি তাহার স্ত্রীকে যথোপযুক্ত উপদেশ দিলেন।

ক্রমে প্রসাদকুমার লোক মুখে শৈলেনবাবুর মনোভিলাষের কথা জানিতে পারিল এবং দেশে থাকিতে আর ভাল না লাগায় কোন বিশ্বাসী লোকের উপর, অবশিষ্ট বিষয় সম্পত্তির ভার দিয়া, নিরাশ চিত্তে কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। নিষ্কর্ম্মা অবস্থায় বসিয়া থাকিলে, সময় কিছুতেই কাটিতে চাহে না। বৃথা-চিন্তায় শরীর দিন দিন ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে দেখিয়া, প্রসাদকুমার ফটোগ্রাফ বিদ্যা শিখিবার জন্য কোন বন্ধুর দোকানে যাতায়াত করিতে লাগিল।

ছয় মাসের মধ্যেই প্রসাদকুমার একজন ভাল ফটোগ্রাফার হইয়া নিজে, স্বতন্ত্র ভাবে ব্যবসা চালাইতে লাগিল। ইহার পর কিছুদিন গত হইলে, একদিবস প্রসাদকুমার তাহার বাসস্থান হইতে বহির্গত হইতেছে, এমন সময়ে ডাকহরকরা তাহার হস্তে একখানি পত্র দিয়া চলিয়া গেল। পত্রের উপর দৃষ্টিপাত করিয়াই, তাহা যে কণিকার নিকট হইতে আসিয়াছে, তদ্বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়া উৎকণ্ঠিত ভাবে পত্র খানি খুলিয়া ফেলিল। কিন্তু পত্র খানি পাঠ করিয়া, তাহার আর বাহিরে যাওয়া হইল না; ফিরিয়া নিজ গৃহে প্রবেশ করিয়া, শয্যায় চিৎভাবে শয়ন করিয়া, আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল। পত্রে লেখা ছিল,—

প্রসাদ দা!

আমি তোমার কাছে কি এমন দোষ করিয়াছি যে, তুমি যাইবার সময়ে, একবার আমার সহিত দেখা করিয়াও গেলে না। আমার জন্য বাবা, নাকি একজন সৎপাত্র যোগাড় করিয়াছেন।

কাল আমার বিবাহ।—বোধ হয় তোমার সহিত এ জীবনে আর আমার দেখা হইল না। ইতি—

তোমার কণিকা-রাণী—

সমস্ত দিন নিশ্চেষ্ট ভাবে পড়িয়া থাকিয়া প্রসাদকুমার নানা-রূপ আবান্তর চিন্তা-সাগরে, নিমগ্ন হইয়া রহিল কিন্তু কোনরূপ স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারায়, অপরাহ্ণে বিষন্ন-চিত্তে অন্যমনস্ক ভাবে, পথে বাহির হইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ লক্ষ্যহীন অবস্থায় ভ্রমণ করিয়া, প্রসাদকুমার সন্ধ্যাকালে গোলদিঘী পার্কে, উপস্থিত হইয়া, একটী নির্জ্জন স্থানে উপবেশনপূর্ব্বক—উপস্থিত কর্ত্তব্য বিষয় চিন্তা করিতে লাগিল।

শৈলেন্দ্রবাবু তাহার উপর যেরূপ আশা করিয়াছিলেন, তাহা ফলবতী হইল না দেখিয়া, তাহার সহিত সম্বন্ধ ভঙ্গ করিয়া দিয়াছেন। এবং কণিকার সহিত প্রসাদকুমারের যেরূপ ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল, তদ্বিষয়ে চিন্তা করিয়াই তিনি তাহার কন্যাকে আর প্রসাদের সহিত মেলামেশা করিতে দেন নাই। তিনি কণিকার জন্য অন্য পাত্র স্থির করিয়াছেন, এমন কি বিবাহের দিন পর্য্যন্ত স্থির হইয়া গিয়াছে, কিন্তু প্রসাদকে নিমন্ত্রণ পর্য্যন্ত করেন নাই। এরূপ স্থলে যদি সে সেখানে গিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই তাহার উপরে বিরক্ত হইবেন—সন্দেহ নাই।

হিন্দু সমাজে কন্যার কর্ত্তৃপক্ষের মত না থাকিলে, তাহার সহিত বিবাহ হওয়া একেবারেই অসম্ভব। এবং এস্থলে যখন অপর পাত্র পর্য্যন্ত স্থির হইয়া গিয়াছে,—যখন কণিকার সহিত আর বিবাহ হইবার কোনরূপ আশা নাই, তখন তাহার বিষয় চিন্তা করাও এখন তাহার পক্ষে মহাপাপ। এইরূপ চিন্তা করিয়া

প্রসাদকুমার কণিকার বিবাহে উপস্থিত হইবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিল। কিন্তু তাহার ভয় হইতে লাগিল, পাছে কণিকা তাহাকে পত্রে যেরূপ আভাস দিয়াছিল সেরূপ কোন কাজ করিয়া বসে।

পরদিন প্রসাদকুমার কোন কার্য্যেই মন স্থির করিতে পারিল না, ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবলই কণিকার কথা তাহার মনে হইতে লাগিল। মনকে স্ববশে আনিবার জন্য, কোনরূপে স্নান আহার শেষ করিয়া, প্রসাদকুমার সমস্ত দিন পথে পথে ঘুরিয়া কাটাইল। সন্ধ্যার পর নির্জ্জীবের ন্যায় বাসায় ফিরিয়া ভৃত্যকে বলিল —আজরাত্রে কেহ যেন, তাহাকে বিরক্ত না করে। এইরূপ উপদেশ দিয়া নিজ গৃহে প্রবেশ করিয়া দ্বারে অর্গল বদ্ধ করিল এবং শয়ন করিয়া অপার চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইল।

প্রসাদকুমারের মানস পটে বাগুটিয়াস্থ কণিকাদের বাড়ি খানির ছবি জাগিয়া উঠিল। এতক্ষণ বোধ হয় বর বিবাহ করিতে আসিয়াছে, গ্রামস্থ মাতব্বরগণ হুঁকা হস্তে ব্যস্তভাবে এদিকে ওদিকে, ঘুরিয়া ফিরিয়া, অনর্থক হাঁক ডাকে বাটী সরগরম করিয়া তুলিয়াছে। কল্পনা চক্ষে প্রসাদকুমার তন্দ্রাঘোরে এইরূপ আচ্ছন্ন হইয়া ভাবিতেছে, হঠাৎ চমকিত হইয়া সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিতেই দেখিতে পাইল, যেন অদূরে তাহার কণিকা দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আশ্চার্য্য ভাবে তাহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই শুনিতে পাইল, কণিকা যেন বলিতেছে,—"প্রসাদ দাদা! আমি চলিলাম। আবার দেখা হইবে।" পরে তাহার দেহ, ছায়ামূর্ত্তির ন্যায় দেওয়ালের সহিত মিশিয়া গেল। প্রসাদকুমার অজ্ঞান হইয়া শয্যায় লুটাইয়া পড়িল।

পর দিন প্রাতে তাহার জ্ঞান হইতেই সে উঠিয়া, প্রথম যে ট্রেন পাইল, তাহাতেই উঠিয়া বাগুটিয়ায় রওনা হইল। গ্রামে

উপস্থিত হইয়া, সে যাহা শুনিল, তাহাতে বুঝিতে পারিল, কণিকার পিতা বলপূর্ব্বক তাহার বিবাহ দিতে চেষ্টা করায়, সে বিষপানে আত্মহত্যা করিয়াছে। প্রসাদকুমার পরবর্ত্তী ট্রেনে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল, এবং কণিকাকে ভুলিবার জন্য তাহার নিজ ব্যবসায় মনোনিবেশ করিল। কালক্রমে সে তাহাকে এক প্রকার ভুলিয়া গিয়াছিল।

(৩)

বসন্তের এক উজ্জ্বল অপরাহ্নে, একখানি ছই ঘেরা গরুর-গাড়ী গ্রাম্য অসমতল ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া, হেঁকোঁচ কোঁকোঁচ করিতে করিতে আপন গন্তব্য পথে চলিয়াছে। আরোহী একজন নবীন যুবক, বয়স অনুমান বিংশ বৎসর, দৈহিক গঠন এবং ভাব ভঙ্গী দেখিলেই মনে হয়, যুবক একজন ভদ্রবংশোদ্ভূত এবং সৎপ্রকৃতির লোক। বয়সে তরুণ হইলেও, মুখ ভাব দর্শন করিলে, সে হৃদয়ে যে গাম্ভীর্য্যের পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণরূপে অনুভূত হইয়া থাকে। ভদ্রলোকটী আপন মনে গ্রাম্য সৌন্দর্য্য, দেখিতে দেখিতে, বিভোর হইয়া গিয়াছেন। দূরে দিগন্ত প্রসারিত ধান্য ক্ষেত্র, ক্রোশের পর ক্রোশ ধান্যের মূলে আচ্ছাদিত। দুই মাস পূর্ব্বের সজল মৃত্তিকা, আতপ তাপে কঠিন প্রস্তরবৎ হইয়া উঠিয়াছে।

মেঘস্তর ভেদ করিয়া অপরাহ্নের রক্তিমাভ সূর্য্যকিরণ, মাঠের মধ্যে পুষ্পিত পলাশ বৃক্ষের উপর আসিয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

দূরে কৃষকগণ আপন মনে, তাহাদের দৈনিক কার্য্যে রত রহিয়াছে। কেহ কেহ বা স্থানে স্থানে অগ্নি সংযোগ করিয়া, ধান্যের মূল পোড়াইতেছে। কৃষক বালকেরা গৃহ হইতে, কৃষকদিগের জন্য মধ্যাহ্ন ভোজন বহন করিয়া আনিয়া আর বাড়ি ফিরিয়া যায় নাই; সকলে একত্র হইয়া প্রফুল্লমনে ক্ষেত্র মধ্যস্থ একটী ক্ষুদ্র পঙ্কিল হ্রদে সন্তরণ দিয়া পদ্মফুল তুলিতেছিল।

ক্রমশঃ সন্ধ্যার অন্ধকার হইয়া আসিতেছে দেখিয়া, গো-শকটের আরোহী যুবকটীর ধ্যান ভঙ্গ হইল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া, সে গাড়োয়ানকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—"ওহে বাপু! পথ যে আর শেষ হয় না। এমন ক'রে আর কতদূর যাইতে হইবে? গাড়ীর ঝাঁকানিতে, পেটের নাড়ী গুলা, ছিঁড়ে যাবার উপক্রম হয়েছে।" গাড়োয়ান বলিল,—"আজ্ঞে কর্ত্তা আর অধিক দূর নাই। ঐ যে দূরে কাল গাঁ খানার উপর বাঁশগাছের আগা দেখতে পাচ্চেন, ওকেই ডুমুরদ গাঁ বলে।"

আরোহী বিরক্ত স্বরে বলিলেন,—"ওত এখনও আধ ক্রোশের উপর পথ। অতদূর কি এই রকম পথেই যাইতে হইবে?" গাড়য়ান বলিল,—"আজ্ঞে কর্ত্তা এ পথটা এই রকমই; এটা আবাদের জমির উপর পথ কিনা, বর্ষাকালে এ পথ দিয়া যাইবার উপায় থাকে না। তখন এ সব জায়গায় ধান আর জল থৈ থৈ করতে থাকে। তবে সে সময়ে ঘুরে ঐ বড় আম বাগানটার কাছে, যে রাস্তা ছেড়ে দিয়ে এলাম সেই রাস্তা দিয়ে যেতে হয়।"

আরেহী বলিল,—"সে রাস্তাত দেখেছি মন্দ নয়। তুই বাপু সেটা ছেড়ে দিয়ে এলি কেন বল দেখি?"

গাড়য়ান। সাধে কি আর ছেড়ে দিয়ে এসেছি কর্ত্তা; সে রাস্তা দিয়ে গেলে, প্রায় এক ক্রোশ পথ ঘুরে যেতে হত।

আরোহী। সে যে এর চেয়ে ঢের ভাল হত রে বেটা, তোর সুবিধার জন্য এ রাস্তায় এসে, আমার যে শরীরের হাড়-গোড় চূর্ণ হ'য়ে গেল। এই হ্রদটার নিকট গাড়ীখানা একটু থামা দেখি, মুখ হাত ধুয়ে, একটু বিশ্রাম ক'রে বাঁচি। তার পর আমার কপালে যা আছে তাই হবে।

গাড়য়ান। বেলা যে আর বেশী নাই কর্ত্তা—এখানে বিলম্ব ক'রলে গাঁয়ে পৌছুতে রাত হয়ে যাবে। ইচ্ছা করছি. আপনাকে নামিয়ে দিয়ে, আমি ফিরে গিয়ে পিছনের ঐ নওদাগাঁয়ে, আমার ভাগ্নী জামাইয়ের বাড়ি এ রাতটা কাটিয়ে দেব।

আরোহী। কিন্তু বাপু, আমার বড় অসহ্য হ'য়ে উঠেছে। একটু না নামালে আর যেতে পারব না, একটু থামাও।

গাড়য়ান অগত্যা তাহার বলদ দুইটীর লেজ মলিয়া, চুমকুড়ি দিয়া, গাড়ীখানাকে হ্রদের রাণায় থামাইয়া দিল এবং আরোহী ভদ্রলোকটী তাড়াতাড়ি তাহার জুতা জোড়াটী পায়ে দিয়া বাহির হইয়া পড়িয়া গাড়ীর অনতিদূরে হ্রদের নিকট দণ্ডায়মান হইলেন।

সহসা একখানি ছইঘেরা গাড়ী এবং একটী ভদ্রলোককে সমাগত দেখিয়া, কৃষক বালকগণ কৌতুহলাক্রান্ত চিত্তে, পঙ্ক-বিলেপিত, নগ্ন দেহে হ্রদ হইতে উঠিয়া আসিল এবং সমাগত অতিথির মত ভদ্রলোকটীকে মূক অভ্যর্থনা করিল। যুবক তাঁহাদিগের সরলভাব দর্শনে মোহিত হইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমাদের বাড়ি কোথায়?"

সকলে নীরব থাকিল। তন্মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ বালকটী পশ্চাৎ ফিরিয়া অঙ্গুলী হেলাইয়া দেখাইয়া বলিল,—"দূরে ঐ যে কাল মতন গ্রাম দেখা যাইতেছে, ঐ গাঁয়ে আমাদের সকলের বাড়ি।"

যুবক। ওটাকে কোন গাঁ বলে?

বালকটী উত্তর করিল,—"উহাকে ডুমুরদহ গাঁ বলে।"

যুবক। সন্ধ্যা হ'য়ে এল, তোমরা এখনও জলে প'ড়ে খেলা করিতেছ, কখন বাড়ি যাইবে?

বালক। এই যাই আর কি! ওই ক্ষেতে যে সকল লোক দেখছো, ওরা সব আমাদের মানুষ,—এই ম'তের মামা, আমার দাদা, হ'রের খুড়ো সবাই আছে। তাদের কাজ সারা হ'লেই এসে আমাদের ডেকে নিয়ে যাবে।

যুবক। তোমরা সকলে কি কচ্ছিলে?

বালক। পদ্মফুল তুল্‌ছিলাম। তুমি একটা নেবে?

এই কথা বলিয়াই বালকটী, উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই পার্শ্বস্থ সঙ্গীর হস্ত হইতে একটী প্রস্ফুটিত পদ্মফুল লইয়া, অতি আগ্রহসহকারে পথিক যুবককে অর্পণ করিল। সে সারল্যের দান—সে অতিথি সৎকার, যুবক প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। আনন্দিত মনে হস্ত প্রসারিত করিয়া তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন। বলিলেন,—"বাঃ ফুলটীত বেশ, এটি পেয়ে আমি বড় খুসী হ'লাম।" দানের সাফল্যে প্রীতিলাভ করিয়া বালকের সরল হৃদয়, উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। সে বলিল,—"তুমি তামুক খাবে?"

যুবক। না আমি তামাক খাই না।

বালক। তুমি কোন গাঁয়ে যাবে?

যুবক। আমি ডুমুরদহে যাইব।

বালক। আমাদের গাঁয়ে যাবে, আমাদের গাঁয়ে কি তোমার
:টুম্ব আছে ?

যুবক। না—তোমাদের গাঁয়ে আমার জানা শুনা কোন
লাক নাই।

বালক। তবে কেন যাচ্ছ ?

যুবক। এই—তোমাদের গাঁ দেখতে।

বালক। রাত্রে কোথায় থাকবে ? আর খাওয়া দাওয়া কোথায়
ক'রবে ?

যুবক। কেন—তোমাদের বাড়ি গেলে কি আমায় থাকতে
ায়গা দেবে না ?

বালক। যায়গা আমাদের বেশী নাই। আমাদের মোট দুই
খানি ঘর। এক খানায় দাদা আর দাদার বৌ থাকে—আর
এক খানায় আমি, মা আর কাকীমা থাকি। তা তোমার যদি
থাকবার যায়গা না থাকে, তবে না হয়—আমরা দাসেদের বাড়ি গিয়ে
শোব এখন, তুমি আমরা যে ঘরে শুই, সেই ঘরে থেকো। কি খাবে ?

যুবক। কেন ভাত।

বালক। আমাদের ভাত খাবে ?

যুবক। তোমরা কি জাত ?

বালক। আমরা কৈবর্ত্ত দাস। তোমরা কি লোক ?

যুবক। আমরা কায়স্থ।

বালক। তবে আমাদের ভাত কি ক'রে খাবে ?

যুবক। তাতে দোষ কি ?

বালক। তবে চল। আজ আমাদের শোল মাছ রান্না করা
আছে। বেশ হবে।

এই সময়ে ক্ষেত্রের কর্ম্ম সমাধা হওয়ায়, কৃষকগণ বাড়ি যাইবার জন্য উঠিল; এবং হ্রদের তীরে একখানি গাড়ী এবং একটী ভদ্রলোকের নিকট বালকদিগকে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, সকলে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। যে বালকটী পথিক যুবকের সঙ্গে এতক্ষণ কথা কহিতেছিল, সে তাহার দাদাকে বলিল,—"দাদা, ইনি আমাদের বাড়ি যাইবেন। ইনার রাত্রে থাকিবার কোন যায়গা নাই,—তাই আমাদের বাড়ী আজ থাকবেন। বালকের দাদা ধনঞ্জয় দাস জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনারা—?" যুবক মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"আমরা কায়স্থ। আমি তোমাদের গাঁয়ে যাইব।"

ধনঞ্জয় বলিল,—"আপনি কাহাদের বাড়ি যাইবেন?"

যুবক। কাদের বাড়ি যাইব তার ঠিক নাই। আমি ফটোগ্রাফারের কার্য্য করি। যেখানে হউক একটা বাসা ঠিক করিয়া লইতে হইবে।

ফটোগ্রাফারের ব্যবসা কি তাহা কৃষকগণের মধ্যে কেহই কিছু বুঝিতে না পারিয়া, সকলেই অবাক হইয়া, ভদ্রলোকটীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। পরে ধনঞ্জয় সকলের ইঙ্গিতে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"ফটোগ্রাফ কাকে বলে?" যুবক বলিলেন,—"সে এক প্রকার ছবি তুলিবার যন্ত্র। যে লোকের বা যায়গার ছবি তুলিতে হইবে, তাহার সম্মুখে কলটি রাখিয়া, তাহার চাবি টিপিলেই, যে মানুষের বা যে যায়গার যেমন চেহারা, তাহার ঠিক সেই প্রকার ছবি ঐ কলের ভিতর উঠিয়া যায়।"

ধনঞ্জয়। সে ছবি লইয়া লোকে কি করে?

যুবক। আপন আপন ছবি দিয়া সকলে ঘর সাজায়, আত্মীয় স্বজন

ও বন্ধু বান্ধবকে উপহার দেয়। মানুষ মরিয়া গেলে, যখন তাহার আর কোন চিহ্ন থাকে না, তখন তাহার আত্মীয় স্বজন সেই ছবি দেখিয়া, তাহার বিষয় মনে রাখিতে পারে।

ধনঞ্জয়। আপনাকে তাহার জন্য কত দিতে হয়?

যুবক। যে যেমন ছবি তোলায়, তাহাকে সেইরূপ দাম দিতে হয়।

ধনঞ্জয়। আপনি বেশ সময়ে আমাদের গাঁয়ে এসেছেন। আমরা গরিব মানুষ,—আমরা ত আর দাম দিয়ে ছবি তুলাইতে পারিব না। আমাদের গাঁয়ের রমেনবাবুরা, এই সময়ে বাড়ি এসেছেন। তিনি একজন মস্ত বড় চাকুরে,—কোন জেলার হাকিম, তাঁরা আপনাকে দিয়ে, অনেক ছবি তুলিয়ে নিতে পারেন। তাঁহাদের বাড়িও খুব বড়। সেখানে একটা কুঠরীতে আপনি বাসাও লইতে পারেন।

যুবক। শুনিয়াছি ডুমুরদহ খুব বড় গ্রাম এবং এখানে অনেক ভদ্রলোকের বাস। তাই এখানে আসিয়াছি।

ধনঞ্জয়। হাঁ, ভদ্রলোকের বাস বৈ কি। এখানে প্রায় তিন চার হাজার লোকের বাস—তা ছাড়া থানা, ইস্কুল, ডাকঘর, রেজেষ্টারী আফিস—এখানে সবই আছে।

যুবক। তোমাদের এখানে ঘর ভাড়া পাওয়া যায় না?

ধনঞ্জয়। তা' কেন পাওয়া যাবে না। কিন্তু আপনার পয়সা খরচ ক'রে বাজারে বাসা ভাড়া লইবার আবশ্যক কি? আপনি রমেনবাবুদের বাটী যাইলে, নিশ্চয়ই আপনাকে সেস্থান হইতে ফিরিতে হইবে না। কত অতিথি ভদ্রলোক, আমাদের গ্রাম দেখিতে আসিয়া, তাঁহাদের বাটীতেই আশ্রয় লইয়া থাকেন এবং সেই-খানেই খাওয়া দাওয়া করেন। আপনি তাই চলুন।

যুবক। তুমি বলিতেছিলে, রমেন্দ্রবাবু বিদেশে চাকরি করেন। যখন তিনি বাটীতে না থাকেন, তখন কি তাঁহাদের বাটীতে চাবি দেওয়া থাকে?

ধনঞ্জয়। বলেন কি! সে কি একটুখানি বাড়ি যে তাহাতে চাবি বদ্ধ করা থাকিবে। তিনি যখন বাড়িতে না থাকেন, তখন তাঁহার মাতা ঠাকুরাণী, তাঁর কাকা, কাকী, ভগিনী ও ভগ্নিপতি, মাসী, পিসী ও পিস্‌তুত ভাই, এঁরা সব সেই বাড়ীতে থাকেন। তা ছাড়া,—গোমস্তা, চাকর চাকরাণী, দরওয়ান, পাইক প্রভৃতি লোক জনও অনেক। তেনারা কি যেমন তেমন লোক? মস্ত বড় ধনী—আমাদের গাঁয়ের দশ-আনি জমিদার। ইহা ছাড়া মহাজনী কারবারও খুব। তাঁরা আমাদের সকলেরই মহাজন। আপনি চলুন,—সেই বাড়ির বাহিরের মহলের একটা ঘর লইয়া থাকিলেই পারিবেন। সেখানেই আপনার খাওয়া দাওয়া সবই চলিয়া যাইতে পারিবে।

যুবক বলিল,—"আচ্ছা যাই ত, গ্রামে পঁহুছিয়া যেমন সুবিধা হয় তাই করিব। তবে আজিকার রাত্রিটা তাঁহাদের বাটীতেই কাটাইতে হইবে দেখিতেছি। কেন না সন্ধ্যা ত প্রায় হ'য়ে এল, গ্রামে পৌঁছিতে রাত্রি হইয়া যাইবে। তখন আর কোথায় বসার সন্ধান পাইব।"

ধনঞ্জয়। তবে আপনি গাড়ীতে উঠুন। আমরাও আপনার সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছি। আমরা আপনাকে রমেন্দ্রবাবুর বাড়ি দেখাইয়া দিয়া যাইব।

যুবক। না, আমি আর গাড়ীতে উঠিব না। ষ্টেসন হইতে এখান পর্য্যন্ত গাড়ীতে আসিয়া, তাহার ঝাঁকুনীতে আমার সমস্ত

শরীর আড়ষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। চল তোমাদের সঙ্গে গল্প করিতে করিতে এটুকু পথ হাঁটিয়া যাই।

ধনঞ্জয়। তবে তাই চলুন। গাড়োয়ান ভাই, নে তোর গাড়ী যুতে নে।

তখন গাড়োয়ান গাড়ীতে গরু যুতিয়া, আগে আগে চলিল। এবং পশ্চাৎ কৃষকগণের সহিত, পথিক যুবক পদব্রজে নানাবিধ গল্প করিতে করিতে চলিলেন। কৃষক বালকগণ দৌড়িতে দৌড়িতে নাচিতে নাচিতে তাহাদের অগ্রে অগ্রে চলিল। ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল।

(৪)

বাবু রমেন্দ্রনাথ বিশ্বাস একজন উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি। তিনি মফঃস্বলের এক মহকুমার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট,—নব্য ভব্য সম্প্রদায়-ভুক্ত। জাতিতে কায়স্থ—হিন্দু; কিন্তু হিন্দুয়ানী বজায় রাখিতে একান্তই নারাজ। ইংরাজী শিক্ষিত, ইংরাজের ভৃত্য,—কাজেই ইংরাজী চাল-চলন, ইংরাজী ধরণ ধারণে, তাঁহার সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে সমধিক ভালবাসেন। তাঁহার চাল চলন দেখিয়া, তিনি যে কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী,—হিন্দু কি মুসলমান, বৌদ্ধ কি খৃষ্টিয়ান, তাহা ঠিক করিয়া উঠা যায় না। কেননা,—মুখে তিনি হিন্দু ধর্ম্মের উচ্চ প্রশংসা করিয়া থাকেন, হিন্দুধর্ম্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় শ্রোতৃবর্গের কর্ণ বধির করিয়া থাকেন;—কিন্তু তাঁহার আহারে, বিহারে, আচারে, পদ্ধতিতে, হিন্দুধর্ম্মের কোনরূপ অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। খৃষ্টিয়ানও নহেন, খ্রীষ্টিয়ানের যাহা করিতে নাই তাহাও

করেন, আবার বৌদ্ধধর্ম্মের অহিংসা প্রচারে শত মুখ হইয়া, মুসলমানের জাবাই কার্য্যেও বিশেষ পটু।

রমেন্দ্রবাবু নিজে সঙ্গীত রসে রসজ্ঞ এবং সুরসিক। হারমোনিয়ম, পিয়নো, এস্রাজ প্রভৃতি বাদ্য যন্ত্রে, তাঁহার ন্যায় সুশিক্ষিত ব্যক্তি বড় অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না। আরও—তাঁহার পরিবারস্থ সকলেরই সঙ্গীত বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। অন্তঃপুরচারিণী মহিলাগণও উপন্যাস পুস্তক, কবিতা পুস্তক, চিত্রবিদ্যা, হারমোনিয়ম, পিয়ানো প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র প্রাণের সহিত ভাল বাসিয়া থাকেন।

রমেন্দ্রবাবুর আর একটী অনন্য সাধারণ গুণ এই যে, তিনি অত্যন্ত সদালাপী ও মিশুক প্রকৃতির লোক। সকল ব্যক্তির সহিতই মিলিয়া মিশিয়া গান বাজনা করিতে এবং তাহাদের সহিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিতে তিনি বড় ভালবাসিতেন। আবার লোকজন, বন্ধুবান্ধব ইত্যাদিকে ভূরিভোজনে আহার করাইয়া, তিনি অশেষরূপে তৃপ্তিলাভ করিতেন। এক প্রকার বলিতে গেলে তাঁহার বাড়িতে নিত্য উৎসব ক্রিয়া চলিত। রমেন্দ্র-বাবুর বয়স প্রায় চল্লিশ বৎসরের কিছু উপর হইয়াছে। তাঁহার দুইটী কন্যা ও তিনটী পুত্র বর্ত্তমান।

সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পরেই রমেন্দ্রবাবু সংবাদ পাইলেন যে এক-জন ফটোগ্রাফার, তাঁহার বাটীতে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। তিনি তাহার সহিত আলাপ করিতে মনস্থ করিয়া সদর মহলে গমন করিলেন।

ফটোগ্রাফার যুবক তখন যে কক্ষটী তাহার রাত্রিবাসের জন্য আশ্রয়স্বরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাঁহাতে আপনার দ্রব্যাদি গুছা-ইয়া রাখিয়া, হস্ত পদাদি প্রক্ষালনার্থ এক গাড়ু জল লইয়া,

সবে মাত্র, বারন্দায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, এমন সময়ে রমেন্দ্রবাবু আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন।

রমেন্দ্রবাবুর আগমনে ও তাঁহার ভব্যভাব দর্শনে, হয়ত তিনিই এই বাটীর মালিক হইবেন, এই ভাবিয়া পথিক, হস্তের গাড়ুটী সেই স্থানে এক পার্শ্বে নামাইয়া রাখিয়া, স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে রমেন্দ্রবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া, বিনীত ভাবে নমস্কার করিল।

সেই দিন পূর্ণিমা তিথি; বাসন্তী পূর্ণিমার সুশুভ্র জ্যোৎস্না ধারায় দিগন্ত আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে। রমেন্দ্রবাবু যুবকের সেই জ্যোৎস্না মাখা মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,— "আপনিই কি ফটোগ্রাফার?"

যুবক বিনীত স্বরে উত্তর করিল,—"আজ্ঞে হাঁ মহাশয়।"

রমেন্দ্রবাবু। এ গ্রামে কাহারও সহিত বোধ আপনার পরিচয় নাই।

যুবক। আজ্ঞে না। শুনিয়াছি আপনাদের গ্রামে, অনেক সম্ভ্রান্ত ভদ্র ব্যক্তির বাস। তাঁহারা হয়ত ফটোগ্রাফ তুলাইতে পারেন, এই আশায় আমি এইস্থানে আসিয়া পড়িয়াছি।

রমেন্দ্রবাবু। বেশ করিয়াছেন। আপনি ভাল সময়েই এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। গ্রামের লোক, যাঁহারা কর্ম্মোপলক্ষে বিদেশে ছিলেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেই, যে যাহার বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ইহার কারণ—এ গ্রামে পূর্ণিমা হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত, এই পনর দিন, দোলযাত্রা উপলক্ষে একটী মেলা বসে। অনেক দেশের লোকজন আসিয়া এই উৎসবে যোগদান করে। খুব বড় রকমের বাজারও বসিয়া থাকে। এ সময়ে আপনার কার্য্য বেশ ভাল রকমেই চলিতে পারিবে আশা করা যায়।

যুবক। আজ্ঞে হাঁ, আপনাদের দেশের এই মেলার নাম শুনিয়াই আমি এই স্থানে আসিয়াছি।

রমেন্দ্রবাবু। তা বেশ, ব্যবসা উপলক্ষে আপনার যতদিন এখানে থাকিবার আবশ্যক হইবে, ততদিন আপনি বিনা সঙ্কোচে আমার এই বাটীতেই থাকিতে পারিবেন। আর আহা-রাদিও আমার এইখানেই করিবেন। ভাল,—আপনার নামটী এখনও জানা হয় নাই। আপনার নাম কি মহাশয়?

যুবক। আমার নাম শ্রীপ্রসাদকুমার বসু।

রমেন্দ্র। তাহা হইলে আপনি আমার স্বজাতি—ভালই হইল।

প্রসাদ। আপনি অতি মহৎ লোক—আপনার ন্যায় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির অনুগ্রহ লাভ করিয়া, আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করিতেছি।

রমেন্দ্র। ও কথা বলিয়া, বৃথা আমাকে লজ্জা দিবেন না। আপনি ভদ্রলোক, আমাদের দেশে আসিয়াছেন। আমাদের সকলেরই উচিত, আপনাকে আশ্রয় দেওয়া;—আমি এমন কি আর বেশী করিয়াছি, যাহার জন্য আপনি আমার প্রশংসা করিতে-ছেন। যাক্—আপনি এখন হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিয়া বিশ্রাম করুন। আপনার যখন যাহা আবশ্যক হইবে ভৃত্যকে ডাকিয়া আদেশ করিলেই, সে তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পন্ন করিয়া দিবে। তবে এখন আমি চলিলাম নমস্কার।

রমেন্দ্রবাবু ফিরিয়া গেলেন। তখন প্রসাদকুমার হস্তপদাদি প্রক্ষালন সমাপ্ত করিয়া গৃহমধ্যে গমন করিলেন এবং রমেন্দ্র বাবুর সৌজন্য ও ভদ্রতার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে পোর্ট-মেণ্টটী খুলিয়া, আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি বাহির করিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে একজন ভৃত্য, প্রসাদকুমারের জন্য জল খাবার লইয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিল। প্রসাদকুমারের জলযোগ সমাপ্ত হইলে পর, ভৃত্য বলিল,—"কর্ত্তাবাবু আপনাকে একবার ডাকিতেছেন।"

প্রসাদ। বাবু এখন কোথায় আছেন?

ভৃত্য। আমার সঙ্গে আসুন, বাবু বৈঠকখানায় বসিয়া গান বাজনা করিতেছেন। সেখানে আরও দশ বার জন ভদ্রলোক আছেন। সেখানে গান বাজনা হইতেছে এবং খাওয়া দাওয়ারও উদ্যোগ আছে।

প্রসাদকুমার ভৃত্যের কথার ভাবে বুঝিল, হয়ত বাবুদের গান বাজনার আসরে, পানাদি স্ফূর্ত্তির ও আয়োজন আছে। কিন্তু পাছে, রমেন্দ্রবাবুর আজ্ঞাপালনে অস্বীকৃত হইলে আতিথ্যের অমর্য্যাদা করা হয়, এই ভাবিয়া ভৃত্যের কথা অগ্রাহ্য করিতে পারিল না। নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত গৃহের বাহিরে আসিয়া, নিজের একটী স্বতন্ত্র চাবি দ্বারা, গৃহদ্বার তালা বন্ধ করিয়া ভৃত্যের পশ্চাৎ অনুসরণ করিল।

প্রথম মহল্লা পার হইয়া, দ্বিতীয় মহল্লায় উপস্থিত হইয়া বাম দিকস্থ একটী গৃহ মধ্য হইতে, হারমোনিয়মের মধুর স্বর উত্থিত হইতেছিল। ভৃত্য সেই গৃহের দ্বারদেশে আসিয়া, প্রসাদকুমারকে বলিল,—"আপনি ভিতরে যান, ঐখানেই বাবু আছেন।"

পর্দ্দা ঠেলিয়া প্রসাদ কুমার ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, গৃহখানি অতি সুন্দরভাবে সজ্জিত। তাহার সাজসজ্জার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, রমেন্দ্রবাবুর সুরুচির বেশ সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। সেই সুসজ্জিত কক্ষমধ্যে দশ বার জন ভদ্রলোক একটী ফরাসের উপর বসিয়া, সঙ্গীত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার

উদ্যোগ করিতেছিলেন। এক ব্যক্তি হারমোনিয়মে সুর দিতে ছিলেন এবং অপর একজন ভদ্রলোক তবলায় হাতুড়ি ঠুকিয়া, হারমোনিয়মের সুরের সহিত, তাহার সুর মিলাইয়া লইতে ছিলেন। প্রসাদ কুমার ভৃত্যের কথার ভাবে, যাহা অনুমান করিয়াছিল, তাহার কোন আয়োজন নাই দেখিয়া, আশ্বস্তচিত্তে ফরাসের এক পার্শ্বে উপবেশন করিল। রমেন্দ্রবাবু তখন সে স্থানে উপস্থিত ছিলেন না।

অল্পক্ষণ পরেই, রমেন্দ্রবাবু তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ততক্ষণ, হারমোনিয়মের সহিত তবলার সুর ঠিক হইয়াছে বলিয়া তাহাদের ধারণায় আসিল। তাঁহারা গীত আরম্ভ করিলেন।

দুই চারিটী গান গাওয়া হইলে পর, রমেন্দ্রবাবু প্রসাদ কুমারের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"প্রসাদবাবু, আমাদের গান ত শুনিলেন। এই বার আপনার একটী গান আমাদের শুনাইয়া দিন।—"

প্রসাদকুমার বিনীত ভাবে বলিল,—"আমি তেমন ভাল গাইতে জানি না। বিশেষ আপনাদের এ সুন্দর গানের পর তাহা আর সেরূপ জমিবে না।"

রমেন্দ্রবাবু প্রসাদকুমারের সে আপত্তি না শুনায়, এবং তাঁহার পুনঃ পুনঃ অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে না পারায় অগত্যা প্রসাদ কুমার, হারমোনিয়মটী টানিয়া লইয়া তাহাতে সুর সংযোগ করিলেন। যে ভদ্রলোকটী তবলা বাজাইতেছিলেন, তিনি ঠেকা দিতে লাগিলেন। প্রসাদ কুমার গান আরম্ভ করিলেন,—

"ফুল্ল যামিনী, ফুল্ল জোছনা, ফুল্ল কুসুম ওই—

প্রসাদকুমার যাহা বলিয়াছিল, তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা। তাহার

গলার স্বর অতীব মধুর, এবং গান গাহিবার প্রণালী অতি সুন্দর। তাহার প্রথম আওয়াজেই, শ্রোতিবর্গের হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। প্রায় সকলেই একত্রে বাহবা দিয়া উঠিল।

যে গৃহে গীত বাদ্যাদি হইতেছিল তাহার অপর একটী দ্বারে একখানি রেশমী পর্দ্দা ধীরসঞ্চালিত বায়ু হিল্লোলে মৃদু মৃদু আন্দোলিত হইতেছিল। সেই পর্দ্দাটী ঈষৎ সরিয়া যাওয়ায় প্রসাদকুমারের দৃষ্টি, সেই দিকে আকৃষ্ট হইল। প্রসাদকুমার দেখিলেন,—একটী সুদীর্ঘ কৃষ্ণতার নয়ন অতি আগ্রহের সহিত তাহার মুখের উপর সংস্থাপিত রহিয়াছে। প্রসাদ কুমার চাহিবা-মাত্র, পর্দ্দাটী যথাস্থানে সংলগ্ন হইল, এবং চক্ষু দুইটীও অদৃশ্য হইল। তাহার গানের সমের যায়গায় ফাঁক পড়িয়া যাওয়ায় একটু গোলযোগ হইয়া গেল। ভুল সংশোধনের জন্য প্রসাদ-কুমার একই চরণ পুনরাবৃত্তি করিয়া ফেলিল। জনৈক শ্রোতা, একটু বিরক্তি ব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন,—"ওকি মহাশয়, আর নাই নাকি?"

প্রসাদ সামলাইয়া লইয়া বলিল,—"গানটা ভুলিয়া গিয়াছিলাম মহাশয়! তাই তাল ভঙ্গ হইয়া গিয়াছে। অনেক দিন গাওয়া অভ্যাস নাই কিনা,—না হয় অন্য একটি গাহিতেছি।"

রমেন্দ্রবাবু বলিলেন,—"না না ঐটাই হউক।"

জানালা পথে বসন্তের স্নিগ্ধ, নির্ম্মল জ্যোৎস্নারাশি গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া, গৃহস্থিত উজ্জ্বল আলোকের সহিত মিশিয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। মন্দ-মলয়ানিল বাহিত, সুগন্ধি বেলা, রজনীগন্ধা ও বাতাবী ফুলের গন্ধে, গৃহটী আমোদিত হইতেছিল। প্রসাদকুমার পুনরায় গাহিল,—

ফুল্ল যামিনী, ফুল্ল জোছনা, ফুল্ল কুসুম ওই।

ফুল্ল হৃদয়ে, আমরা সকলে, প্রীতিতে মিলিয়া র'ই ॥

সুন্দর সুরের সহিত গানটিকে দুইবার আবৃত্তি করিতেই, আবার সেই চক্ষুদুটী পর্দ্দার ফাঁকে বিকশিত হইল। প্রসাদকুমার সে শোভায় মুগ্ধ হইয়া, অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া গাহিলেন,—

বহিতেছে ধীরে মলয় সমীর,

কুহরিছে হেথা কোকিল মধুর,

পর্দ্দার পার্শ্বদেশ হইতে কে যেন ডাকিল,—আকর্ষণ করিল। প্রসাদকুমার ফিরিয়া চাহিলেন। কিন্তু সেটা মনের ভ্রান্তি, কেহ তাহাকে ডাকেও নাই,—টানেও নাই! দেখিলেন সেই কৃষ্ণতার নীলোৎপলবৎ নয়ন দুটী স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছে। পাছে আবার গানের তাল ভঙ্গ হইয়া যায়, এই ভয়ে প্রসাদকুমার মাথা নত করিয়া গানটী সমাপ্ত করিল,—

আকুল অন্তরে ছোটে পরিমল আবেশে অধীর হই ॥

সকলেই প্রসাদকুমারের গান শুনিয়া, খুব প্রশংসা করিলেন এবং তৎপরে অন্যান্য সকলেই কয়েকটী গান গাহিলেন। শেষে রাত্রি অত্যন্ত অধিক হওয়ায় গান বাজনা বন্ধ হইয়া গেল; পরিশেষে সকলে, তৃপ্তির সহিত পান ভোজনাদি সমাপন করিলেন। আহারাদি সমাপ্ত হইবার পর, রমেন্দ্রবাবু সমাগত ভদ্রমণ্ডলীর নিকট, প্রসাদকুমারের পরিচয় করাইয়া দিলেন এবং তাঁহার এ গ্রামে আগমনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়া, যাহাতে তাহার কিছু কার্য্য এ স্থানে হইতে পারে, তজ্জন্য অনুরোধ করিলেন।

বলা বাহুল্য, সকলেই রমেন্দ্রবাবুর অনুরোধে স্বীকৃত হইলেন। এবং বলিলেন, যদি প্রসাদবাবু ভালরূপ ফটো তুলিতে পারেন,

তাহা হইলে সকলেই আপন আপন স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতি পরিবারস্থ ব্যক্তির ফটো তুলাইয়া লইবেন এবং অপরাপর বন্ধু-বান্ধবগণকেও ছবি তুলাইতে অনুরোধ করিবেন। অতঃপর সকলেই স্ব স্ব আবাসে প্রস্থান করিলেন। প্রসাদকুমারও তাহার জন্য নির্দ্দিষ্ট কক্ষে গমন করিয়া শয়ন করিলেন।

শয্যায় শয়ন করিয়া, রমেন্দ্রবাবুর ভদ্র ব্যবহার ও সৌজন্যের কথা ভাবিয়া, প্রসাদকুমার অত্যন্ত পুলকিত হইলেন। তাহার মনে হইতে লাগিল, রমেন্দ্রবাবুর ন্যায় উচ্চহৃদয় ব্যক্তি অতি অল্পই দেখিয়াছেন। তিনি একে জমিদার, তাহার উপর উচ্চ শিক্ষিত ও উচ্চ পদস্থ,—তাঁহার মত একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যে, সামান্য এক ফটোগ্রাফারের সহিত এতটা মেলামেশা ও অনুগ্রহ বিতরণ করিতে পারেন, তাহা প্রসাদকুমারের ধারণায় একেবারেই অসম্ভব ছিল। বিশেষতঃ, শৈলেন্দ্র-বাবুর ব্যবহারের কথা, তাহার চিত্তপটে চিরতরে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। তাহার সহিত তুলনায়, রমেন্দ্রবাবুকে একজন দেবতা বলিয়া মনে হইতে লাগিল। প্রসাদকুমার আজ পর্য্যন্ত ব্যবসার উপলক্ষে, অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়াছেন, অনেক লোকের সহিত তাহার আলাপ হইয়াছে, এবং তাহাকে নানা প্রকারের লোক চরিত্র অধ্যয়ন করিতে হইয়াছে, কিন্তু এমন অমায়িক লোক তিনি কখন দেখেন নাই।

অতঃপর তাহার মনে হইল, সেই পর্দ্দার পার্শ্বস্থ আয়ত-নয়ন ;—সেই নয়নটী, নিশ্চয়ই কোন সুন্দরী যুবতী রমণীর। পুরুষের নয়নে কখন ওরূপ দৃষ্টি সম্ভবপর নয়। যে চক্ষুর কটাক্ষে মানুষ নিশ্চয়ই মরিয়া থাকে, এ—সেই চক্ষু। কিন্তু সেই পর্দ্দার পার্শ্বে যে, কোন রমণী অবস্থান করিতেছিলেন, এমন ভাব ও ত' বুঝিতে পারা যায় নাই। পর্দ্দাটী একবারও নড়ে নাই। তবে

বোধ হয়, সেই রমণী আমার গান শুনিবার জন্য এইরূপ ভাবে পর্দ্দার অন্তরালে দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু সে চক্ষু যাহার, সে নিশ্চয়ই দেব-বালার ন্যায় সুন্দরী,—তাহাকে কি আবার দেখা যায় না।

প্রসাদকুমার শিহরিয়া উঠিলেন, ভাবিলেন—দেখিয়া তাহার লাভ কি? সে দরিদ্র ফটোগ্রাফার;—সুন্দরী এই অতুল সম্পত্তির অধিকারিণী কেহ হইবেন। পরন্তু এই পরবাসে—এই আশ্রয় দাতার ভবনে, হয় ত তাঁহারই কোন আত্মীয়াকে, দর্শন করিবার ইচ্ছা প্রসাদকুমারের কেন হইল। প্রসাদকুমার পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া শয়ন করিলেন। তথাপি তিনি চিন্তার কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিলেন না। প্রসাদকুমার রূপের উপাসক। চিত্রকর, কলাবিদ্যার উপাসক, কবি, ইহারা রূপের উপাসক—রূপ দেখিতে ভালবাসে। প্রসাদকুমারের মনে হইল,—সে কেবলমাত্র রূপ দেখিবে, তাহাতে কি কোন দোষ হইতে পারে? কিন্তু বঙ্গীয় সমাজের বিধান অনুসারে, রূপ ইষ্টক স্তূপের মধ্যে আবদ্ধ থাকিবার জিনিষ, কাজেই, তাহা দেখাও অন্যায়। প্রসাদকুমার পূর্ব্বে যে পাশ ফিরিয়া শয়ন করিয়াছিলেন, আবার সেই পাশে শয়ন করিলেন। পরিশেষে পরিশ্রান্ত মনে ভাবিতে ভাবিতে রাত্রি শেষে ঘুমাইয়া পড়িলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে রমেন্দ্রবাবু প্রসাদকুমারকে ডাকিয়া বলিলেন,—"আমার পরিবারস্থ অনেকগুলি নর-নারীর ফটো তুলিতে হইবে। তোমার জিনিষ পত্র সমস্ত প্রস্তুত আছে ত?" প্রসাদকুমার বিনীত ও আগ্রহপূর্ণ স্বরে কহিল,—"আজ্ঞা হাঁ, আমার সমস্ত ঠিক আছে। আপনি আজ্ঞা করিলেই, আমি সে সমস্ত দ্রব্য আপনার বৈঠকখানায় লইয়া আসিতে পারি।"

রমেন্দ্রবাবু। বৈঠকখানায় আনিলে চলিবে না। অগ্রে স্ত্রীলোকদিগের ফটো তুলিতে হইবে। তোমার আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি বাহির করিয়া দাও, বেহারা সে সকল ভিতরে লইয়া যাইতেছে। মেয়েদের ফটো তোলা হইলে পর, আমরা সকলে তুলাইব।

প্রসাদ। আজ্ঞা, তবে তাহাই হউক!

রমেন্দ্রবাবু। কিন্তু একটি কথা আছে।

প্রসাদ। কি বলুন?

রমেন্দ্রবাবু। সকলেই কিন্তু এক ভাবে ছবি তুলিবে না, যাহার যেরূপ ইচ্ছা হইবে, সে সেইরূপ ভাবেই তুলাইবে। তাহার জন্য কি ব্যবস্থা করি বল দেখি?

প্রসাদ। তার জন্য আর চিন্তা কি, আপনার বাটীর মধ্যে উদ্যান আছে এবং তাহাতে পুষ্করিণীও আছে। উদ্যানই ফটো তুলিবার পক্ষে সুন্দর স্থান। আপনার চাকরকে সেই স্থানে, ক্যামেরা প্রভৃতি লইয়া যাইতে অনুমতি করুন। কেহ ফুল তুলিতেছেন, কেহ পুকুরে নামিতেছেন, কেহ বা জলে সন্তরণ দিতেছেন, কেহ পুষ্পবিথীকায় ভ্রমণ করিতেছেন, অপর কেহ বা মাধবীকুঞ্জে বসিয়া চিন্তামগ্ন আছেন,—এইরূপ ভাবে ছবি তুলিলেই বেশ সুন্দর হইবে।

রমেন্দ্রবাবু। কিন্তু পোষাক পরিচ্ছদ—

প্রসাদ। আমি যেরূপ বলিয়া দিব, সেইরূপ ভাবে পোষাক করাইয়া দিবেন।

রমেন্দ্রবাবু। আমার বড় মেয়ে, কমল—পেন্টিংএর কাজ ভাল জানে; কাব্য শাস্ত্রেও তাহার বেশ দখল আছে। পোষাক পরিচ্ছদ ইত্যাদি সেই-ই সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়াছে। তবে আপনি দেখিয়া,

সে সকল মনোনীত করিয়া লইবেন। যেটা নিতান্ত না মানাইবে, বলিয়া দিবেন—পরিবর্ত্তন করাইয়া দিব।

প্রসাদ। যে আজ্ঞা, সেই বন্দোবস্তই ভাল।

রমেন্দ্রবাবু। আমার বড় মেয়েটী সঙ্গীত বিদ্যাতেও পারদর্শিনী, —তার ইচ্ছা সে সরস্বতী দেবীর মত বীণা হস্তে সজ্জিত হইয়া, ফটো তুলাইবে।

প্রসাদ। তাহাই হইবে। আমি তৈলচিত্রও অঙ্কিত করিতে পারি। আপনার কন্যার তৈলচিত্রও প্রস্তুত করিয়া দিব।

রমেন্দ্রবাবু। ভাল, তাহাই দিও,—সে জন্য যে খরচ পড়িবে, তাহা অবশ্যই আমি দিব।

প্রসাদ। এখানে আসিয়া অযাচিত ভাবে, আপনার যে করুণা লাভ করিয়াছি, জীবনে তাহা কোথাও পাই নাই। আপনার এ ঋণ, আমার সমস্ত জীবনেও পরিশোধ করিতে পারিব না।

অতঃপর রমেন্দ্রবাবু একজন ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন,—"এই বাবুর সঙ্গে যাইয়া ইনি যে সকল দ্রব্য বাহির করিয়া দিবেন, তাহা আর একজনকে সঙ্গে লইয়া বাগানে পৌছাইয়া দিয়া আয়।" ভৃত্য প্রসাদকুমারের পশ্চাৎ তাহার গৃহে উপস্থিত হইল এবং তাহার নির্দ্দিষ্ট দ্রব্যাদি বাহির করিয়া অপর এক ভৃত্যের সাহায্যে বাগানে লইয়া গেল।

ভৃত্যের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাগানে উপস্থিত হইয়া প্রাসাদকুমার দেখিলেন তখন পর্য্যন্ত সেখানে আর কেহই আসিয়া উপস্থিত হয় নাই। অপরাহ্ন হইয়াছে,—সূর্য্য অস্ত যাইবার আর অধিক বিলম্ব নাই। লাইটের একেবারে অভাব হইবে বলিয়া, প্রসাদকুমার একটু তাড়াতাড়ি করিতেছিলেন এবং রমেন্দ্রবাবু কখন রমণীগণকে লইয়া আগমন

করেন, তাহার জন্য অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। বাগানের চাঁপার কলি সকল মৃদু মলয়-পবনে ঈষৎ ফুল্ল হইয়া, সুমিষ্ট পরিমলে চতুর্দ্দিক আমোদিত করিতেছিল।

প্রসাদকুমার সহসা দেখিতে পাইলেন, পুষ্করিণীর রাণায় একটি অনিন্দ সুন্দরী যুবতী রমণী দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। ক্যামেরার অন্তরাল হইতে প্রসাদকুমার এক দৃষ্টে সেই দিকে চাহিয়া দেখিলেন,—মনে মনে বলিলেন—এ সেই চোখ। সন্ধ্যার অন্ধকার অপেক্ষা যুবতীর কেশরাশি কৃষ্ণবর্ণ; সান্ধ্য তারকার আলোক হইতেও তাহার নয়নজ্যোতি মধুর ও প্রাণস্পর্শী। সুদূর প্রবাহিনী, অসিত-বরণা স্রোতস্বতীর ক্ষীণ কুলু কুলু ধ্বনি হইতেও যুবতীর হৃদয় যেন নীরব—ঔদাস্যময়; যুবতীর মুখের ভাবে, যেন তাহার প্রাণের কথা, বাহিরে ফুটিয়া পড়িতেছিল; আরও বোধ হইতেছিল—সেই স্রোতস্বতীর উপকূলে একটি পর্ণ-কুটীর বাঁধিয়া, যুবতী একখানা ভাঙ্গা বাসা বাঁধিয়া রহিয়াছে। যুবতী একবার তাহার সেই নয়ন জ্যোতিতে প্রসাদকুমারের দিকে চাহিয়া দেখিয়া, ধীরে ধীরে একটী নবীন পত্র শোভিত, ছোট বৃক্ষ তলের দিকে চলিয়া গেল।

এই সময়ে অন্দরবাটীর গেট দিয়া অনেকগুলি বালক, বালিকা ও স্ত্রীলোক সঙ্গে করিয়া, রমেন্দ্রবাবু বাগানে প্রবিষ্ট হইলেন। প্রসাদকুমার, অগ্রসর হইয়া সৌজন্যের সহিত রমেন্দ্রবাবুর অভ্যর্থনা করিলেন। রমেন্দ্রবাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"আপনি বোধ হয় বহুক্ষণ আমাদের অপেক্ষায়, এ স্থানে দাঁড়াইয়া আছেন। এই সকল যোগাড় যন্ত্র করিয়া, গুছাইয়া আনিতে আমার এত বিলম্ব হইল।"

প্রসাদ। আজ্ঞে না, তাহাতে আমার বিশেষ কোন অসুবিধা

হয় নাই। এতক্ষণ আমি আপনার বাগানের শোভা দেখিতে-ছিলাম। আর কোন স্থানে বসিয়া ফটো তুলিলে মানাইবে, তাহাও স্থির করিতেছিলাম। কিন্তু ক্রমেই অন্ধকার হইয়া আসিতেছে,—অনেক গুলি ফটো তুলিতে হইবে। ছবি তুলিবার পক্ষে এখন যে আলো আছে, তাহা ঠিক উপযুক্ত; কিন্তু দুই একখানি তুলিতেই অন্ধকার হইয়া আসিবে।

রমেন্দ্রবাবু। আজ যদি অন্ধকার হইয়া যায়, কোন ক্ষতি হইবে না। যে কয়েক খানি তোলা হয় হউক, পরে আবার কাল তুলিলেই হইবে।

কয়েকটি বালক বালিকা ও কয়েকজন স্ত্রীলোকের ফটো গ্লাসে তুলিয়া লওয়া হইলে, রমেন্দ্রবাবু বলিলেন,—"এইবার আমার বড় মেয়ে কমলের ফটো তুলিতে হইবে।"

প্রসাদ। কি ভাবে তুলিতে হইবে?

রমেন্দ্রবাবু। সে সরস্বতীর মত বসিয়া, বীণা বাজাইতে থাকিবে, সেই অবস্থার ফটো তুলিতে হইবে। সে অনেক রকমের অনেকগুলি ফটোর ছবি তুলাইবে। তবে, এক একদিন এক এক খানি করিয়া হইবে। আজ এই রকমের হউক, কাল আবার যখন সকলে তুলাইবে, তখন না হয় আর দুই এক রকমের তুলান যাইবে।

প্রসাদ। তাহাই হউক।

তখন কমল, কামিনী কুঞ্জের নিম্নে দুইটা কাগজের প্রস্তুত পদ্ম পাতিয়া, তাহার উপর পদদ্বয় স্থাপন করিয়া উপবেশন করিল। প্রসাদ কুমার তাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—"আপনি একটী পূরবী রাগিণীর আলাপ করুন।"

কোমল নিখাদ হইতে গান্ধার পর্য্যন্ত, একটী মিড় কষিতেই, প্রসাদকুমারের শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তখন দূরে,— কাঁঠাল বৃক্ষের উত্তর পশ্চিম কোণে সূর্য্যদেব অস্ত যাইতেছেন, দেখা গেল। এমন স্থলে সূর্য্যদেবের গলায় দড়ি দিয়া মরা উচিত ছিল, কেননা আর বিলম্ব হইলে লাইটের অভাবে ফটো তোলাই ঘটিয়া উঠিবে না। এত শীঘ্র কি এই রূপরাশি দেখিয়া চক্ষুর সাধ পূর্ণ হয়?

প্রসাদকুমার, সূর্য্যদেবের উপর যারপর নাই ক্রোধান্বিত হইয়া, কমলের সরস্বতী মূর্ত্তির একটী ফটো তুলিয়া ফেলিল। তখন সে ছায়াচিত্রখানি কাচেই অঙ্কিত হইয়া রহিল।

অতঃপর সকলে বিদায় গ্রহণ করিয়া অন্দরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সে দিনের মত ফটো তোলা সমাপ্ত হইল। ভৃত্যগণ প্রসাদকুমারের যন্ত্রাদি বহন করিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইলে, তিনি তাহাদের স্কন্ধে সমস্ত দ্রব্যাদি উঠাইয়া দিয়া, পুষ্করিণীর ঘাটের নিকট গমন করিলেন এবং তথায় একটী বড় গোলাপ ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে দেখিয়া, তাহা উঠাইয়া লইয়া নিজ কক্ষে গমন করিলেন। তৎপরে তিনি ফটোগ্রাফ গুলি যত্নপূর্ব্বক যথোচিতভাবে রক্ষা করিয়া, বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

(৬)

যে দিন প্রসাদকুমার, রমেন্দ্রবাবুর কন্যা কমলের সরস্বতী মূর্ত্তির ছায়াচিত্র উঠাইয়াছিলেন, সেই দিন সন্ধ্যার পর কমল ও তাহার ছোট কাকীমা, একত্রে বসিয়া নানা প্রকার গল্প

করিতেছিল। কমল বলিল,—"আচ্ছা ছোট কাকীমা, তুমি কেন চাঁদের মধ্যে বসিয়া, ছবি তুলাইলে না? ও কি ভাল হইয়াছে?" ছোট খুড়ী হাঁসিয়া বলিলেন,—"কেন, মন্দই বা কি হইয়াছে? আমি কামিনী কুঞ্জের মধ্যে বসিয়া বই পড়িতেছিলাম। ওটা নেহাত মন্দ হইবে না। আচ্ছা—একটা কথা বলিব?"

কমল। কি বল না, হুকুম চাই নাকি?

কাকীমা। তোমার দাঁড়ানর কেতাটা বেশ হইয়াছিল। তার-পর কিন্তু—চোখ দুটী একটু খারাপ হইয়া গিয়াছে।

কমল। কিসে?

কাকীমা। চোখ দুটি অতি অস্বাভাবিক ভাবে চিত্রকরের মুখের উপর গিয়া পড়িয়াছিল।

কমল। দূর—তা কেন?

কাকীমা। সত্যি।

কমল। তা যদি হয়, তবে বড় খারাপ দেখাইবে—ঠিক্‌রে পড়া চোখ দেখাইবে।

কাকীমা। আমার বোধ হয় চিত্রকর তাহা সামলাইয়া লইয়াছে।

কমল। কিরূপে জানিতে পারিলে?

কাকীমা। তোমার চোখ দুটা যখন তাহার মুখের উপর বেশী ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল, সে সময় বোধ হয় চিত্র উঠায় নাই।

কমল। খুব যা হোক,—তুমি এতও লক্ষ কর! তোমার ঘোমটার ভিতর খেম্‌টা নাচে ভাল।

কাকীমা। তা'ত বটেই রে, খেম্‌টা আমার নাচে, না তোমার? তুমি চখে চিত্রকরকে গ্রাস ক'রতে উদ্যত হ'য়ে ছিলে, আর আমি দেখলাম ব'লে, যত দোষ আমার হ'ল।

কমল। রহস্য যাক্,—আচ্ছা তোমার ফটোগ্রাফার ভদ্রলোক-টীকে, কেমন বোধ হইল বল দেখি? তিনি অতি ভদ্র স্বভাবের লোক, আর চিত্রবিদ্যা এবং সঙ্গীতবিদ্যা দুইটীতেই বেশ ভাল রকম দখল আছে ব'লে মনে হয়।

কাকীমা। চিত্র আর সঙ্গীত বিদ্যাতে ত ভাল দখল আছে। কিন্তু পৈত্রিক প্রাণটা বোধ হয় বে-দখল হয়ে যায়,—

কমল। সে আবার কি রকম?

কাকীমা। ঐ রকম।

কমল। যাও—যাও, আর ঠাট্টা ক'রতে হবে না।

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে; বিলাতী চটির মশ্ মশ্ শব্দ করিতে করিতে, সেই সময় সেই গৃহের বারান্দায় রমেন্দ্রবাবু উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কমল এ ঘরে আছিস্?"

কমল। আছি বাবা।

রমেন্দ্রবাবু। তুই কি এখন প্রস্তুত হইতে পারবি? প্রসাদবাবু তোর ছবি আঁাকবেন বলিতেছেন।

কমল উঠিয়া দরজার নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—"বেশ, আমি এখনই প্রস্তুত হইয়া আসিতেছি। কোথায় ছবি আঁকা হইবে?" রমেন্দ্রবাবু বলিলেন,—"কেন—এই ঘরে বসিলেই বেশ হইবে। সে তাহার তুলিকাদি লইয়া এই স্থানেই আসিবে।"

কমল। সেই ভাল, আপনি গিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসুন।

রমেন্দ্রবাবু চলিয়া গেলেন। তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষাদৃপ্ত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন বঙ্গীয় অশিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের ন্যায় সঙ্কীর্ণ-চেতা নহেন। প্রসাদকুমারকে ডাকিয়া, একজন ভৃত্য সঙ্গে দিয়া তিনি তাহাকে

অন্দরস্থ নির্দ্দিষ্ট গৃহে পাঠাইয়া দিলেন। কমল বা ছোট খুড়ী-মাও সাধারণ বঙ্গ-রমণীর ন্যায় অশিক্ষিতা নহেন। কিম্বা তাহাদের ন্যায় জবুথবু প্রকৃতির রমণীও নহেন। তাঁহারা স্বচ্ছন্দভাবে যে স্থানে বসিয়া ছিলেন, সেই স্থানেই বসিয়া রহিলেন।

ভৃত্য প্রসাদকুমারকে সেই গৃহ মধ্যে পৌছাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। প্রসাদকুমারও এ সকল কার্য্যে অনভ্যস্থ ছিলেন না। কারণ চিত্রকর প্রভৃতিকে রমেন্দ্রবাবুর ন্যায় অনেক আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তির, অন্দর মহলে যাতায়াত করিতে হয়, নতুবা তাহাদের ব্যবসায় চালাইবার উপায় থাকে না। অন্তঃপুরস্থ ললনা-গণের প্রতিকৃতি তুলিয়া এবং অয়েল পেন্টিং করিয়াই তাহারা অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকে। তবে অশিক্ষিত হিন্দু গৃহস্থেরা এ সকল কার্য্যের সম্পূর্ণ বিরোধী। কেবল মাত্র শিক্ষিত, ইংরাজী অনুকরণে অনুরক্ত ব্যক্তিবর্গের এ সকল বিষয়ে কোন আপত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না।

গৃহস্থিত মার্ব্বেল প্রস্তর নির্ম্মিত একখানি টেবিলের উপর, হিঙ্কসের টেবিল ল্যাম্প হইতে উজ্জল আলোক বিকীর্ণ হইয়া, গৃহখানি উদ্ভাসিত হইতেছিল; মেঝেতে একখানি সুন্দর কার্পেট নিম্মিত আস্তরণ বিস্তৃত। ভিক্টোরিয়া বোকের সুমধুর গন্ধে সমস্ত গৃহখানি আমোদিত। প্রসাদকুমার কমলের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"আপনার চিত্র অঙ্কিত করিতে আসিয়াছি।"

কমল একবার তাহার আয়ত চক্ষুর আবেগ তরল চাহনিতে, প্রসাদকুমারের দিকে চাহিয়া বলিল,—"তা পূর্ব্বে শুনিয়াছি। এখন আমাকে কি করিতে হইবে বলুন।"

প্রসাদকুমার বলিল,—"আর কিছুই করিতে হইবে না। কেবল

মাত্র একখানি টুল পাতিয়া, তাহার উপর উপবেশন করিতে হইবে।" কমল উঠিয়া দাঁড়াইল। ভৃত্য প্রসাদকুমারের উপদেশ অনুসারে, একখানি টুল যথাস্থানে স্থাপন করিলে, কমল তাহার উপর উপবেশন করিল। তৎপরে প্রসাদকুমার তাহার চিত্রাঙ্কণের উপকরণ গুলি টেবিলের উপর স্থাপন করিয়া একখানি চেয়ার টানিয়া লইল, এবং তাহা কমলের সম্মুখভাগে রক্ষা করিয়া তদুপরি উপবেশন পূর্ব্বক কমলের মুখের দিকে চাহিল। অনেকক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া থাকায়, কমল ঈষৎ হাসিয়া বলিল,—"কখন আঁকিবেন?"

কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া প্রসাদকুমার বলিলেন,—"আপনার যে দিব্য শ্রী দেখিতে পাইতেছি, তাহা কোন সময়ের অনুযায়ী করিয়া অঙ্কিত করিব, তাহা ঠিক করিতে পারিতেছি না।" কমল পার্শ্বস্থিত পালঙ্কোপরি উপবিষ্টা, ঈষৎ অবগুণ্ঠনে আবৃতা, ছোট খুড়ীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—"আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। ছোট কাকীমাকে বুঝাইয়া বলুন।"

ছোট খুড়ীমা কৌতুহলপূর্ণ নয়নে প্রসাদকুমারের মুখের দিকে চাহিলেন। প্রসাদকুমার বলিলেন,—"ইহার লাবণ্যে একটী দিব্য শ্রী আছে যাহা অনেক রমণীতে দেখিতে পাওয়া যায় না। কোন ছবি অঙ্কিত করিতে হইলে, তাহার সহিত প্রাকৃতিক দৃশ্যের সামঞ্জস্য করিয়া অঙ্কিত করিতে হয়। এখন ইঁহার লাবণ্য প্রভাতকালীন সূর্য্যোদয়ের প্রাকৃতিক দৃশ্যমত আকাশতলে অঙ্কিত করি, কিম্বা অস্তগামী সূর্য্যের আকাশ পটের দৃশ্যানুযায়ী অঙ্কিত করি, তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। অর্থাৎ কোন সময়ের আকাশের নীচে এই লাবণ্য মিশ খাইবে, তাহা বুঝিয়া উঠিতে

পারিতেছি না। এই দুই সময়েই প্রাকৃতিক দৃশ্যের সৌন্দর্য্য বিকশিত হয়।"

কমল বলিল,—"সান্‌সেট্ (সূর্য্যাস্ত) এবং সান্‌রাইজ (সূর্য্যোদয়) এই দুই সময়ের দৃশ্যে তফাৎ কি ?"

প্রসাদ। উদয় দৃশ্যের বর্ণ এক প্রকার, এবং অস্তগমনকালীন দৃশ্যের বর্ণ অন্যপ্রকার। উদয়ের বর্ণজ্যোতি অধিক সাদা, আর অস্তের জ্যোতি রক্তিম—সিন্দুরের ন্যায় লাল। উদয়ের রং বিধবার মত এবং অস্তের রং সধবার মাথার সিন্দুর বিন্দুর ন্যায় থাকে। সন্ধ্যা সুন্দরী সীমন্তে সিন্দুর দিয়া রাত্রিকালে ঘুমাইয়া থাকে, প্রাতে সেটা মুছিয়া সাদা হইয়া যায়।

কমল। আমায় দেখিয়া, আপনি যাহা ভাল বলিয়া বিবেচনা করিতে পারেন, তাহাই ঠিক করুন।

প্রসাদ। তোমার মাথার চুলগুলি খুলিয়া দাও দেখি ?

কমল তাহার আগুল্‌ফ লম্বিত কেশরাশি বন্ধন মুক্ত করিয়া দিল ; বিলাতী এসেন্সে সুগন্ধিকৃত রেশমের ন্যায় গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ কেশরাশি কতক পৃষ্ঠে, কতক দুই বাহুর উপর, কতক বা অংসোপরি ছড়াইয়া পড়িল। সে শোভায় মোহিত হইয়া, প্রসাদকুমার বহুক্ষণ একদৃষ্টে কমলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কমল বড় সুন্দরী ; বহুক্ষণ ধরিয়া ধ্যান করিবার পর, চিত্রকর কাগজে রেখাপাত করিয়া একটু আঁকিয়া লইল। তাহার পর সেই দিনকার মত বিদায় চাহিল। কমল ও তাহার ছোট খুড়ী, সেই অঙ্কিত রেখাগুলি দেখিবার জন্য তাহার উপর ঝুকিয়া পড়িল।

প্রসাদকুমার বলিল,—"আজ দেখিয়া কিছুই বুঝিতে পারিবেন না। ইহা একেবারেই দেখিবার উপযুক্ত হয় নাই।" কমল

বলিল,—"আমরাও একটু আধটু আঁকিতে পারি, স্কেচ দেখিলেই বুঝিতে পারিব।"

প্রসাদ। আমি নূতন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সেড্ ও লাইট ঠিক করিব। পরশ্বঃ তোমাদিগকে প্রুফ দেখাইয়া যাইব। আজি কিছুই হয় নাই।

প্রসাদকুমার চলিয়া গেল। ছোটখুড়ী কমলের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"চিত্রকর লোকটীকে কেমন বোধ হ'ল এইবার বল দেখি?"

কমল। আমার বোধ হয় বড় ভাল লোক, কথাগুলি কেমন সুন্দর, কেবল চিত্রকর নহেন—আবার কবি।

খুড়ীমা। দেখি যদি পারি।

কমল। কি খুড়ী মা?

খুড়ীমা। একটা কাজ।

কমল। কি কাজ বলনা।

খুড়ীমা। চিত্রকরটীকে জামাই করা।

কমল। দূর—দূর! তুমি পাগল না ক্ষ্যাপা?

খুড়ীমা। কেন উনি কুলীন কায়স্থের ছেলে।

কমল। বাবা, কুলীন টুলীন মানেন না।

খুড়ীমা। মনের মত যদি হয়, তবে কৌলীন্য অপরাধে ত্যাজ্য হবেন না এবং অশিক্ষিত চাঁইদের মন রাখাও হইবে।

কমল। তোমরা কেমন,—কেবলি ঝোপে ঝোপে বাঘ দেখ।

(৭)

প্রভাত হইয়াছে। কিন্তু তখনও প্রভাতের তপন গগন-পটে সমুদিত হয় নাই। পাখীরা প্রভাতি গাহিয়া, অনেকক্ষণ হইল থামিয়া পড়িয়াছে। চতুর্দ্দিক কুজ্ঝটিকায় সমাচ্ছাদিত হওয়ায়, সূর্য্যদেবের কিরণজাল এখনও পর্য্যন্ত, ভূমণ্ডলে আসিয়া পৌঁছাইতে পারে নাই। নিশা জাগরণ ক্লিষ্ট ব্যক্তি, প্রভাত কালে জাগিয়া উঠিলেও যেমন তাহার আলস্য বিদূরিত হইতে চাহে না, তদ্রূপ প্রভাত হইলেও, এখনও যেন তাহার আলস্য দূর হইতেছে না।

প্রসাদকুমার আপন শয়ন কক্ষের দ্বার অর্গল মুক্ত করিয়া, সবেমাত্র বাহিরে আগমন করিয়াছে, এমন সময়ে একটী সুন্দরী যুবতী রমণী তাহার সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। তখনও পর্য্যন্ত সেই বাটীর, দুই একজন ভৃত্য ব্যতীত, আর কেহ জাগরিত হয় নাই। প্রসাদকুমার সেই অপূর্ব্ব সুন্দরীকে একাকিনী তথায় সমাগতা দেখিয়া চমকিত হইয়া উঠিলেন, কোন কথা বলিতে পারিলেন না; কেবল মাত্র জিজ্ঞাসু নয়নে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। যুবতী তাহার আকর্ণ বিশ্রান্ত নীলেন্দিবর সদৃশ নয়নের আবেশ তরল দৃষ্টি, প্রসাদকুমারের মুখের উপর সংস্থাপন করিয়া, ফুল্ল অধরে ঈষৎ হাসির রেখা টানিয়া, কোকিল কূজিত কণ্ঠে বলিল,—"মহাশয়, আপনিই কি ফটোগ্রাফার?"

প্রসাদকুমার দেখিলেন, যে চক্ষু পর্দ্দার অন্তরালে দেখিয়া

ছিলেন—যে যুবতীকে পুষ্করিণীতটে দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখিয়াছিলেন, এই অনিন্দ সুন্দরী কামিনী,—সেই-ই। তাহার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল; বলিল,—"হাঁ, আমিই ফটোগ্রাফার। আমার নিকট আপনার কি প্রয়োজন বলুন।"

যুবতী। আমি আমার একখানি ফটো' তুলাইয়া রাখিব বলিয়া মনে করিতেছি। সেই জন্যই আপনার নিকট আসিয়াছি।

প্রসাদ। সে জন্য আপনার কষ্ট করিয়া এখানে আসিবার প্রয়োজন ছিল না। লোক দিয়া খবর পাঠাইলেই, আপনার বাটীতে যাইয়া, ফটো তুলিয়া দিয়া আসিতাম। ও-হো, আপনি বোধ হয় এই বাটীতেই থাকেন। রমেন্দ্রবাবু আপনার কে হন?

রমণী অকারণ উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল। সে হাসি যেন একেবারে শুষ্ক, নিরস,—সে হাসিতে সমস্ত গৃহ ধ্বনিত হইয়া উঠিল। রমণী হাসিতে হাসিতেই বলিল,—"রমেন্দ্রবাবু! রমেন্দ্র বাবু আমার কে হইবেন, কেহই নন। আমিত এ বাটীতে থাকি না। আর অত পরিচয়েরই বা আপনার আবশ্যক কি? আমি ফটো তুলাইতে চাই, আপনাকে ফটো তুলিয়া দিতে হইবে।"

শুষ্ক মুখে প্রসাদকুমার বলিল,—"উহাই যখন আমার ব্যবসা, তখন তাহা না করিব কেন? কিন্তু আপনার ন্যায় একজন রমণীর পক্ষে এরূপ ভাবে আমার গৃহে একাকিনী থাকা ভাল নহে। কারণ কুভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ মন্দ ভাবিতে পারে। আমি অন্যত্র গিয়া আপনার ফটো তুলিয়া দিব।" রমণী হাসিয়া বলিল,—"তাহাতে বুঝি দুই পয়সা বেশী উপার্জ্জন হইবে?. তা'—সে পয়সাটা না হয় আমার নিকট হইতে ধরিয়াই লইও'। ছবি তোলান আমার শীঘ্রই

প্রয়োজন। আমি এ স্থানে আর অধিক দিন থাকিব না, সত্বরই স্থানান্তরে প্রস্থান করিব।”

প্রসাদ। শীঘ্রই করিয়া দিব। একদিনের মধ্যেই আপনি আপনার ছবি লইয়া যাইবেন। যদি আমার ঘরে বসিয়াই ছবি তোলান প্রয়োজন বোধ করেন, তাহা হইলে অপর একজন স্ত্রীলোককে, সঙ্গে লইয়া অন্য সময়ে আসিবেন।

রমণী। এখন যদি না হয়, তাহা হইলে আমার বাসায় গিয়াই ছবি তুলিবেন। আমি লোক পাঠাইয়া দিব।

প্রসাদ। সেই ভাল।

রমণী। কখন যাইতে পারিবেন?

প্রসাদ। আপনার যখন সুবিধা হইবে। আপনি লোক পাঠাইলেই, আমি তাহার সঙ্গে যাইব।

রমণী। তাহা হ'লে ঠিক তুপুর বেলায়ই আমার ভৃত্যকে পাঠাইয়া দিব।

প্রসাদ। তুপুর বেলা ভাল ঘর ভিন্ন ছবি তোলা কিছু মুস্কিল, তখন বড় বেশী আলো থাকে। প্রচণ্ড আলোয় ছবি ভাল উঠে না।

রমণী। তাহাতে কোন অসুবিধা হইবে না। আমার যে বাড়িতে বাসা তাহা খুব বড় বাড়ি তাহাতে অনেক ঘর আছে। যে কোন একটী ঘর বাছিয়া লইলেই হইবে।

প্রসাদ। আপনার বাসা বলিতেছেন কেন? এখানে কি আপনার কোন বাড়ি নাই?

রমণী। না—সব পরিচয় আমার বাটীতে যাইলেই পাইবেন।

রমণী আর দাঁড়াইল না, দ্রুতপদে বাগানের দিকে প্রস্থান করিল। প্রসাদকুমার গৃহের বাহিরে, রকের উপর আসিয়া চতুর্দ্দিকে

দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল কেহ কোথাও আছে কি না, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া নিশ্চিন্ত হইল। তদনন্তর যথা-বিহিত প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া, পূর্ব্ব রাত্রে কমলের যে চিত্রের নমুনা করিয়া আনিয়াছিল, রঙ্ এবং তুলিকা লইয়া তাহাই অঙ্কিত করিতে বসিল। সেই লাবণ্যশ্রী তুলিকার সাহায্যে ফুটাইয়া তুলিতে তুলিতে, প্রসাদকুমার ভাবিতে লাগিল,—শিক্ষিতা রমণীর মুখে এমন সরলতা—ইহা আমার কল্পনার অতীত! ইহার মুখ দেখিলে যেন ইহার প্রাণের কথা জানিতে পারা যায়। এমন রমণীর সঙ্গ যেন মানব জীবনের সুখ বসন্ত। হায়! আমি যদি দরিদ্র না হইতাম!

ক্রমে বেলা অধিক হইল। আহারাদি সমাপন করিয়া প্রসাদ কুমার শয়ন করিতে যাইতে ছিলেন, এমন সময়ে একজন লোক আসিয়া বলিল,—"মহাশয়! প্রত্যুষে আপনার নিকট যে স্ত্রীলোকটী আসিয়াছিলেন, তিনি আপনাকে লইয়া যাইবার জন্য আমাকে পাঠাইয়াছেন।" প্রসাদকুমার উঠিয়া বাহিরে আসিয়া তাহাকে বলিল,—"হাঁ, তাঁহার ফটো তুলিতে যাইবার কথা ছিল। কিন্তু ক্যামেরা প্রভৃতি লইয়া যাইবার জন্য দুইজন লোক আবশ্যক। তাহার কোন বন্দোবস্ত করিয়াছেন কি?" যে লোক আসিয়াছিল, সে বলিল,—"না সে সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই, কেবল মাত্র বলিয়া দিলেন, এখনই আপনাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে হইবে।"

প্রসাদকুমার একটু ইতস্তত করিয়া কি ভাবিলেন, তৎপরে জামা এবং চাদর লইয়া গৃহের বাহিরে আসিয়া গৃহদ্বার চাবী বদ্ধ করিয়া তাহার পশ্চাদনুসরণ করিলেন।

ডুমুরদহ গ্রামখানি খুব বড়, এবং প্রাচীন গ্রাম। এখানে পূর্ব্বে অনেক বড় বড় লোকের বাড়ি, বাগান প্রভৃতি ছিল। কিন্তু পল্লী বিধ্বংসী করাল ম্যালেরিয়া রাক্ষসীর অনুকম্পায় তাহা-দিগের মধ্যে অনেকেই সবংশে কাল কবলিত হইয়াছে। তাহা-দের স্মৃতি স্বরূপ অনেক বড় বড় বাটীর ভগ্নাবশেষ, এখন পর্য্যন্ত পড়িয়া রহিয়াছে। আবার অনেক ধনী ব্যক্তি, ম্যালেরিয়ার কবল হইতে মুক্ত হইবার জন্য, বাস্তুভিটা পরিত্যাগ করিয়া, সপরিবারে কলিকাতা সহরে গিয়া বসবাস করিতেছে। এরূপ অবস্থা ঘটিলেও গ্রামে এখনও প্রায় দ্বিসহস্র ঘর গৃহস্থের বাস। তবে গ্রামের মধ্যে জঙ্গল ও জঙ্গলময় পরিত্যক্ত বাড়ি মধ্যে মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে। অনেক পুষ্করিণীর জল একেবারে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে এবং তাহা আগাছা ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। নারিকেল, সুপারী ও আম্র কাঁঠালের বাগানেও গ্রাম খানিকে সর্ব্বদা তপন তাপ হইতে রক্ষা করিয়া থাকে।

প্রসাদকুমার লোকটীর সঙ্গে, এই সমুদয় দেখিতে দেখিতে গ্রামোপান্তে, একটি উপরোক্ত পরিত্যক্ত বৃহৎ ভবনের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। বাড়িখানি বোধ হয় পূর্ব্বে কোন জমিদারের বাস ভবন ছিল। কিন্তু এক্ষণে তাহা একেবারে জীর্ণ ও মনুষ্য পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়িয়া আছে। বাড়ির চতুর্দ্দিকে আম্র, কাঁঠাল, তাল, প্রভৃতির ঘন সন্নিবিষ্ট বাগান। সম্মুখে একটী জলশূন্য পুষ্করিণী,—যেন হতাশ হৃদয়ের ন্যায় কেবল ধূ ধূ করিতেছে। বৃক্ষ বিচ্যুত শুষ্ক পত্রের স্তূপে বাড়ির চারিদিক পরিপূর্ণ—ঘন জঙ্গলে যেন বাড়িখানিকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে।

বাড়িটীর এই অবস্থা দেখিয়া প্রসাদকুমারের বুকটা যেন

কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল, যুবতী বলিয়াছিল,—সে এই গ্রামে নূতন আসিয়াছে। এখানে তাহার বাসা হইতে পারে। নূতন আসিয়া গৃহস্থ পরিত্যক্ত, এই বাড়িতেই বোধ হয় সে আশ্রয় লইয়াছে। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে প্রসাদকুমার সেই লোকটীর সহিত বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। বাটীর অভ্যন্তর ভাগও কোন অংশেই বাহিরের অপেক্ষা ভাল নহে। প্রথম মহল্লায় দ্বিতল চক্—সম্মুখেই পূজার দালান। তাহার উপরের ছাদের কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে। তাহাদের পদশব্দে কতকগুলি ক্ষুদ্র পক্ষী উড়িয়া পলাইয়া গেল। দুই একটি ভাম ও ভোঁদড় এদিক ওদিকে ছুটিয়া পলাইল। পূজার দালানের সম্মুখ ভাগে একটি সিঁড়ীর ঘর, লোকটী প্রসাদকুমারকে সঙ্গে লইয়া, সেই সিঁড়ী বহিয়া উপরে উঠিল। সম্মুখেই একখানি সুদীর্ঘ গৃহ। বোধ হয়, সেটা পূর্ব্বে বৈঠকখানা রূপে ব্যবহৃত হইত। গৃহস্থ এই বাটী পরিত্যাগ করিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে ইহার সাজ সজ্জাও অন্তর্হিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে সেখানে একখানি সতরঞ্চ আস্তৃত ছিল। লোকটি প্রসাদকুমারের সহিত সেই কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাকে বলিল,—"আপনি এই স্থানে একটু অপেক্ষা করুন, আমি বাটীর মধ্যে গিয়া খবর দিতেছি।" এই বলিয়া লোকটি অন্যদিকে চলিয়া গেল।

অল্পক্ষণ পরেই সে স্থানে, সেই যুবতীটী আসিয়া উপনীত হইল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া যৌবনশ্রী যেন উথলিয়া পড়িয়াছে। নীলায়ত চক্ষু দুইটি হইতে যেন আকর্ষণের আগুণ ছুটিয়া ছুটিয়া বাহির হইতেছে। প্রসাদকুমারের মুখের দিকে চাহিয়া রমণী মৃদু হাস্যে বলিল,—"তুমি আসিয়াছ? আমি মনে করিয়াছিলাম,

তুমি ফটো তুলিবার যন্ত্রপাতী ছাড়া আসিবে না। তুমি বলিলাম বলিয়া রাগ করিও না। বন্ধুকে আপনি বলা, শোভা পায় না। তোমাকে আমার বন্ধু শ্রেণীর মধ্যে গণ্য করিয়া কি কোন অপরাধ করিয়াছি?"

প্রসাদকুমার রমণীকে চিনিতে পারিল না; বলিল,—"তা' অন্যায় আর কি করেছেন। তুমি বলাই ভাল।"

রমণী হাসিয়া বলিল,—"তাহ'লে তুমিও আমাকে, তুমি বলিয়া সম্বোধন করিবে। তাহা না করিলে, আমি ভয়ানক রাগ করিব।"

প্রসাদ। তবে তুমিই বলিব। আমাকে কি এখন ফটো তুলিবার জন্য ডাকিয়াছ? তাহা যদি হয় তবে ক্যামেরা আনিবার জন্য সঙ্গে লোক পাঠাইলে না কেন?

রমণী। না তাহা নহে।

প্রসাদ। তবে মিছামিছি কি জন্য ডাকিয়া আনিলে?

রমণী। আমি আর ফটো তুলাইব না।

প্রসাদ। সে জন্য ত' আমাকে ডাকিয়া আনিবার কোন আবশ্যক ছিল না। লোক না পাঠাইলে, আমি আপনি তোমার এখানে আসিতাম না।

রমণী। আমি এখান হইতে চলিয়া যাইব বলিয়াছিলাম, একথা তোমার মনে আছে কি? কিন্তু এক্ষণে আমার আর সেখানে যাইবার প্রয়োজন হইল না।

প্রসাদ। কেন?

রমণী। আমি যে কার্য্যের জন্য এখানে আসিয়াছিলাম, তাহার কোন সুবিধা না হওয়ায় চলিয়া যাইতেছিলাম। কিন্তু রমেন্দ্রবাবুর দ্বারা সেই কার্য্যের সাহায্য পাইব বলিয়া মনে মনে আশা করিতেছি। তাই আরও দিনকতক থাকিয়া যাইব

প্রসাদ। সে এমন কি কাজ, যাহাতে রমেন্দ্রবাবু তোমায় সাহায্য করিবেন।

রমণী। আমি খৃষ্টিয়ান—মিস্, খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য আমি এ স্থানে আসিয়াছি।

প্রসাদ। ও—এতক্ষণে বুঝিলাম। রমেন্দ্রবাবুর সহিত তোমার আলাপ হইয়াছে? তিনি বড় ভাল লোক—অতি ভদ্র।

রমণী। হাঁ, তিনি অতি অমায়িক ভদ্রলোক।

প্রসাদ। যদি তোমার এখানে থাকা হয়, তবে সময় মত ফটো তুলাইয়া লইলেই হইবে। তাড়াতাড়ি করিবার কোন প্রয়োজন নাই। মেলা শেষ হইবার পূর্ব্বে আমি চলিয়া যাইব না।

রমণী। না আমার আর ফটো তুলাইবার ইচ্ছা নাই। মনে করিতেছি, একখানি ভাল অয়েল পেন্টিং করাইয়া লইব। তুমি ত একজন ভাল পেণ্টার,—আমার একখানি সুন্দর প্রতিকৃতি প্রস্তুত করিয়া দিতে হইবে। যতদূর ভাল হইতে পারে, বুঝলে—যতদূর ভাল করিতে পার, তাহার জন্য খাটিতে হইবে। আমি অবশ্য তোমার পরিশ্রমের যথোচিত মূল্য প্রদান করিব।

প্রসাদ। সে কথা তোমার লোককে বলিয়া দিলে, আমি রঙ্ তুলি ইত্যাদি সমস্তই সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিতে পারিতাম।

রমণী। আজ যখন হইল না, তখন কাল হইতেই আরম্ভ করিও।

প্রসাদ। আমি যে অয়েল পেন্টিং প্রস্তুত করিতে পারি, তাহা কাহার নিকট হইতে শুনিলে?

রমণী। রমেন্দ্রবাবুর নিকটই শুনিয়াছি। তুমি কমলের যে চিত্র করিয়াছ, তাহা অতি সুন্দর হইয়াছে।

প্রসাদ। তিনি কি আমার কথা তোমার সাক্ষাতে পাড়িয়াছিলেন ?

রমণী। হাঁ, তিনি তোমার অত্যন্ত প্রশংসা করিলেন এবং ঐ ছবিখানি দেখিয়া আমিও বুঝিয়াছি যে, তাঁহার প্রশংসা বাস্তবিকই মিথ্যা নয়।

প্রসাদ। আজ তবে আমি যাই ;—আগামী কল্য প্রাতঃকালেই রং ও তুলি লইয়া আসিব।

রমণী। তাহাই আসিও ;—আর একটু ব'স না।

প্রসাদ। অনর্থক বসিয়া আমার মত দরিদ্রের সময় নষ্ট করা উচিত নহে—কর্ত্তব্যও নহে।

রমণী। আচ্ছা—মাত্র একটী গান শুনাইয়া যাও।

প্রসাদ। আমি যে গাহিতে জানি, তাহা তোমাকে কে বলিল ?

রমণী। কেন, রমেন্দ্রবাবু।

প্রসাদ। সে কথাও রমেন্দ্রবাবুর নিকট শুনিয়াছ ?

রমণী। হাঁ, তিনি তোমার বিষয় সকলই বলিয়াছেন।

প্রসাদ। আমি দুঃখিত হইলাম যে, তোমাকে এখন গান শুনাইতে পারিলাম না ; অপর এক সময়ে শুনাইব।

রমণী। আমার গান শুনিবার বড় ইচ্ছা হইয়াছে, একটী শুনাইয়া যাও।

প্রসাদ। এই মাত্র আহার করিয়া আসিতেছি। এখন গাহিতে কষ্ট হইবে।

রমণী। আমিও বড়ই দুঃখিত হইলাম যে তোমার একটী গান শুনিতে পাইলাম না,—বড় আশা করিয়াছিলাম।

প্রসাদ। ভাল—কাল শুনাইব।

রমণী। মানুষের আশাই অবলম্বন,—আশাই সুখ। ভাল, কল্যকার আশাতেই রহিলাম। আজ আমি একটী গাহি—তুমি শোন।

প্রসাদকুমারের এতটা বাড়াবাড়ি ভাল লাগিতেছিল না। কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে বলিল,—"শুনাইলে বাধিত হইব।"

যুবতী তাহার নীলপদ্মের মত চক্ষুদুটী প্রসাদকুমারের মুখের উপর সংস্থাপিত করিয়া মধুর কণ্ঠে গাহিল,—

আমি ঘুরিতেছি শুধু তোমারই তরে
দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী, দীর্ঘ বরষ মাস।
তুমি দাওনা ধরা ক্ষণেকের লাগি ;—
চাহনা ফিরিয়া মুহূর্ত্তের তরে, কাটাও প্রেমের ফাঁস ॥
আমি হৃদয়ের জ্বালা লইয়া,—
মরিব কত গো ঘুরিয়া,—
তুমি বল প্রাণ সখা মুখের কথায়, বল মোরে ভাল বাস।
শুধু, হাসিটুকু তব লইয়া—
শুধু, করুণা টুকু পাইয়া—
আমি জুড়াইব জ্বালা, করিব সখা আসক্তি অনল নাশ ॥

প্রসাদকুমার স্তম্ভিত হৃদয়ে সে গান শুনিতেছিল। গানের সুর যেন কাঁপিয়া কাঁপিয়া সেই সুবৃহৎ অট্টালিকার গৃহে গৃহে প্রতিধ্বনিত হইয়া ফিরিতেছিল। সে সুর যেন কোন আর্ত্তের করুণ কণ্ঠ হইতে নিসৃত হইতেছিল ;—সে সুর যেন এদেশের লোকের নহে। গান গাহিতে গাহিতে যুবতীর চক্ষু দিয়া যেন এক একবার আগুনের ঝলক বাহির হইয়া আসিতেছিল। প্রসাদ কুমারের জ্ঞান হইতেছিল, যেন

সে আগুন সহস্র বাহু বিস্তার করিয়া তাহাকে টানিয়া লইতে আসিতেছে।

প্রসাদকুমার ভীত, চকিত ও স্তম্ভিত হইয়া সে গান শুনিতেছিল। যুবতী রমণীর কণ্ঠ বিনিসৃত প্রেমের গান শুনিয়া প্রসাদ কুমারের শরীর ভয়ে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতেছিল। কেন? কে জানে কেন তাহার ভয় হইতেছিল। শ্মশানে ধূনার গন্ধে মনে যে ভাবের উদয় হয়,—নিশীথ রাত্রে শববাহী ব্যক্তিবর্গের কণ্ঠনিঃসৃত হরিধ্বনি শ্রবণে প্রাণে যে ভাবের উদয় হয়, এ সঙ্গীতেও বুঝিবা প্রসাদ কুমারের মনে সেইরূপ একটা অতীত স্মৃতির স্তব্ধ কাহিনী মনে আসিতেছিল।

গান বন্ধ হইয়া গেল। প্রসাদকুমার ধরা ধরা—ভরা ভরা আওয়াজে বলিল,—"বা! সুন্দর গান।" রমণীর চক্ষু দিয়া তখনও আগুনের ঝলক্ বহিতেছিল। সে হাসিয়া বলিল,—"রোজ রোজ আসিও—শুনাইব।"

প্রসাদ। তবে আজ যাই।

রমণী। এর মধ্যেই যাবে?

প্রসাদ। হাঁ।

রমণী। মনে করিয়া রং তুলি ইত্যাদি আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি লইয়া কাল আসিও।

প্রসাদ। আসিব।

রমণী। কখন আসিবে?

প্রসাদ। বৈকালে।

রমণী। সেই ভাল।

প্রসাদ। তোমার নাম কি তাহা ত জানিতে পারিলাম না।

রমণী। এ পর্য্যন্ত ত তুমি আমার নাম জিজ্ঞাসা কর নাই। আমি বাঙ্গালী তাহা বোধ হয় বুঝিয়াছ।

প্রসাদ। নিশ্চয়।

রমণী। কিন্তু নামটী আমার ইংরাজী, কেন না আমি খৃষ্টান তাহাতে ধর্ম্ম প্রচারিকা।

প্রসাদ। এমন হয়।

রমণী। আমার নাম শুনিবে?

প্রসাদ। শুনিবার জন্যই ত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম।

রমণী। আমার নাম শুনিয়া কি মনে রাখিবে?

প্রসাদ। কত লোকের নাম মনে থাকে, আর তোমার নাম মনে থাকিবে না? আমরা ব্যবসায়ী লোক দশ দুয়ারে ঘুরিতে হয়। দশ জনের নামও আমাদের মনে রাখিতে হয় বৈ কি?

রমণী। আমার নাম মিস্ পলিন।

প্রসাদ। পলিন! বা বেশ নামটীত। সুন্দর নাম!

রমণী। আর একবার বল।

প্রসাদ। কি বলব।

রমণী। আমার নামটী তোমার মুখে বেশ শুনাইল। প্রসাদকুমার আর নাম না লইয়া, একটু মৃদু হাসিয়া চলিয়া গেল। পলিন তাহার অনল চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিল,—এত অবজ্ঞা! ওঃ তুমি কি করিয়া জানিবে যে আমি সেই,—নিশিদিন ধরিয়া যে তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুরিয়া মরিতেছে। নিষ্ঠুর শৈলেন আমার সকল সাধে বাদ সাধিয়াছে। কিন্তু আমি দেখিব,—তোমায় আমার করিয়া লইতে পারি কি না। সহজে যদি তোমায় না পাই, তারপর না হয় অধঃপাতের রক্ত আগুনে পুড়াইয়া দিয়া একত্রে জ্বলিব।

(৮)

এক সপ্তাহ অতীত হইয়া গিয়াছে। দোলের পূর্ব্ব দিবস বৈকালে রমেন্দ্রবাবু ধীরে ধীরে আসিয়া প্রসাদকুমারের কক্ষদ্বারে উপনীত হইলেন। প্রসাদকুমার তখন রং, তুলি এবং কতকগুলি ড্রয়িং কাগজ লইয়া নিবিষ্ট মনে চিত্রাঙ্কণ করিতেছিল; রমেন্দ্রবাবুর পদশব্দে তাহার চমক ভাঙ্গিল। হঠাৎ রমেন্দ্রবাবুকে তাহার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইতে দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল এবং সসম্ভ্রমে তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়া, একখানি টুল টানিয়া লইয়া বসিতে অনুরোধ করিল। রমেন্দ্রবাবু টুলে উপবেশন করিয়া বলিলেন,—"দেখিতেছি তোমার কাজকর্ম্ম বেশ ভালই চলিতেছে।" প্রসাদকুমার বিনীত ভাবে উত্তর করিল,—"আপনার প্রসাদে কাজ খুব বেশীই জুটিতেছে। এত অধিক কাজ পাইতেছি যে সময়ে সকল কার্য্য শেষ করিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

রমেন্দ্রবাবু। মিস্ পলিনের অয়েল পেন্টিংখানা শেষ করিলে বোধ হয় অনেক টাকা পাইবেন।

প্রসাদ। আজ্ঞা হাঁ। ছবিখানি তাহার মনোমত করিয়া সম্পন্ন করিতে পারিলে, তিনি আমাকে যথোপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। কিছু টাকা অগ্রিমও দিয়াছেন।

রমেন্দ্রবাবু। মিস্ পলিন লোক খুব ভাল।

প্রসাদ। তবে স্ত্রীলোক স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইলে তাহার যতগুলি দোষ থাকা সম্ভব, মিস্ পলিনও তাহা হইতে বিমুক্তা নহেন।

রমেন্দ্রবাবু। তুমি কি তাহার চরিত্র পছন্দ কর না?

প্রসাদ। আমার পছন্দে অপছন্দে কি আসিয়া যায়। আমি একজন দরিদ্র চিত্রকর মাত্র। দু'দিনের জন্য এখানে আসিয়া কাহারও চরিত্র সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিয়া, যদি তাহার বিরক্তি ভাজন হই, তাহা হইলে আমার পক্ষে বড় ক্ষতি হইবে।

রমেন্দ্রবাবু। তাহাতে কি হইয়াছে? মিস্ পলিনও এখানে উপস্থিত নাই এবং আমিও কাহারও নিকট ইহা প্রকাশ করিতে যাইতেছি না। আমাদিগকে যখন তাহার সহিত মেলামেশা করিতে হইতেছে, তখন আমাদিগের পক্ষে তাহার চরিত্র সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। যদি তোমার চক্ষে কোন কিছু অন্যায় ঠেকিয়া থাকে তাহা নিশ্চয়ই আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলা উচিত। আমার বোধ হয় তুমি স্ত্রী-স্বাধীনতার ততটা পক্ষপাতী নহ।

প্রসাদ। এতটা নহি। ইহা ব্যতীত আর কোন প্রকার অন্যায় আমার চক্ষে পড়ে নাই। আমার মনে হয়—মিস্ পলিন যতটা স্বাধীন ভাবে আমাদের সহিত আত্মীয়তা করিয়া থাকেন, ততটা না করাই উচিত। আবার একেবারে অধীনতাটাও আমার ভাল লাগে না, মাঝামাঝি রকমের হইলেই শোভা পায়। আমি আপনার পরিবারের মধ্যে যেরূপ নিয়ম ও শৃঙ্খলা আছে তাহাই পছন্দ করি।

রমেন্দ্র। হাঁ—এখনকার শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই ঐরূপ ভাল-বাসেন এবং ঐ ভাবেই চলেন। মিস্ পলিন পূর্ব্বে হিন্দুনারীই ছিলেন, কিন্তু খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া এখন প্রচারিকার কার্য্য করিতেছেন;—কাজেই তিনি একটু অধিক স্বাধীনা। ইহাতে তাহাকে দোষ দেওয়া যায় না? তিনি আজ আমাদের বাটীতে আসিবেন।

প্রসাদ। কেন?

রমেন্দ্রবাবু। তাহাকে এখানে আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া

আসিয়াছি। 'কাল—দোল, আজ তার নেড়া পোড়া,—সকলে মিলিয়া একটু আমোদ আহ্লাদ করা যাইবে।

প্রসাদ। তিনি খৃষ্টধর্ম্মের প্রচারিকা হইয়াও কি হিন্দুদিগের এই সকল উৎসবে যোগদান করিয়া থাকেন?

রমেন্দ্রবাবু। আমরা কি আর নেড়া পোড়াইতে যাইব? আমার কন্যা, ভগিনী প্রভৃতি তাহার সহিত একত্রে গীত বাদ্যাদি করিবেন। আমরাও সেই সঙ্গে থাকিব। স্ত্রী-পুরুষে একত্রে মিলিয়া গীত বাদ্যের বিশুদ্ধ আমোদ উপভোগ করার কি তুমি পক্ষপাতী নহ?

প্রসাদ। আমি তাহা খুবই ভালবাসি। এবং আমার মনে হয়, যতদিন আমাদের দেশে এইরূপ কল্যাণপ্রদ নিয়ম প্রবর্ত্তিত না হইতেছে, ততদিন আমাদের চরিত্র উত্তমরূপে গঠিত হইবে না।

রমেন্দ্র। তুমি বলিতে চাহ,—অনেক ভদ্র যুবক গীত বাদ্যাদির আনন্দ উপভোগ করিবার আশায় পতিতার অপবিত্র স্থানে গমনাগমন করে; কিন্তু এরূপ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইলে সেই সকল যুবক নিজ গৃহের নির্ম্মল আমোদ পরিত্যাগ করিয়া, আর ঐরূপ স্থানে গমন করিবে না।

প্রসাদ। তাহাও একটা কারণ বটে।

রমেন্দ্র। আর কি কারণ?

প্রসাদ। কর্ম্ম-শ্রান্ত মানবগণের শান্তির জন্য সঙ্গীতই শ্রেষ্ঠ উপাদান;—আবার সঙ্গীত ও সৌন্দর্য্য একত্র হইলে, ব্যক্তি মাত্রেরই আনন্দোদয় হইয়া থাকে।

রমেন্দ্র। আমার—শুধু আমার কেন, মানব মাত্রেরই সেই মত। আজি আমার আরও কয়েকটী বন্ধুবান্ধবেরও নিমন্ত্রণ আছে। তাঁহারাও তাঁহাদের কন্যা ভগিনী প্রভৃতিকে সঙ্গে করিয়া

আসিবেন। কমলের ইচ্ছা,—তুমিও এই উৎসবে যোগদান করিয়া আমাদের আনন্দ বর্দ্ধন কর।

প্রসাদ। আমি নিতান্ত অনুগৃহীত ও বাধিত হইলাম। আমার ন্যায় একজন বিদেশী লোককে এরূপভাবে অনুগ্রহ করা, আপনার অযাচিত করুণারই পরিচয়।

রমেন্দ্রবাবু। তোমার বাটী কোথায় ?

প্রসাদ। আমার বাটী বাগুটিয়ায় ?

রমেন্দ্রবাবু। বাগুটিয়া—যেখানে আমাদের কায়স্থ সমাজের বরেণ্য ব্যক্তিবর্গের নিবাস ? সেখানে কাশীশ্বরবাবুর এখন কে আছে বলিতে পার ?

প্রসাদ। কেবল আমিই আছি।

রমেন্দ্রবাবু। তুমি তাঁর কে ?

প্রসাদ। আমি তাঁহার পুত্র।

রমেন্দ্রবাবু। তুমিই তাহার পুত্র ? তিনি অতি সম্ভ্রান্ত লোক—তোমাদের বিষয় আশয়ও বেশ ছিল তবে তুমি এরূপভাবে জীবিকা উপার্জ্জন করিয়া বেড়াইতেছ কেন ?

প্রসাদ। আজ্ঞা হাঁ ! পিতা যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন আমাদের অবস্থা বেশ ভালই ছিল। কিন্তু তাঁর শেষ দশায়, সামান্য একটু জমি লইয়া জমিদারের সহিত মোকর্দ্দমা হয় তাহাতেই আমাদের অবস্থা একেবারেই খারাপ হইয়া যায় ; পিতাও তাঁহার নিজের সম্পত্তি পরহস্তগত হইতে দেখিয়া অতিশয় মর্ম্মাহত হন। ইহাই শেষে তাঁহার মৃত্যুর কারণ হইয়াছিল। বিষয় সম্পত্তির কতক অংশ নষ্ট হইলেও এখনও যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহাতে আমার একার জীবন-যাত্রার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু নানা কারণে মন খারাপ হওয়ায়,

দেশে বাস করিতে অসমর্থ হইয়া বিদেশে এরূপভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি।

রমেন্দ্রবাবু। যাহা আছে, তাহার বার্ষিক আয় অনুমান কত হইবে?

প্রসাদ। প্রায় হাজার বারশো টাকা হইতে পারে।

রমেন্দ্রবাবু। তোমরা কয় ভাই?

প্রসাদ। সংসারে আমি একক;—আমার আপনার বলিতে আর কেহই নাই। পিতার মৃত্যুর এক মাসের মধ্যেই আমার জননীর মৃত্যু হইয়াছে।

রমেন্দ্রবাবু। তোমার পিতার কিছু নগদ টাকাও ছিল শুনিয়াছি।

প্রসাদ। সে সকল আর কিছুই নাই—সমস্তই নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

রমেন্দ্রবাবু। তোমার বিবাহ হইয়াছে?

প্রসাদ। আজ্ঞে না।

রমেন্দ্রবাবু। বিবাহ কর নাই কেন?

প্রসাদ। আপনি আমার পিতার বন্ধু। আপনাকে সে কথা বলিতে লজ্জা করে।

রমেন্দ্রবাবু। ছি ছি, বিবাহ দাম্পত্য-মিলন,—পরম পবিত্র ব্যাপার; ইহার বিষয় বলিতে লজ্জা কি?

প্রসাদ। যে জন্য বিবাহ করি নাই, তাহা বলিতে একটু লজ্জা আছে বৈকি।

রমেন্দ্রবাবু। তুমি আমার বন্ধু পুত্র। তুমি যে সংসারী না হইয়া এরূপভাবে ঘুরিয়া বেড়াইবে, তাহা আমার পক্ষে দেখা ঠিক নয়। তুমি লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া বিবাহ না করিবার কারণ আমাকে খুলিয়া বল।

প্রসাদ। বাল্যকাল হইতেই আমাদের প্রতিবেশিনী একটী কন্যার সহিত আমার বিবাহের কথাবার্ত্তা একরূপ স্থির হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু কোন কারণ বশতঃ আমাদের বিবাহ হয় নাই। বিশেষতঃ বালিকাটীর মৃত্যু হওয়ায় আমার আর বিবাহের ইচ্ছা নাই। বিবাহ করিতে হইলে,—যাহাকে হৃদয় দান করিতে হইবে,—যাহাকে লইয়া আজীবন বসবাস করিতে হইবে,—যে সংসারের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী, সুখ দুঃখে সম অধিকারিণী,—যাহার স্নেহপ্রেমের ভিতর মাথা রাখিয়া, চির জীবন কাটাইতে হইবে,—যে কর্ম্ম-জীবন মরুভূমের জলপাদপ-রূপে বর্ত্তমান থাকিবে তাহাকে একটু দেখিয়া শুনিয়া লওয়াই কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাহার উপর প্রথমে মন পড়িয়া থাকে, তাহাকে না পাইলে অপর কাহার প্রতি শীঘ্র মন আকৃষ্ট হয় না। যদি কখনও তাহাকে ভুলিতে পারি—যদি কখন নিজের মনোমত পাত্রী দৃষ্টিগোচর হয়, তবেই বিবাহ করিব নতুবা আজীবন অবিবাহিত থাকাই শ্রেয়ঃ।

রমেন্দ্রবাবু। দেখ! মানুষের স্বভাব, যতদিন সে পুরাতনের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকে ততদিন সে তাহাতেই আকৃষ্ট থাকে। কিন্তু যখনই সে কোন নূতনত্বের আবহাওয়ার মধ্যে আসিয়া পড়ে, তখন হইতেই তাহার মন নূতনত্বের মোহে সম্মোহিত হইয়া পড়ে। বাল্যকালে কি হইয়াছে না হইয়াছে, তাহার জন্য মন খারাপ করিয়া বেড়ান একেবারেই অন্যায়। বিশেষ তাহাকে যখন আর পাওয়া যাইবে না, তখন এরূপভাবে ছন্নছাড়া জীবন যাপন অপেক্ষা সংসারী হইয়া মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ এবং নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যাক্—পাত্রীর অনুসন্ধানের জন্য কখন চেষ্টা করিয়াছ কি?

প্রসাদ। আমার বিশ্বাস তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকাই

উচিত। অদৃষ্টে যদি বিবাহ থাকে তাহা হইলে কোন এক মঙ্গল মূহূর্ত্তে সে দেখা দিয়া হৃদয় আলোকিত করিবে।

রমেন্দ্রবাবু। তুমি কেবল চিত্রকর নহ,—সামাজিক, দার্শনিক, এবং কবি। ভগবান তোমার মনবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া জীবন শান্তিময় করুন। তোমার মত অতি সুন্দর। মিস পলিনকে তুমি কিরূপ দেখ।

প্রসাদ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—নারী-প্রকৃতি যেমন হইলে মাধুর্য্যময়ী হয় তাহা হইতে—যেন একটু বেশী উদ্ধত।

রমেন্দ্রবাবু। কিন্তু চেহারা অতি সুন্দর! আমি এরূপ চেহারা অতি অল্পই দেখিয়াছি।

প্রসাদ। আজ্ঞা হাঁ, চেহারা খুবই সুন্দর। অত সুন্দর আকৃতি প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হয় না।

রমেন্দ্রবাবু। তুমি তোমার আবশ্যকীয় কাজ কর্ম্ম সন্ধ্যার পূর্ব্বেই শেষ করিয়া লইও। সন্ধ্যার পরেই নিমন্ত্রিতগণ আসিবেন। তাঁহারা আসিলেই গান বাজনা আরম্ভ হইবে। তোমাকেও গাহিতে হইবে।

প্রসাদ। যে আজ্ঞে।

রমেন্দ্রবাবু। মিস্ পলিনের ছবি খানি বোধ হয় শেষ হইয়া গিয়াছে।

প্রসাদ। আজ্ঞে না এখনও তাহার কিছু হয় নাই। বর্ণ সামঞ্জস্য পর্য্যন্ত ঠিক হয় নাই।

রমেন্দ্রবাবু। কতদূর হইয়াছে দেখি।

প্রসাদকুমার তাড়াতাড়ি অর্দ্ধাঙ্কিত চিত্রখানি লইয়া আসিয়া তাহার বস্ত্রাবরণ উন্মোচন করতঃ রমেন্দ্রবাবুর হস্তে প্রদান করিলেন,

রমেন্দ্রবাবু বহুক্ষণ সেই অসম্পূর্ণ চিত্র খানির দিকে একদৃষ্টে দেখিয়া বলিলেন,—"বাহবা চিত্র হইবে। ঠিক সেই দীর্ঘ কুন্তল, সেই পেলব বাহু—কিন্তু এখনও চোখ ঠিক করা হয় নাই। পলিনের চোখের মত অমন টানা টানা, সুন্দর চোখ আমি কখন দেখি নাই।"

প্রসাদ। মিস্ পলিনের চোখ আমি এখনও ঠিক করিতে পারি নাই। যত বারই তার চোখের দীপ্তি ঠিক করিবার জন্য বসিয়াছি, ততবারই আমাকে বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে।

রমেন্দ্রবাবু। কেন বল দেখি?

প্রসাদ। তাহার চক্ষুতে কি যেন এক প্রকার ভাব আছে,—যাহা কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিলে বুঝা যায়,—কিন্তু ধরি ধরি করিয়াও ধরিতে পারি না; কাজেই বর্ণেও আঁকিতে পারি না। পলিনের সেইটাই অসাধারণত্ব। সেইটুকু আঁকিতে পারিলেই পলিন—পলিন থাকিবে, নতুবা পলিনও যা অন্যেও তা।

রমেন্দ্রবাবু। তাহা চিত্রে আঁকিতে পারিবে?

প্রসাদ। সেই জন্যই ত চেষ্টা করিতেছি; এবং চক্ষুর দীপ্তি আঁকিতে বাকী রাখিয়াছি।

রমেন্দ্রবাবু। এই ছবিখানি শেষ হইলে আমি আর একখানি মিস্ পলিনের ছবি আঁকাইয়া লইব। এর রূপ একটী দেখিবার জিনিষ। এখানা শেষ হইয়া যাইলে ধীরে সুস্থে তাহাতে হাত দিও।

প্রসাদ। যে আজ্ঞে, একখানা আঁকিতে পারিলে তারপর খুব সহজে হইবে।

অতঃপর রমেন্দ্রবাবু উঠিয়া গেলেন। প্রসাদকুমার মিস্ পলিনের অর্দ্ধাঙ্কিত ছবিখানি পুনরায় বস্ত্রাবৃত করিয়া যথাস্থানে রক্ষা করিল।

এবং তারপর পূর্ব্বে যে কার্য্য করিতেছিল তাহাতে আবার মনঃ-সংযোগের চেষ্টা করিল; কিন্তু মনমধ্যে কতকগুলি চিন্তার উদয় হইয়া কার্য্যে বিঘ্ন উৎপাদন করিল। প্রসাদের মনে হইল,—রমেন্দ্রবাবু পলিনের রূপের অত পক্ষপাতী কেন? আবার ভাবিল,—রূপ ত মোহের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে। সুন্দর দেখিলেই সকলে মুগ্ধ হয়। তবে সকলেই সকলের রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হয় না, এই যা পার্থক্য।

তৎপরে তাহার মনে হইল,—তাই ত, রমেন্দ্রবাবু আমার পিতাকে জানিতেন; তিনি তাঁহার বন্ধু ছিলেন। বংশমর্য্যাদায় আমরা যে তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাহাও তিনি অবগত আছেন। কিন্তু সে আকাশ-কুসুম,—কণিকার সহিত আমার বিবাহ না হইবার ইহাই মূল কারণ। ইহারাও জমিদার—আমার অপেক্ষা লক্ষগুণ অবস্থাপন্ন। বিশেষ আমার সংসারে আপন বলিতে কেহ নাই, যে উহাদের আদরের কন্যার সুখ-সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখিবেন। কমল! কমল আমাকে উৎসবে যোগদান করিবার জন্য পিতার দ্বারা অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছে। শিক্ষিতা কন্যার শিক্ষিত পিতা এ অনুরোধ রাখিয়াছেন,—আরও একটী কথা অতি ক্ষীণভাবে হৃদয়ের এককোণে জাগিয়া উঠিতে উঠিতে আবার বিলীন হইয়া গেল।

প্রসাদকুমার কার্য্যে মনঃসংযোগ করিবার বৃথা চেষ্টা না করিয়া গৃহের বাহির হইয়া আসিল। তখন বেলাও প্রায় অবসান হইয়া আসিয়াছে। অস্তগামী রবির রক্তচ্ছটা গাছের আগায়, পুষ্করিণীর নীল জলে এবং ধরণীপৃষ্ঠে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

(৭)

সন্ধ্যার পর রমেন্দ্রবাবুর বৈঠকখানায় প্রায় কুড়ি পঁচিশ জন সম্ভ্রান্ত নরনারী একত্রিত হইয়াছেন। এক পার্শ্বে ফুল্ল পদ্মের ন্যায় রমণীকুল ও অপর পার্শ্বে শিক্ষিত ভদ্রমণ্ডলী সমাসীন। উভয় দিকেই হারমোনিয়ম প্রভৃতি বাদ্য যন্ত্রাদি আছে। উভয় দিক হইতে সুমধুর সঙ্গীত গীত হইতেছে। সমস্ত গৃহখানি এসেন্সের সুগন্ধে আমোদিত—আনন্দ আর উল্লাসে পরিপূর্ণ; শিক্ষিত এবং শিক্ষিতা নরনারীর একত্র সমাবেশ। বাহিরের লোক সেখানে প্রায় কেহই নাই। অর্থাৎ সকলেই আপন আপন স্ত্রী, কন্যা, ভগিনীকে লইয়া সমাগত হইয়াছেন। বাহিরের লোকের মধ্যে কেবল মিস্ পলিন এবং প্রসাদকুমার।

পলিনের যৌবনশ্রী ও লাবণ্য সমাগত পুরুষবৃন্দকে সম্মোহিত করিয়া তুলিতেছিল। রমণীগণও তাহার হাবভাব, হাঁসি-চাহনি, গান ও কথায় চমকিয়া যাইতেছিলেন। একজন পলিনের দিকে যেন একটু অধিক দৃষ্টি রাখিয়াছিল—সে কমল। কমল দেখিতেছিল মিস্ পলিন যেন তাহার প্রাণের সমস্ত আকুল আকাঙ্ক্ষা লইয়া—তাহার দৃষ্টির সমস্ত শক্তিটুকু লইয়া, প্রসাদকুমারের প্রতি চাহিতেছিল। প্রসাদ তাহা লক্ষ্য করে নাই। সে এক একবার অতি কাতর করুণ চাহনিতে, কমলের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিল। কমলও চাহিতেছিল যখন চারি চোখে মিলিতেছিল তখন উভয়েরই প্রাণের মধ্যে প্রভাত সমীরের মত একটু স্নিগ্ধস্পর্শ অনুভূত হইতেছিল। একবার পলিন তাহা লক্ষ্য

করিল—তাহার অধরে শুষ্ক হাসির বিকাশ হইল, চক্ষু দিয়া যেন একটা অনলের ঝলক্ বাহির হইয়া গেল। কিন্তু পরক্ষণেই তাহা হইতে আকর্ষণের লহরীলীলা প্রবাহিত হইতে লাগিল, অধরে মধুর হাসি বিকশিত হইল। পলিন বলিল,—"আমি শুনিয়াছি প্রসাদবাবু অতি সুন্দর গান গাহিতে পারেন। কিন্তু উনি একটী গানও গাহিলেন না। উঁহার একখানা গান শুনিতে আমার বড় ইচ্ছা হইয়াছে।

কমলের বড় রাগ হইল। তাহার যেন ইচ্ছা হইতেছিল সে বলে—প্রসাদ গাহিবে না। সে ভালই গাক্ আর মন্দই গাক্, তোর কিরে পোড়ার মুখী? কিন্তু প্রসাদ তাহার কে,—প্রসাদের উপর তাহারও যে ক্ষমতা, পলিনেরও সেই ক্ষমতা।

রমেন্দ্রবাবু মিস্ পলিনের প্রীত্যর্থে প্রসাদকুমারকে একখানি গান গাহিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। প্রসাদ মৃদুহাসিয়া বলিলেন,—"কুমারী আমার অপেক্ষা অনেক ভাল গাহিতে পারেন। উনি অগ্রে একটী গাহিলে বাধিত হইতাম।"

মিস্ পলিন তাহার আকর্ণ বিশ্রান্ত চক্ষুর সম্মোহিনী দৃষ্টিতে প্রসাদ কুমারের দিকে চাহিয়া বলিল,—"আমার গান শুনিয়া যদি তুমি তৃপ্তি-লাভ কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমি অগ্রে গাহিব।" একজন হারমোনিয়মে বেলো করিতে আরম্ভ করিল,—পলিন মধুর কণ্ঠে গাহিল,—

ওগো সখা তব লাগি রহেছি হেথায়।
ভালবাস কৃপাকর মুহূর্ত্ত আমায়॥
আমার নয়ন দুটি,
তব পানে যায় ছুটি,
অলস চরণ পড়ে ধরণীর গায়।

তৃষিত অধর মোর,
কেটে সরমের ডোর,
তোমার অধর সনে মিশিবারে চায়॥
চেয়ে থাকি পথ পানে,
চলে যাবে কতক্ষণে,
কতক্ষণে একবার দেখিব তোমায়।
ওগো সখা তব লাগি র'য়েছি হেথায়॥

গান গাহিবার সময় পলিনের নয়ন হইতে যে দীপ্তি—অধর হইতে যে মধুর ভাব—সর্ব্বাঙ্গ হইতে যে প্রভা বাহির হইতেছিল, তাহাতে দর্শক মাত্রেই মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। রমণীগণও শত বাহবা প্রদান করিলেন। কেবল কমল আর প্রসাদকুমার যেন তাহাতে প্রীতিলাভ করিতে পারিল না।

অনন্তর গান বন্ধ হইল। সকলেই কুমারীকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন; কেবল প্রসাদকুমার নীরব রহিলেন। কুমারী কিন্তু সকলের ধন্যবাদ উপেক্ষা করিয়া, প্রসাদকুমারের মুখের দিকে কটাক্ষপাত করিলেন। তৎপরে বলিলেন,—"গান কি আপনার ভাল লাগিল না প্রসাদবাবু?" প্রসাদবাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"কেন সকলেইত আপনার গানের প্রশংসা করিয়া বাহবা প্রদান করিলেন।"

দীর্ঘায়ত নয়নের তীক্ষ্ণ কটাক্ষে চাহিয়া কুমারী পলিন বলিল,—"সকলে বাহবা দিল তাহাতে তোমার কি প্রসাদবাবু?" তোমার ভাল লাগিল কিনা তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছি?

প্রসাদ। হাঁ আমারও বেশ ভাল লাগিয়াছে।

পলিন। এইবার তুমি একটী গাও।

প্রসাদ। তোমার গানের পর আমার গান আর কাহারও ভাল লাগিবে না।

পলিন। কেন?

প্রসাদ। তোমার কণ্ঠস্বর অতীব মধুর।

পলিন। আমার কণ্ঠস্বর ভাল বলিয়া কি আর কেহ গাহিবে না?

প্রসাদ। যাহার কণ্ঠ তোমার স্থায় মধুর সেই গাহিবে।

পলিন। তোমাকে একটী গাহিতেই হইবে।

রমেন্দ্রবাবু বলিলেন,—"যখন কুমারী নিতান্ত ইচ্ছা করিলেন তখন প্রসাদবাবু একটা গাও।" রমেন্দ্রবাবুর অনুরোধে প্রসাদকুমার একটী গান গাহিলেন। সে গানে গৃহমধ্যস্থ সকলেই তৃপ্তিলাভ করিলেন।

তদনন্তর আরও অনেকে গান গাহিলেন। অবশেষে সে রাত্রির মত গান সমাপ্ত হইল। পুরুষগণের উঠিবার অগ্রেই রমণীগণ উঠিয়া বাহিরে গেলেন। ক্রমে পুরুষগণও বাহির হইলেন। প্রসাদকুমারও তাহাদের সহিত বাহির হইয়া, কোন কার্য্যের জন্য আপনার গৃহের অভিমুখে যাইতে যাইতে দেখিলেন। চন্দ্রকর বিধৌত রকের পার্শ্বে কমল দাঁড়াইয়া আছে। সে প্রসাদকুমারকে যাইতে দেখিয়া বলিল,—"তোমাকে একটী কথা বলিব শুনিবে কি?"

প্রভাতের বীণা ঝঙ্কারের স্থায় সে স্বর প্রসাদের হৃদয় স্পর্শ করিল—সর্ব্ব শরীরে বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। সে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—"আমায় কিছু বলিতেছ?"

কমল। হাঁ।

প্রসাদ। কি বলিবে বল।

কমল। যাহা বলিব তাহা প্রতিপালন করিতে হইবে।

প্রসাদ। কি আজ্ঞা শুনি না।

কমল। না—আগে সত্য কর।

প্রসাদ। প্রতিপালনের যোগ্য হইলে নিশ্চয়ই করিব।

কমল। আমি তোমাকে অযোগ্য কথা বলিব ইহা কি বিশ্বাস কর ?

প্রসাদ। না,—তবে বল।

কমল। পলিনের সহিত অধিক মিশিও না।

প্রসাদকুমার চিন্তিতভাবে বলিল,—"কেন বল দেখি ?"

কমল। উহার স্বভাব-চরিত্র ভাল নয়।

প্রসাদ। আমার স্বভাব যদি ভাল হয়, তবে অন্যের স্বভাব মন্দ হইলেও আমার কি করিতে পারে !

কমল। আমার কথা মনে রাখিও।

প্রসাদ। নিশ্চয়ই ! কিন্তু—এত লোক থাকিতে আমায় নিষেধ করিতেছ কেন ?

"আমি যে তোমায় ভাল—" এই পর্য্যন্ত বলিয়া ফেলিয়া কমল বড় অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। তাহার কর্ণমূল হইতে মুখমণ্ডল আরক্তিম ভাব ধারণ করিল ; সে আর সেখানে দাঁড়াইল না—একবার পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিয়া দ্রুতপদে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

প্রসাদকুমার কিছুক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধবৎ পলায়মানা কমলের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আনন্দে তাহার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। এ অযাচিত করুণা বোধ হয়, কোন দেবতার আশীর্ব্বাদ ! কমল তাহার হৃদয়ের গুপ্তকথা আজ প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে। কমল যদি তাহাকে ভালবাসিয়া থাকে, তাহা হইলে প্রসাদ কুমার

জগতে আর অন্য কিছু চাহে না। সে ত' স্পষ্ট বলিয়াছে—গোপন করিতে গিয়া সে যে নিজে নিজেই ধরা পড়িয়াছে—প্রসাদের জীবন জুড়ান কথা যে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ভগবান, প্রসাদকুমারের জীবনে ইহা অপেক্ষা আর অধিক কি সুখ আছে!

প্রসাদকুমার বেদনাপ্লুত হৃদয়ের আনন্দোচ্ছাস লইয়া, আপন নির্দ্দিষ্ট কক্ষে প্রবেশ করিল। সেখানে গিয়া একখানি চৌকির উপর উপবেশন করিয়া, কেবল কমলের কথাই ভাবিতে লাগিল। কমলের সেই কোমল কণ্ঠের ভালবাসার অর্দ্ধ-উচ্চারিত বাক্য, তাহার প্রাণের মধ্যে একটা যেন কি মদিরোচ্ছাস্ তুলিয়া দিয়াছিল।

সহসা কাহার পদশব্দে প্রসাদকুমারের সুখস্বপ্ন ভঙ্গ হইল। প্রসাদকুমার চাহিয়া দেখিল, সম্মুখে মিস্ পলিন দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহার দেহাভ্যন্তর হইতে পরিপূর্ণ যৌবনের লাবণ্য-শ্রী যেন উথলিয়া পড়িতেছিল। উৎসবের বেশভুষা, উৎসবের সৌগন্ধ তখনও তাহার দেহে শোভা পাইতেছিল। পৃষ্ঠদেশে পুষ্পমাল্য বেষ্টিত, আনিতম্ব লম্বিত বেণী দুলিয়া দুলিয়া যেন ফণিনীকে উপহাস করিতেছিল। তাহার সেই ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি দেখিয়া, প্রসাদ কুমারের বুক কাঁপিয়া উঠিল। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কুমারী তুমি এখানে কেন?"

পলিন। আসিতে কি নাই?

প্রসাদ। আমি একা এ গৃহে থাকি, বিশেষতঃ—আমি যুবক, তুমি যুবতী। আমার এখানে এসময় আসা তোমার ভাল হয় নাই।

কুমারী হাসিল; সমস্ত কক্ষে তাহার তরঙ্গ ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে লাগিল। সে তাহার কুটীল নয়নের কাম-কটাক্ষ বিক্ষিপ্ত করিয়া বলিল,—"ভাল নয় কিসে প্রসাদবাবু?"

প্রসাদকুমার কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিল,—"না—এমন কিছু নয়। তবে লোকে তোমার আমার কথা লইয়া কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারে। তাই বলিতেছিলাম—" হাসির বেগ আরও উচ্চে তুলিয়া মিস্ পলিন বলিল,—"লোকের কথায় কি আসিয়া যায়? তুমি বিদেশী, আমিও বিদেশিনী—এখানকার লোকের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কি?"

প্রসাদ। সম্বন্ধ নাই—তুমি এ কি বলিতেছ? লোকাচার, এখানকার কি সেখানকার বলিয়া বিভিন্ন হইতে পারে না—লোক নিন্দা সর্ব্বত্রই সমান; বিশেষতঃ—

প্রসাদকুমারের কথা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই পলিন হাসিতে হাসিতে বলিয়া উঠিল,—"বিশেষতঃ কি প্রসাদবাবু? তোমার আশা আছে রমেন্দ্রবাবুর জামাতা হইবে—কেমন? কমলকে তুমি ভালবাসিয়া ফেলিয়াছ।" চমকিত স্বরে প্রসাদকুমার বলিয়া উঠিল,—"না না, সে কি কথা? আমি সে আশা কেন করিব—কমলকেই বা ভালবাসিতে যাইব কেন?"

পলিন। তবে বিশেষতঃ টা কি?

প্রসাদ। আমি বলিতেছিলাম,—বিশেষতঃ তোমার এবং আমার উভয়েরই ব্যবসা চরিত্রগত। তুমি ধর্ম্ম প্রচারিকা, আর আমি চিত্রকর—উভয়েরই চরিত্র সংযম বড় প্রয়োজন।

পলিন। যাহা কেবল ব্যবসার জন্য, তাহার মূল্য কত প্রসাদবাবু? ব্যবসা ত্যাগ করিলেই ত' সকল গোলযোগ মিটিয়া গেল।

প্রসাদ। তুমি কি চরিত্রের কোন মূল্য বোঝ না?

পলিন। ভাল প্রসাদবাবু, তোমার জীবনে তুমি কি কখনও কাহাকে ভালবাসিয়াছ?

প্রসাদ। সে কথা কেন?

পলিন। সত্য বল।

প্রসাদ। যে ভাল লোক, তার উপর ভালবাসা হয় বৈকি।

পলিন। সে ভালবাসার কথা বলিতেছি না।

প্রসাদ। তবে কি ভালবাসা?

পলিন। যাহাকে প্রেম বলে,—

প্রসাদ। প্রেম একটা কথার কথা আছে বটে—শুনেছি। কিন্তু সেটা কি পদার্থ তাহা আজও বুঝিতে পারি নাই,—তাহার অনুসন্ধানও করি নাই। কেবল সেড্ লাইট ক্যামেরা তুলিকা গ্লাস—কৈ ইহার মধ্যে ত প্রেমের পাঠ কোথাও নাই।

পলিন। মিথ্যা কথা।

প্রসাদ। কি মিথ্যা কথা?

পলিন। তুমি ভালবাসিয়াছ।

প্রসাদ। তবে তাহাই।

পলিন। তুমি কমলকে ভালবাসিয়াছ।

প্রসাদ। আমি মিথ্যা কথা বলি নাই। পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি,—যে ভাল তাহাকে ভালবাসিতে ইচ্ছা করে।

পলিন। সে ভালবাসা অপেক্ষা তুমি কমলকে অধিক ভাল-বাসিয়া ফেলিয়াছ। যে ভালবাসায় মানুষ মরমে মরমে জড়াইয়া যায়—যে ভালবাসার অদর্শনে প্রাণের তারে বিষাদ কাহিনীর অনুতপ্ত রাগিনী সর্ব্বক্ষণ ধরিয়া বাজিয়া বাজিয়া হৃদয় মনকে আকুল করিয়া তোলে—যে ভালবাসার অপ্রাপ্তিতে আসক্তির আগুণ বুকে করিয়া দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী, দীর্ঘ বরষ—মাস ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফিরিতে হয়, তুমি তাহা অপেক্ষাও কমলকে অধিক ভাল-

বাসিয়াছ। তুমি বৃথা আমার নিকট হইতে তাহা লুকাইতে চেষ্টা করিতেছ।

প্রসাদ। তুমি পাগলের মত কি বলিতেছ? তোমার অনুমান একেবারেই অমূলক।

পলিন। যখন তোমার সে কথা আমার নিকট প্রকাশ করিবার আদৌ ইচ্ছা নাই, তখন কাজেই আমাকে ধরিয়া লইতে হইবে যে আমার অনুমান একেবারেই ভিত্তিহীন। কিন্তু আমি যে সকল কথা বলিলাম, তাহার সত্যতা তুমি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে পারিতেছ। তুমি এখন বিশ্রাম কর। রাত্রি অনেক হইয়া গিয়াছে। আজ আর তোমাকে অধিক বিরক্ত করিব না, এখন চলিলাম।

এই বলিয়া প্রসাদকুমারের প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া মিস্ পলিন সে রাত্রির মত বিদায় লইয়া চলিয়া গেল।

(১০)

পরদিন রাত্রে আহারাদির পর প্রসাদকুমার আপন গৃহমধ্যে একখানি চেয়ারে উপবেশন পূর্ব্বক পূর্ব্বদিন মিস্ পলিনের সহিত তাহার যে সকল কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতেছে, এমন সময়ে মিস্ পলিন—"কি প্রসাদবাবু, একা বসিয়া কাহার কথা চিন্তা করিতেছেন?"—বলিয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রসাদকুমার চমকিত হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিতে সে বলিল,—"এই দিক দিয়ে বাটী ফিরিতেছিলাম, মনে করিলাম দেখিয়া যাই, আমার ছবিটা কতদূর হইল।"

প্রসাদ। তোমার ছবিটা প্রায় সমস্তই ঠিক হইয়া গিয়াছে, কেবল মাত্র চক্ষু দুটী বাকী আছে। উহা শেষ করিতে আরও দুই একদিন সময় লাগিবে।

মিস্ পলিনের মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল। পরে বলিল,—"আচ্ছা প্রসাদবাবু, কাল আমার অনুমানকে তুমি একেবারে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিলে, কিন্তু সত্য করিয়া বল দেখি তুমি বাস্তবিক কমলকে ভালবাস কি না ?"

প্রসাদ। তোমাকে ত কালই সে কথার উত্তর দিয়েছি যে, উহা একেবারেই মিথ্যা। তোমার উপর আমার ভালবাসা যেরূপ হইতে পারে, কমলের প্রতি আমার ভালবাসা তাহা হইতে বিভিন্ন নয়।

পলিন। নিশ্চয়ই নহে প্রসাদবাবু।

প্রসাদ। আমি আশা করি তুমি যে মিথ্যা অনুমান করিয়াছ, তাহা অপর কাহারও নিকট বলিয়া আমাকে অপদস্থ করিবে না।

পলিন। বুঝিয়াছি,—রমেন্দ্রবাবু এ কথা শুনিতে পাইলে তোমার উপর অসন্তুষ্ট হইবেন এবং তোমাকে এখান হইতে তাড়াইয়া দিবেন—এই ভয় করিতেছ।

প্রসাদ। যদি আমার দ্বারা তেমন ঘটনা হয়, তাহা হইলে আমার মত অভদ্রকে তাড়াইয়া দেওয়া কি রমেন্দ্রবাবুর কর্ত্তব্য নয় ?

পলিন। তাহা হইলে তোমার মতে ভালবাসা মহা অন্যায় কার্য্য।

প্রসাদ। ইহা হিন্দু সমাজ,—অন্য কোন সমাজ নহে। এখানে ভালবাসা যারে তারে দেওয়া অন্যায় ও মহা পাতকের কার্য্য। হয় ত তোমরা হিন্দুদিগের এই নিয়মে—এই শৃঙ্খলায় হাসিতে পার

কিন্তু যে নিয়ম, যে শৃঙ্খলা আমাদের সমাজে আছে, তাহা অবনত মস্তকে আমাদিগকে পালন করিতে হয়।

পলিন। তুমি কি রমেন্দ্রবাবুকে হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে কর?

প্রসাদ। হাঁ—তা করি বৈকি।

পলিন। হিন্দুগণ কি মেয়েদের বিবাহ না দিয়া তাহাদিগকে পূর্ণ যুবতী করিয়া রাখে, না স্বাধীন বিহারে সম্মতি দেয়? এ সকল পাশ্চাত্য প্রথা।

প্রসাদ। এ প্রথাকে নিতান্ত মন্দ বলা যায় না। দাম্পত্য-জীবন যাহারা গঠিত করিবে, বিবাহে তাহাদের স্বাধীন মত ও বিচার ক্ষমতা জন্মিয়া, সে কার্য্য তাহাদের নিজ ইচ্ছায় সম্পাদন করা কর্ত্তব্য।

পলিন। ভুল ভুল! হিন্দু হইয়া—হিন্দুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া তোমরা মহা ভুল বুঝিয়া যাইতেছ। এ ভুল তোমাদের সহজাত সংস্কার নহে—শিক্ষার অভাব। যদি কোন রোগীকে ঔষধ নির্ব্বাচন করিয়া খাইতে বলা যায়, তবে সে রোগ আরোগ্যকারী তিক্ত ঔষধ নির্ব্বাচন করিয়া সেবন করে, না আপাততঃ মধুর একটি ঔষধ স্থির করিয়া লয়? বোধ হয় বলিবে রোগী মিষ্ট ঔষধই বাছিয়া লয়। সেইরূপ মানব মানবী যদি যৌবনে পদার্পণ করিয়া আপন আপন পতি বা পত্নী নির্ব্বাচন করিতে বসে, তবে তাহারা মনের মতনই খুঁজিয়া লয়,—এখানে মনের মত অর্থে রূপ বা গুণ। কিন্তু রূপ কিম্বা গুণ এ দুটীর কোনটীই স্থায়ী নহে। আজি যাহার গুণে আকৃষ্ট হইয়া বন্ধু বলিয়া গ্রহণ এবং দশের কাছে পরিচয় দিয়া আনন্দ লাভ করিতে পারিতেছ, কাল হয় ত তাহার গুণের খ্যাতি কোন

কারণে লোপ পাইয়া গেলে, তোমায় তাহার বন্ধু বলিয়া পরিচয় দিলেও সেই পরিচয় দাতার উপর জাতক্রোধ হইয়া পড়। রূপ ও গুণ দেখিয়া যে ভালবাসা সেটা মুহূর্ত্তের স্থায়ী। তাই যে দেশে রূপ কিম্বা গুণ দেখিয়া ভালবাসার বাছাই হয়, সে দেশে দাম্পত্য জীবনের কেলেঙ্কারীর কথা এত অধিক,—তাই সে দেশে ডাইভোর্সের এত বাড়াবাড়ি,—সেই জন্য সে সমাজে সোহাগের বেদনা, আর অনাদরের যাতনার এত ছড়াছড়ি।

প্রসাদ। তবে তুমি কি হিন্দুদিগের মত বাল্যবিবাহেরই পক্ষপাতী?

পলিন। এ দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়া, এ দেশের লোকের সহিত মেলামেশা করিয়া, এ দেশের সমাজ ও ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনা করিয়া এখন আমার ইচ্ছা করে আমাদের নিয়ম, আমাদের সামাজিক প্রথা, আমাদের ধর্ম্ম—আর প্রচার না করিয়া এ দেশের নিয়ম, এ দেশের প্রথা, এদেশের সমাজ এবং এদেশের ধর্ম্ম আমাদের দেশের লোককে শিক্ষা দিই।

প্রসাদ। আমাদের দেশ অর্থে, তুমি কোন দেশকে অভিহিত করিতেছ? তুমি ত বাঙ্গালি।

পলিন। হাঁ আমি বাঙ্গালি। কিন্তু আমাদের দেশ অর্থে আমি যে দেশের ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে ব্রতী তাহাকেই অভিহিত করিতেছি।

প্রসাদ। বাল্যবিবাহে কি পবিত্র প্রেম জন্মাইতে পারে?

পলিন। যদি প্রেম বলিয়া কোন পদার্থ থাকে, তবে তাহা বাল্যবিবাহের মধুর মিলনের মধ্যেই নিহিত আছে। প্রেম করা সাধনা সাপেক্ষ; মানুষ আবাল্যের সাধনায় এই প্রেম লাভ করিতে পারে। তাহা বলিয়া, আমি বলিতেছি না যে যৌবন কালের ভালবাসা হইতে

প্রেম জন্মাইতে পারে না। যুবক যুবতীর মধ্যে যে প্রেম জন্মাইয়া থাকে তাহাকে সচরাচর রূপজ মোহ বলা যায়। আদর্শ প্রেম তাহাদের মধ্যে শতকরা একটীও দেখিতে পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। প্রেম অর্থে ধ্যান। যৌবনের ভালবাসা নিবারণ করাই বাল্যবিবাহের উদ্দেশ্য। প্রকৃত প্রেমের মোহে পড়িয়া মানুষ কিরূপ অনন্তকাল ধরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায় তাহার নিদর্শন আমি।

প্রসাদ। তুমি কি বলিতেছ?

পলিন। আমি সত্য কথাই বলিতেছি। মানুষের বাসনাটা বড় সর্ব্বনেশে জিনিষ; বাসনার আগুণ বুকে লইয়া যদি মানুষ মরে তবেই তাহার সর্ব্বনাশ—বিশেষ প্রেমের বাসনা। ইহাতে যে কি আগুণ জ্বলে, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। তাই হিন্দুরা এক—আর এক। তাই হিন্দুদের স্বামী স্ত্রী জন্মজন্মান্তর একত্রে বেড়ায়। ধন্য হিন্দুদের আধ্যাত্মিক জগতের এই মোহিনী ক্ষমতা বিশ্লেষণ,—আমি হিন্দুদের পদে কোটী কোটী প্রণাম করি।

প্রসাদ। তোমার কথার এক বর্ণও আমি বুঝিতে পারিলাম না।

পলিন। তা পারিবে না। আমার কথা অনেকেই বুঝিতে পারে না। ভাল একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—উত্তর দেবে কি?

প্রসাদ। আপত্তি কি।

পলিন। তুমি কি আমায় ভালবাসতে পার না?

প্রসাদ। সে কি কথা বলিতেছ? আমি তেমাকে ভগ্নীর মত —বন্ধুর মত ভালবাসি।

পলিন। আমি সেরূপ ভালবাসার প্রত্যাশিনী নই।

প্রসাদ। তবে কিরূপ ভালবাসা চাও?

পলিন। কমলকে যেরূপ ভালবাস।

প্রসাদ। কমলকেও বোধ হয় আমি ঐরূপ ভালবাসি।

পলিন। আবার মিথ্যা কথা।

প্রসাদ। আমি মিথ্যাকথা বলি নাই।

পলিন। মিথ্যা কথা ঢাকিবার জন্য আবার কেন একটা মিথ্যা বল? কমলকে ভালবাসার জন্য তোমার সমস্ত হৃদয় আকুল হইয়াছে। তুমি আমাকে ভালবাসিতে পারিবে না?

প্রসাদ। বলিয়াছি ত—তোমায় আমি ভগিনীর ন্যায় ভালবাসি।

পলিন। আমি তাহা চাই না, আমি চাই তোমাকে—তোমার প্রাণ চাই, তোমার প্রাণ লইবার জন্য আমার আকুল আকাঙ্খা। প্রসাদবাবু আমার প্রতি দয়া কর। আর এ অনল যাতনা সহ্য হয় না, তুমি আমার হও।

প্রসাদ। কুমারী আমাকে ক্ষমা কর।

পলিন। ক্ষমা! ক্ষমা করিবার উপায় নাই। আমার কিছুরই প্রয়োজন নাই। আমি রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতি পার্থিব পদার্থের বাহিরে অবস্থিত। তবু আমি তোমাকে চাই। তোমাকে না পাইলে আমার প্রাণের এ অনল দাহনের শান্তি হবে না। কত দীর্ঘ দিবস আমি তোমার অনুসরণ করিয়া ফিরিতেছি। তোমাকে একটী বার না পাইলে আমার এ যাতনার অবসান হবে না। প্রসাদবাবু কৃপা কর! মুহূর্ত্তের জন্য আমার হও। একবার অন্তরের সহিত বল "পলিন আমি তোমারই—তোমাকে আমি ভালবাসি।"

প্রসাদকুমার স্তম্ভিত হইয়া পলিনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, সে তাহার কথার কোন অর্থ উপলব্ধি করিতে পারিল না। দীর্ঘদিবস সে তাহার অনুসরণ করিয়া আসিতেছে, ইহাই বা কিরূপ কথা! এই ত সে দিন সবে মাত্র তাহার সহিত তাহার পরিচয় হইয়াছে।

সহসা বাহিরে কাহার পদশব্দ শ্রুত হইল। মিস্ পলিন একবার চাহিয়া দেখিয়া বলিল,—"রমেন্দ্রবাবু আসিতেছেন।" প্রসাদকুমার কিছু উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। তাহার বড় লজ্জা করিতে লাগিল এবং ভয় হইতে লাগিল। সে ভাবিতে লাগিল—পলিনকে এই রাত্রিকালে তাহার সহিত নিভৃতে থাকিতে দেখিয়া রমেন্দ্রবাবু হয় ত তাহার চরিত্রের উপর সন্দেহ করিবেন। হয় ত এই স্থলে তাহাকে জন্মের মত এ বাটী হইতে বিদায় লইতে হইবে—হয় ত কমলের কমলমুখ সে আর ইহ-জীবনে দেখিতে পাইবে না। তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল আর মনে মনে মিস্ পলিনের উপর ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইতে লাগিল।

অতঃপর রমেন্দ্রবাবু মন্থর গমনে গৃহে প্রবেশ করিলেন। ভয় বিহ্বল কণ্ঠে প্রসাদকুমার তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি কুমারীর দিকে চাহিলেন। তাহার অপ্সরা বিনিন্দিত সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া গেলেন; বলিলেন,—"এই যে কুমারী, কি মনে করিয়া আসিয়াছ?"

মিস্ পলিন মৃদু হাসিয়া বলিল,—"প্রসাদবাবুর নিকট আসিয়াছি। আমি সত্বরই এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া যাইব। প্রসাদবাবু আমার তৈলচিত্রখানি কোন্ সময়ে দিতে পারিবেন তাহাই জানিতে আসিয়াছিলাম।" রমেন্দ্রবাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"এতক্ষণ কি সেই কথাই হইতেছিল?"

পলিন। না, না—আরও নানা বিষয়ে কথোপকথন হইতেছিল।

রমেন্দ্রবাবু। কোন বিষয় লইয়া কথা হইতেছিল?

পলিন। এই—চিত্রবিদ্যা, সঙ্গীতবিদ্যা, ভালবাসা, ধর্ম্ম, সামাজিক প্রসঙ্গ—এইরূপ নানা বিষয়ের কথা হইতেছিল।

রমেন্দ্রবাবু। তবে তোমরা কথা বন্ধ করিলে কেন?

পলিন। আমাদের কথার প্রায় অবসান সময়ে আপনি আসিয়াছেন।

রমেন্দ্রবাবু। তুমি কতক্ষণ এখানে আসিয়াছ?

পলিন। এই সন্ধ্যার একটু পরে—প্রায় তিন কোয়াটার হইবে।

রমেন্দ্রবাবু। সেই পর্য্যন্তই কি এরূপ ভাবে দাঁড়াইয়া আছ?

পলিন। তা বৈ কি।

রমেন্দ্র। কেন—ব'স।

পলিন। যাঁহার গৃহ—আমার প্রতি তাঁর ঘোর অকৃপা। সে কথা তিনি আমাকে একবারও বলেন নাই।

রমেন্দ্রবাবু। না হয় আমিই বলিতেছি। প্রসাদবাবুকে সে জন্য দোষী করিও না। যাহারা কাব্যশাস্ত্র, বিজ্ঞানশাস্ত্র, কলাবিদ্যা প্রভৃতি লইয়া দিবারাত্র আলোচনা করে তাহারা বড় মিশুক হয় না, প্রায়ই অন্যমনস্ক থাকে। আমিই অভ্যর্থনা করিতেছি তুমি ব'স।

পলিন। স্থান ত এতটুকু—আপনি কোথায় বসিবেন আর আমিই বা কোথা বসিব?

রমেন্দ্রবাবু। এই স্থানেই এক রকম করিয়া বসা যাইবে। এই কথা বলিয়া তিনি মিস্ পলিনকে একখানি টুলের উপর বসিতে বলিয়া আপনি একখানি চৌকিতে উপবেশন করিলেন এবং মুগ্ধনেত্রে কুমারী পলিনের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"তুমি শীঘ্রই এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে বলিতেছিলে—কোথায় যাইবে?"

পলিন। যাইবার স্থানের আমার কোন ঠিক নাই। দীর্ঘ দিবস ধরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, আরও কত দিন ঘুরিব কে জানে!

রমেন্দ্রবাবু। তবু অনুমান কোন দিকে যাইবে?

পলিন। বর্ত্তমানে তাহার কোন ঠিক করিতে পারি নাই।

রমেন্দ্রবাবু। কতদিনের মধ্যে যাইবে স্থির করিয়াছ?

পলিন। প্রসাদবাবু দয়া করিলেই আমি শীঘ্র যাইতে পারি, নতুবা অনেক দিন ঘুরিতে হইবে।

রমেন্দ্রবাবু। ওঃ! তুমি বুঝি তোমার চিত্রখানি না লইয়া যাইবে না? প্রসাদবাবু, কতদিনে কুমারীর চিত্রখানি সমাপ্ত হইবে?

প্রসাদ। আরও সপ্তাহ খানেক লাগিতে পারে।

রমেন্দ্রবাবু। এক সপ্তাহের মধ্যেই সমস্ত হইবে?

প্রসাদ। সম্ভব।

রমেন্দ্রবাবু। কুমারী চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে তাহার একখানি চিত্র আমায় আঁকিয়া দিও।

প্রসাদ। যে আজ্ঞা—তাহা দিব।

রমেন্দ্রবাবু। কুমারী আমাদের এখানে আছেন, বড় সুখে আছি। উহাকে দেখিলেও বড় আনন্দ হয়—যেমন নির্ম্মল স্বভাব তেমনি গুণ।

মিস্ পলিন রমেন্দ্রবাবুর কথা শুনিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল,—"সকলে সব বুঝে না। গোলাপ ফুলের সৌন্দর্য্য কয় জন উপলব্ধি করিতে পারে? যাক্—আপনাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই।

রমেন্দ্রবাবু। কি কথা কুমারী?

পলিন। তোমার কন্যার বিবাহ দিবে না?

রমেন্দ্রবাবু। কাহার কথা বলিতেছ—কমলের?

পলিন। হাঁ।

রমেন্দ্রবাবু। একটী ভাল পাত্র পাইলেই দিব।

পলিন। আমি একটী পাত্রের সন্ধান বলিয়া দিতে পারি।

রমেন্দ্রবাবু। তুমি ! তুমি হিন্দুর ছেলের সন্ধান কোথায় পাইবে ?

পলিন। প্রসাদবাবু ত তোমাদের স্বজাতি।

রমেন্দ্রবাবু। হাঁ।

প্রসাদ তখন রমেন্দ্রবাবুর সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল। তাহার বিবাহ সম্বন্ধে কথা উঠায় তাড়াতাড়ি সরিয়া গিয়া গৃহের একপার্শ্বে দেওয়ালে সংলগ্ন একখানি ছবিতে হাত বুলাইতে ও একান্ত মনোযোগের সহিত দর্শন করিতে লাগিলেন। মনে মনে মিস্ পলিনের উপর তাহার ভারি রাগ হইতে লাগিল।

মিস্ পলিন রমেন্দ্রবাবুর চোখের উপর আপন চক্ষু সংস্থাপন করিয়া বলিল,—"প্রসাদবাবুর সহিত কমলের বিবাহ দিলে হয় না ?"

রমেন্দ্রবাবু। হিন্দু সমাজে বিবাহ ব্যাপারে বড় গোলযোগ আছে।

পলিন। কি ?

রমেন্দ্রবাবু। কুলীন এবং মৌলিকের মধ্যে বিবাহ হইতে পারে না।

পলিন। তাহাতে কি হয় ?

রমেন্দ্রবাবু। প্রসাদকুমার কুলীনের ছেলে, তাহাতে পিতার একমাত্র সন্তান। কাজেই তাহাকে কুলরক্ষা করিবার জন্য কুলীন কন্যারই পাণিগ্রহণ করিতে হইবে। আমরা মৌলিক, সেই জন্য—

পলিন। আপনি সুশিক্ষিত হইয়াও ঐ সকল নিয়ম মানিয়া চলেন ?

রমেন্দ্রবাবু। আমি মানি না কিন্তু প্রসাদবাবু মানিতে পারেন; প্রসাদবাবুর আত্মীয়স্বজন হয়ত এই বিবাহে আপত্তি করিতে পারেন।

পলিন। প্রসাদবাবু যদি এই সকল নিয়ম না মানেন ?

রমেন্দ্রবাবু। প্রসাদবাবু খুব শান্ত সুশীল,—আমাদের অপেক্ষা

সম্ভ্রান্ত। আমি হৃষ্টচিত্তে উঁহার করে আমার কন্যা কমলকে সমর্পণ করিতে পারি।

প্রসাদকুমারের সর্ব্বাঙ্গ দিয়া বিদ্যুৎ প্রবাহ ছুটিতেছিল—বুকখানা অতিরিক্ত মাত্রায় স্পন্দিত হইয়া তাহাকে বড় ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছিল। মিস্ পলিন ডাকিল,—"প্রসাদবাবু!" প্রসাদবাবু স্পন্দিত-বক্ষ রুদ্ধ করিয়া উত্তর করিল,—"কেন ?"

পলিন। আমাদের কথা সব শুনিয়াছ ?

প্রসাদ। শুনিয়াছি।

পলিন। তোমার মত কি ?

প্রসাদ। বিবাহ বিষয়ে আত্মীয় স্বজনের মতই প্রবল।

পলিন। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে আমার সাক্ষাতে অন্যরূপ বলিয়াছ।

প্রসাদকুমার লজ্জিত হইয়া মস্তক অবনত করিল। মিস্ পলিন বলিল,—"কেন প্রাণের আকাঙ্ক্ষা চাপিবার চেষ্টা করিতেছ ? লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া স্পষ্ট কথা বল। আমি ঘটক হইয়া তোমাদের শুভ মিলন সংঘটন করিয়া দিই।"

প্রসাদকুমারের কথা কহিবার পূর্ব্বেই রমেন্দ্রবাবু বলিলেন,—"আমার মেয়ে বড় হইয়াছে,—রীতিমত শিক্ষাও প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহাতে যদি প্রসাদবাবুর আত্মীয় স্বজনের আপত্তি না থাকে তবে বোধ হয় উঁহার মত হইতে পারে।" পলিন জিজ্ঞাসা করিল,—"তাই নাকি ?"

প্রসাদ মস্তক সঞ্চালন করিয়া বলিল, "হাঁ।" পলিন বলিল,—"তবে আর বিলম্ব না করিয়া পত্র লিখ।" তৎপরে সে হাসিতে হাসিতে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। রমেন্দ্রবাবুও শয়ন করিতে চলিয়া গেলেন।

(১১)

এক সপ্তাহ গত হইয়াছে। পলিন এখনও অন্য স্থানে গমন করে নাই। একদিন রমেন্দ্রবাবু তাহার নিজ বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন, তখন রাত্রি প্রায় এক প্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সেই নির্ম্মল বসন্তের আকাশে সহসা কাল মেঘের উদয় হইয়াছিল। আকাশে চন্দ্র বা তারকারাজির কিছুই অস্তিত্ব ছিল না। বায়ুও একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে, মধ্যে মধ্যে চপলা চমকিয়া উঠিতেছিল। চতুর্দ্দিক গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন—যেন এখনই কোন খণ্ডপ্রলয় উপস্থিত হইবে।

নিস্তব্ধ মেঘাচ্ছন্ন রজনীতে নিঃসঙ্গ অবস্থায় বসিয়া রমেন্দ্রবাবুর প্রাণের ভিতর কেমন একটা আত্মহারা ভাবের উদয় হইল। দূরে,—ফরাসের এক পার্শ্বে একটা বক্স হারমোনিয়ম পড়িয়াছিল। সেটাকে নিজের কাছে টানিয়া লইয়া তাহাতে সুর দিয়া অন্য-মনস্কভাবে তিনি একটা গানের একটী চরণ আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। তিনি গাহিতেছিলেন,—

গগন ডুবিয়া গেছে প্রাবৃট জলদ ছায়।
হেথা নাই, হোথা নাই কোথা সে ভায়?

সহসা মেঘ ডাকিয়া উঠিল। ছড় ছড় করিয়া বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করিল—বাতাসও একটু জোরে বহিতে লাগিল। রমেন্দ্র-বাবু একবার উদাস দৃষ্টিক্ষেপে আকাশের দিকে চাহিয়া গীতাংশের পুনরাবৃত্তি করিতে লাগিলেন—

গগন ডুবিয়া গেছে প্রাবৃট জলদ ছায়।
হেথা নাই হোথা নাই কোথা সে ভায়?

হঠাৎ রমেন্দ্রবাবুর পশ্চাৎ হইতে কে বলিয়া উঠিল,—“আকাশ জলদজালে আচ্ছন্ন থাকিলে, শেষে বজ্রাঘাতের ভয় আছে রমেন্দ্রবাবু!—খুব সাবধান।” চকিত দৃষ্টিতে রমেন্দ্রবাবু পশ্চাৎ দিকে চাহিয়া দেখিলেন,—কুমারী পলিন বৈঠকখানার ফরাসের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

রমেন্দ্রবাবু বিস্ময়াপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“কুমারী তুমি! তুমি এই মেঘ বৃষ্টি মাথায় করিয়া কেমন করিয়া এ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলে?” পলিন সে কথার কোন উত্তর দিল না, একটু হাসিয়া ফরাসের উপর উপবেশন করিল। রমেন্দ্রবাবু বলিলেন,—“কুমারী—তুমি কি ভিজিয়াছ? তাহা হইলে শুষ্ক বস্ত্রাদি আনিতে বলি।” মৃদু হাসিয়া কুমারী বলিল,—“ধন্যবাদ, বস্ত্রের কোন আবশ্যক নাই। আমি ভিজিয়া যাই নাই—কেবল মোজায় সামান্য একটু জল লাগিয়াছে মাত্র।”

রমেন্দ্রবাবু। এখন কি মনে করিয়া?

পলিন। আপনি কি বিরক্ত হইলেন?

রমেন্দ্রবাবু। বিরক্ত,—আপনার মত লোকের আগমনে কি বিরক্তি আসিতে পারে?

পলিন। আসে রমেন্দ্রবাবু—আসে. প্রসাদবাবুর বিরক্তি আসে।

রমেন্দ্রবাবু। প্রসাদ নিতান্ত একগুঁয়ে লোক।

পলিন। কিন্তু উন্নত চরিত্রের—

রমেন্দ্রবাবু। নিশ্চয়ই।

পলিন। আপনি উহাকে কন্যাদান করিবেন কি?

রমেন্দ্রবাবু। যদি স্বীকৃত হয়, আমার মত আছে—আমার আত্মীয় স্বজনেরও মত আছে।

পলিন। আচ্ছা—সে যাহা হয় হইবে। এখন যে গানটী গাহিতে ছিলেন সেটী আমার বড় মিষ্ট লাগিতেছিল।

রমেন্দ্রবাবুর প্রাণের মধ্যে একটা মদিরামাখা হাওয়া নীরবে বহিয়া গেল। মানুষের যৌবনে যে রূপোন্মত্ততা জন্মে, তাহা বুঝি আর যায় না। পলিনের রূপ প্রাপ্ত বয়স্ক রমেন্দ্রবাবুর হৃদয়েও গাঢ় রূপে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল; রূপ মোহের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে সুতরাং যখন সে হৃদয়ে রূপ প্রবেশলাভ করিয়াছে, তখন মোহ উৎপাদন যে করে নাই এমন নহে। মিস্ পলিনের অপরূপ সৌন্দর্য্য যে দেখিত সে মোহিত হইত। ইহাতে রমেন্দ্রবাবুর কোন দোষ নাই।

মুগ্ধনেত্রে পলিনের দিকে চাহিয়া রমেন্দ্রবাবু বলিলেন,—"কুমারী, তুমি একটি গাও। তোমার গান আমার নিকট বড় ভাল লাগে।" পলিন বলিল,—"তোমার গানও আমার বড় ভাল লাগিয়াছে। অগ্রে তুমি গাও।" পলিন এতদিন তাহাকে আপনি বলিয়া সম্ভ্রম করিয়া আসিয়াছে—আজ হঠাৎ তুমি বলিয়া ফেলিয়াছে। রমেন্দ্রবাবু ভাবিলেন—তিনি পলিনের অনেকটা নিকটস্থ হইয়াছেন। বলিলেন, —"কোনটা গাহিব—কুমারী!"

পলিন বলিল,—"যেটা পূর্ব্বে গাহিতেছিলেন।" রমেন্দ্রবাবু হারমোনিয়মে সুর যোজনা করিয়া গাহিতে লাগিলেন,—

গগন ছাইয়া গেছে প্রাবৃট জলদ ছায়,
হেথা নাই হোথা নাই কোথা সে ভায়?
সারা নিশিদিন ধ'রে,
মরিতেছি খুঁজে তারে,
স্বপনে মরমে শুধু—
নিতুই সে আসে যায়॥

বহে খর সমীরণ,
বিশ্ব তমো নিমগন,
চঞ্চলা চমকি ঘন
আঁধার ঘুচাতে চায় ॥
যদি না আসিবে আর,
যদি না হাসিবে আর,
কেন তবে সে মুহূর্ত্ত
হৃদয়ে প্রকাশ পায় ?

পলিন বলিল—"রমেন্দ্রবাবু, তুমি কি প্রেম শব্দের অর্থ বোঝ ?" রমেন্দ্রবাবু বিস্ফারিত নয়নে পলিনের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"প্রেম বোধ হয় সকলেই বোঝে।" পলিন হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল ; বলিল,—"রমেন্দ্রবাবু, প্রেম সকলেই বোঝে ? তাহা হইলে, তুমি প্রেমের কিছুই বোঝ না। প্রেম বড় কঠিন পদার্থ ; জগতে যত জিনিষ আছে, তাহা সব বুঝিতে পারিলেও প্রেম বোঝা যায় না।" রমেন্দ্রবাবু অধিকতর বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—"কুমারী ! তুমি কি প্রেমকে একটা অদ্ভুত পদার্থ বলিয়া মনে কর ?"

পলিন। নিশ্চয় রমেন্দ্রবাবু ! এমন অদ্ভুত জিনিষ ত্রিজগতে আর দুটী নাই। উহার একবিন্দুর আকর্ষণে মানুষের উন্নতি হয়, আবার এক বিন্দুর বিকর্ষণে, মানুষ সারাযুগ ধরিয়া অধোন্নতির আগুনে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে।

রমেন্দ্রবাবু। এ আকর্ষণ বিকর্ষণের অর্থ আমি বুঝিতে পারিলাম না—কুমারী !

পলিন। রমেন্দ্রবাবু ! তুমি কেন, অনেকেই বুঝিতে পারে

না। যাঁহারা ভুগিয়াছে, যাহারা জ্বলিয়াছে—তাহারাই ইহার অর্থ সম্যকরূপে বুঝিতে পারিয়াছে।

রমেন্দ্রবাবু। তুমিও কি ইহার ভুক্তভোগী?

পলিন। হাঁ! আমি একজন ভুক্তভোগী না হইলে, ইহার ব্যথা বুঝিলাম কি করিয়া?

রমেন্দ্র। তবে আমায় একটু বুঝাইয়া দাও না।

পলিন। তোমরা ইংরাজী সাহিত্যে যে প্রেম বা প্রেমের গল্প পড়িয়া থাক, সেটা প্রকৃত প্রেম নহে; তাহাকে রূপের মোহ বলে। প্রেম অর্থে—আত্মদান! অর্থাৎ হৃদয়ের একাগ্রতা লাভ করা—আত্ম ভুলিয়া পর হওয়া। আর রাঙ্গা ঠোঁট, কাল চোখ, দীর্ঘ কুন্তল, সুন্দর বর্ণ দেখিয়া যাহা হয়,—তাহা মোহ। শোন রমেন্দ্রবাবু! একটা অতি কঠোর সত্য কথা শিখাইয়া দিই। এ জগতে থাকিয়া, আমাদের যে কোন পদার্থের উপর বিশেষ ঝোঁক হয়, তাহার একটা সংস্কার হইয়া যায়। বর্ষার জল যেমন দাগ রাখিয়া যায়, 'আমাদের আসক্তি ও তেমনি একটা দাগ রাখিয়া চলিয়া যায়। যাহারা রূপের বা গুণের মোহে মুগ্ধ হয়, তাহাদেরও ঐরূপ দাগ থাকে। সে দাগের জ্বালা যে কি ভীষণ, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন।

রমেন্দ্রবাবু। সে কিরূপ যন্ত্রণা কুমারী?

পলিন। সে যন্ত্রণা বুঝাইবার উপায় নাই রমেন্দ্রবাবু! স্বপনে কখন আগুণে পুড়িয়াছ? স্বপনে কখন জলে ডুবিয়াছ? স্বপনে কখন দস্যু বা হিংস্র জন্তু কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়াছ? জ্ঞান আছে, ভয় আছে, যন্ত্রণা বোধ করিবার শক্তি আছে—নাই কেবল আত্মরক্ষার্থ চেষ্টা করিবার ক্ষমতা। এ যাতনাও তদ্রূপ—বড় ভীষণ—কেবল সহ্য করিতে হয়। সরিয়া যাইবার পথ নাই,

নিবারণ করিবার উপায় নাই, কেহ সহায়তা করিবার নাই,—কেবলই যন্ত্রণা,—অসহ্য যন্ত্রণা।

রমেন্দ্রবাবু। তুমি কি বলিতেছ কুমারী!

পলিন। আমি যাহা বলিতেছি, তাহা বলিলে মানুষ বোঝে না—বুঝিতে পারে না, বুঝিতে চাহে না। তারপর যখন ভোগ করে, তখন হাহাকার করিয়া মরে।

রমেন্দ্রবাবু। সে কখন?

পলিন। দেহান্তে,—নশ্বর জীবনের অবসানে।

রমেন্দ্রবাবু। দেহান্তের কথা তুমি জানিলে কি প্রকারে?

পলিন। কে কি প্রকারে জানিতে পারে, সে খোঁজে প্রয়োজন কি? তবে যাহা বলিলাম, মনে রাখিও—প্রাণকে খুব আয়ত্তে রাখিও। যত জায়গায় মজিবে, যত জায়গায় প্রাণ ফেলিবে—তত জায়গায় বাঁধা পড়িবে। আর প্রাণ ভরিয়া যদি কাহাকেও ভালবাস আর তাহাকে না পাও, তবে যুগ যুগান্তর ধরিয়া সে আগুণের জ্বালা ভোগ করিতে হইবে। সেই জন্য খুব সাবধানে থাকিতে হয়—মনকে বাঁধিতে হয়। নতুবা কোন মুহূর্ত্তে কার দিকে নজর পড়িয়া যায়, তাহা বলা যায় না। যে দিকে নজর পড়ে, তাহা যে সকল সময়ে মিলিয়া যায় এমন নহে। যদি না মিলে তবে সে আসক্তির আগুণ, বেড়া আগুণের মত পুড়াইয়া মারে। মিলিলেও আগুণ,—সে আগুণ প্রলয়ের আগুণ অপেক্ষা ভীষণ!

রমেন্দ্রবাবু অনেকক্ষণ বিস্ফারিত নয়নে পলিনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার কথা শুনিতে শুনিতে, রমেন্দ্রবাবুর প্রাণে প্রাণে শিহরণ জাগিয়া উঠিতেছিল। অনেকক্ষণ উভয়ে নীরব

নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। পরে রমেন্দ্রবাবু সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা কুমারী! সত্য করিয়া বল দেখি—তুমি কি কাহাকেও ভালবাস?"

পলিনের নয়ন হইতে আগুণের ঝলক বহিতেছিল। সে রমেন্দ্র-বাবুর কথায় গ্রীবাভঙ্গি করিয়া বলিল,—"ভালবাসা! পোড়া কপাল ভালবাসার! কাহাকেও ভালবাসিব না—ভালবাসার নিকট দিয়াও যাইব না। আর যাহাকে বন্ধু বলিয়া ভাবিব, বন্ধু বলিয়া মনে করিব,—তাহাকে বুঝাইয়া বলিয়া দিব, ও দিক দিয়াও সে যেন কখনও না যায়। ভাল যদি বাসিতে হয় তবে স্বামী, স্ত্রীকে —এবং স্ত্রী, স্বামীকে।

রমেন্দ্রবাবু। যদি কেহ তোমাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসে, তথাপি কি তাহাকে কৃপা করিবে না—তাহাকে কি ভালবাসার প্রতি-দান দিবে না?

পলিন। যে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিবে, সেই দীর্ঘ দিবস ধরিয়া পুড়িয়া মরিবে। আর আমার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ?—আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, আমি কাহাকেও ভালবাসিব না, ভালবাসিতে পারিব না,—

রমেন্দ্রবাবু। এখানে কি মনে করিয়া আসিয়াছিলে কুমারী?

পলিন। প্রসাদবাবু আজ আমার ছবিখানি দিতে চাহিয়া-ছিলেন তাই তাহা লইতে আসিয়াছিলাম।

রমেন্দ্রবাবু। তবে তাহার নিকট না গিয়া, আমার এখানে আসিলে কেন?

পলিন। তোমার সহিত আলাপ করিয়া সুখী হই,—তাই মনে

করিলাম, তুমি কি করিতেছ দেখিয়াই যাই। তুমি একবার প্রসাদবাবুকে ডাকিয়া পাঠাও।

তখন জল ঝড় থামিয়া গিয়াছিল। বসন্তের আকাশে সচন্দ্র তারকামালা বিরাজ করিতেছিল। রমেন্দ্রবাবু বলিল,—"চল, আমরাই না হয় প্রসাদবাবুর ঘরে যাই।" মিস্ পলিন উঠিয়া দাঁড়াইল; রমেন্দ্রবাবুও উঠিলেন। পলিন রমেন্দ্রবাবুর অনেক পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল।

প্রসাদবাবু তখন শয্যায় শয়ন করিয়া একখানি পুস্তক পাঠে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। রমেন্দ্রবাবুর ডাক্ শুনিয়া তিনি তাড়াতাড়ি পুস্তক খানি পার্শ্বে রাখিয়া উঠিয়া বসিলেন। রমেন্দ্র-বাবুও মিস পলিন গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। রমেন্দ্রবাবুর সহিত কুমারী পলিনকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, প্রসাদকুমার একটু বিস্মিত হইল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ উঠিয়া উভয়কে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিয়া, বসিতে আসন প্রদান করিল। চৌকিতে উপবেশন করিয়া রমেন্দ্রবাবু বলিলেন,—"কুমারীর চিত্র প্রস্তুত হইয়াছে কি? তিনি তাহা লইতে আসিয়াছেন।"

প্রসাদকুমার। আজ্ঞা হাঁ, এই সন্ধ্যার সময় তাহা শেষ করিয়াছি।

রমেন্দ্রবাবু। আমার জন্য যে খানা বলিয়াছিলাম,—কমলের প্রমাণ সাইজ।

প্রসাদ। তাহাও হইয়াছে।

এই বলিয়া প্রসাদকুমার চিত্র দুইখানি আনিয়া চৌকির উপর রক্ষা করিল। রমেন্দ্রবাবু ও পলিন অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ছবি দুই খানি পর্য্যবেক্ষণ করিল। দেখিতে দেখিতে মিস্ পলিন প্রসাদ-কুমারের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"আমার চিত্রখানি

সম্পূর্ণরূপেই ব্যর্থ হইয়াছে। তোমারও একেবারে পণ্ডশ্রম হইয়াছে।” প্রসাদকুমারের হৃদয়ের অভ্যন্তর পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল। চিত্রখানি সে অনেক পরিশ্রম করিয়া অঙ্কিত করিয়াছে। ইহাতে সে অধিক পারিশ্রমিক পাইবে বলিয়াই আশা করিয়াছিল। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে শুনিল, চিত্রখানি ব্যর্থ হইয়াছে। কিসে ব্যর্থ হইল? মিস পলিন বলিল,—“হাঁ—খাটিতে তুমি ক্রটি কর নাই বটে, কিন্তু সব পণ্ড হইয়াছে। উহা আদৌ আমার চিত্র হয় নাই।”

রমেন্দ্রবাবু। কি হইয়াছে?

মিস্ পলিন। আমি কমল হইয়া গিয়াছি। কমলের চিত্র লইয়া মিলাইয়া দেখ,—সব এক; আকৃতিতে আমার পার্থক্য আছে বটে, কিন্তু আমার ছবিতে কমলের মত বালিকা সুলভ দৃষ্টি—সেই লাইট, সেই সেড্।

প্রসাদকুমার অর্দ্ধভগ্ন স্বরে বলিল,—“তোমার ভুল হইয়াছে।”

পলিন। না প্রসাদবাবু, আমার নহে তুমিই ভুল করিয়া ফেলিয়াছ। দুইখানি ছবি একত্রে আঁকিতে গিয়া যে আদর্শে সৌন্দর্য্যের প্রাণ টানিয়াছ, যে সৌন্দর্য্য বুকে গাঢ়রূপে বসিয়া আছে—দুই খানি ছবিতেই তাহা প্রতিভাত হইয়া পড়িয়াছে। এমন কত হয়—সে দোষ তোমার নহে।

প্রসাদকুমারের বড় রাগ হইল; বলিল,—“তোমার পছন্দ না হয় লইও না, কিন্তু বৃথা কতকগুলি বাজে কথা বলিয়া আমার প্রতি দোষারোপ করা, তোমার উচিত হইতেছে না।”

পলিন। তুমি যে এতটা পরিশ্রম করিলে, তাহা কি বৃথায় যাইবে।

প্রসাদ। কি করিব, যখন কোন উপায় নাই—

পলিন। আমি অগ্রিম যে টাকা দিয়েছি তাহার কি হইবে?

প্রসাদ। এখনই তাহা ফিরাইয়া দিতেছি, লইয়া যাও।

প্রসাদকুমার বাক্স খুলিতে যাইতেছিল, কিন্তু পলিন তাহাকে ডাকিয়া বলিল,—"শোন প্রসাদবাবু, আমাকে অত অভদ্র মনে করিও না। তুমি পরিশ্রম করিয়াছ, আর আমি তাহার পারিশ্রমিক দিব না, ইহা হইতেই পারে না। টাকা আমি সমস্তই মিটাইয়া দিব।"

প্রসাদ। অপছন্দ জিনিষ—বিশেষতঃ ছবি, ব্যর্থ হইলে লইবে কেন! আর মনমত জিনিষ না দিয়াই বা আমি দাম লইব কেন?

কুমারী হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতে বলিল,—"প্রসাদবাবু! পরিশ্রমের ত ক্রুটী কর নাই, তোমার পারিশ্রমিক আমি কেন নষ্ট করিব? আমি তোমার প্রাপ্য টাকা অবশ্যই মিটাইয়া দিব।"

রমেন্দ্রবাবু মধ্যস্থ হইলেন; বলিলেন,—"কুমারী যে টাকা প্রসাদ-বাবুকে অগ্রিম দিয়াছেন, তাহা আর ফিরাইয়া দিতে হইবে না। কিন্তু প্রসাদবাবু, তুমি কুমারীকে তাহার মনমত করিয়া আর একখানি ছবি আঁকিয়া দাও। সেখানি ভাল হইলে কুমারী তাহার পূর্ণ মূল্য দিবেন।"

প্রসাদকুমার স্বীকৃত হইল। কিন্তু মিস্ পলিন সে প্রস্তাবে সম্মতি দান করিল না। সে বলিল,—"প্রসাদবাবুকে আর ছবি আঁকিতে হইবে না। ঠিক আমার ছবি প্রসাদবাবু আর আঁকিতে পারিবেন না।" রমেন্দ্রবাবু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন?"

পলিন। যে চিত্রকর প্রেমিক, সে সেই একজনেরই প্রাণ তাহার অঙ্কিত চিত্রে আঁকিয়া ফেলে। যে কবি প্রেমিক, সে সেই একজনেরই ভাব লেখে। যে গৃহস্থ প্রেমিক, সে জগতে সেই

এক ছবিই দেখে। প্রেমে মানুষ যত দিন না মজে ততদিন সে তাহার স্বাতন্ত্র রক্ষা করিতে পারে। প্রেম হইলেই তাহার সে পৃথক সত্ব নষ্ট হইয়া যায়।

প্রসাদকুমার একদৃষ্টে পলিনের মুখের দিক চাহিয়া রহিল। মনে মনে তাহার বড় রাগ হইতেছিল। কিন্তু রমেন্দ্রবাবু মিস্ পলিনের প্রতিভা সন্দর্শনে মুগ্ধ হইতে ছিলেন। উভয়েই নীরব।

কুমারী পলিন সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিল,—প্রসাদবাবু আজ হইতে যে ছবিই আঁকিবেন, সকলেরই বাহ্য বিকাশ আদর্শ অনুযায়ী হইবে, কিন্তু তাহাদের ভাব ও প্রাণ হইবে,—কমলের।"

প্রসাদবাবু বাহির হইয়া চলিয়া গেল। পলিন রমেন্দ্রবাবুকে বলিল,—"বোধ হয় প্রসাদবাবু আমার উপর একটু বিরক্ত হইয়াছেন। কিন্তু সত্য কথায় রাগ করা উচিত নয়! যাই হোক—এখন আমি গৃহে যাই। রাত্রি বোধ হয় অনেক হইয়াছে।"

রমেন্দ্রবাবু। এত রাত্রিতে তুমি একলা কেমন করিয়া যাইবে?

পলিন। ভয় কি? বারমাস যাহাদের বিদেশে বেড়াইতে হয় তাহাদের কি ভয় করিলে চলে? আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি একলাই যাইতে পারিব।

রমেন্দ্রবাবু। আজ রাত্রিটা এখানে থাকিয়া যাইলেই ভাল হইত।

পলিন। না আমাকে বাড়ি যাইতেই হইবে।

রমেন্দ্রবাবু। একান্তই যদি যাও, তাহা হইলে সঙ্গে একজন লোক দিই।

পলিন। লোকের আমার কোন প্রয়োজন নাই।

রমেন্দ্রবাবু। একাই যাইবে?

"নিশ্চয়।" এই কথা বলিয়া কুমারী পলিন গৃহ হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। রমেন্দ্রবাবু এই অদ্ভুত রমণীর চরিত্র ও ব্যাপার দেখিবার জন্য তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অলক্ষ্য ভাবে অনুসরণ করিতে লাগিলেন। আকাশের চতুর্দ্দিক তখনও চূর্ণ মেঘখণ্ডে আবৃত ছিল। এই সময় সেই সকল মেঘ আবার গড়াইয়া আসিয়া একত্রে জোট পাকাইয়া দাঁড়াইল। ক্রমে তাহারা বৃহদাকার ধারণ করিয়া নভোমণ্ডল আবৃত করিয়া ফেলিল। ধরণী পুনর্ব্বার গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। সেই মেঘান্ধকার রজনীতে আগে আগে—দূরে দূরে, মিস পলিন যাইতেছিল। তাহার পশ্চাতে অলক্ষিতভাবে রমেন্দ্রবাবু যাইতেছিলেন; কুমারী তাহাকে দেখিতে পায় নাই। রমেন্দ্রবাবু তাহাকে যেন একটা অন্ধকার ছায়ার মধ্যে দেখিতেছিলেন।

কিছুদূর এইরূপ ভাবে অনুসরণ করিতে করিতে রমেন্দ্রবাবু আর কুমারীকে দেখিতে পাইলেন না। তাঁহার মন যেন একটু সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল। মনে হইল হয়ত সে কোথা দিয়া বাসাবাটীতে চলিয়া-গিয়াছে। তিনি কুমারীর বাসাবাটী পর্য্যন্ত দেখিয়া আসিতে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন এবং দ্রুতপদে সেই উদ্দেশ্যে গমন করিলেন।

অল্পক্ষণ পরেই রমেন্দ্রবাবু সেই পরিত্যক্ত জঙ্গলাবৃত বাড়ির নিকটস্থ হইয়া দেখিলেন, সেই বাটীর মধ্য হইতে একটা আলোক নির্গত হইতেছে। কিন্তু সে আলোকে আর পার্থিব আলোকে বুঝিবা অনেক পার্থক্য আছে। তীব্র ভীতিদায়ক শ্মশানের জ্বলন্ত চিতা হইতে নির্গত আলোকের ন্যায় সে আলোক জ্বলিতেছিল—আর সমস্ত বাড়িখানায় যেন কোন অতীত জীবনের তপ্তশ্বাস, ঘুরিয়া ঘুরিয়া—লুটিয়া লুটিয়া

ফিরিতেছিল। রমেন্দ্রবাবুর সর্ব্বশরীর থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। ভয়ে তিনি আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হইল। তিনি যে পথে আসিয়াছিলেন দ্রুতপদে সেই পথে গৃহে ফিরিলেন।

(১২)

বৈশাখ মাস আগত প্রায়। রমেন্দ্র বাবুর ছুটীও প্রায় ফুরাইয়া আসিল—অল্পদিন পরেই আবার তাঁহাকে কর্ম্মস্থানে যাইতে হইবে। বিদেশ যাইবার উদ্যোগ আয়োজন হইতেছে। প্রসাদকুমার এতদিন ডুমুরদহে রমেন্দ্রবাবুর বাটীতে থাকিয়াই ব্যবসায় কার্য্য চালাইতেছিলেন ; এ কয়দিনের জন্য তাহাকে আর অন্যত্র বাসস্থানের সন্ধান করিতে হয় নাই। গ্রামের অধিবাসিগণের ছুটী ফুরাইয়া যাওয়ায় অধিকাংশ লোকই যে যাহার কর্ম্মস্থানে চলিয়া গিয়াছে। কাজেই প্রসাদকুমারের কাজ কর্ম্মও কমিয়া আসিয়াছে। বিশেষতঃ যাঁহার স্নেহ করুণায় প্রসাদকুমারের এখানে অবস্থান, তিনি যখন বিদেশ চলিয়া যাইতেছেন তখন তাহার আর এস্থানে থাকা যুক্তিসঙ্গত নহে ভাবিয়া প্রসাদকুমার অন্যত্র চলিয়া যাইবেন স্থির করিয়া সেইভাবে কাজকর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

এই সময়ে প্রসাদকুমারের সৌভাগ্যক্রমে একটী ঘটনা সংঘটিত হইল। রমেন্দ্রবাবুর কুলগুরু তর্করত্ন মহাশয় বার্ষিক আদায়ের জন্য তাহার বাটী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রমেন্দ্রবাবু এপর্য্যন্ত মন্ত্রগ্রহণ করেন নাই,—এবং সেটা কেবল কুসংস্কারের প্রবল অন্ধকার বলিয়াই তাঁহার মত শিক্ষিত লোকের উর্ব্বর মস্তিষ্কে

গজাইয়া গিয়াছে। তবে তর্করত্ন মহাশয়ের নিকট দর্শন, সাহিত্য প্রভৃতি শ্রবণ করিতে তিনি ভাল বাসিতেন এবং প্রতি বৎসর পিতৃ পিতামহের প্রবর্ত্তিত নির্দ্দিষ্ট বার্ষিকটা প্রদান করিতে ভুলিতেন না।

প্রায় এক সপ্তাহ হইল তর্করত্ন মহাশয় ডুমুরদহে আসিয়াছেন। ঘটনাক্রমে প্রসাদকুমারের পিতা কাশীশ্বরবাবুও তর্করত্ন মহাশয়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। তিনি এখানে আসিয়া প্রসাদের পরিচয় পাইয়া তাহার সহিত আলাপে ও তাহার ভক্তি প্রভৃতিতে বিশেষ প্রীত হইলেন। প্রসাদের মুখে তাহার পিতামাতার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া তিনি অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিলেন। রমেন্দ্রবাবু তাঁহার কন্যা কমলের সহিত প্রসাদকুমারের বিবাহ দিতে ইচ্ছুক কিন্তু প্রসাদ ইতস্ততঃ করিতেছে, এবং তাহার জন্যই বিবাহ স্থগিত আছে—এই কথা শুনিয়া তর্করত্ন ঠাকুর প্রসাদকুমারের কক্ষে গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাপু! তোমার এ বিবাহে অমত কি জন্য?" প্রসাদকুমার বিনীতভাবে বলিল,—"বিবাহে অন্য কোন অমত নাই, তবে সামাজিক হিসাবে একটু গোলযোগ আছে।" তর্করত্ন ঠাকুর বলিলেন,—"সামাজিক হিসাবে কি গোলযোগ?"

প্রসাদ। আজ্ঞে—আমরা কুলীন এবং উঁহারা মৌলিক। বিশেষতঃ আমি আমাদের বংশের একমাত্র সন্তান, আমাকে কুল রক্ষা করিতে হইবে। সেই হিসাবে কোন সম্ভ্রান্ত কুলীন কন্যাকেই বিবাহ করা আমার কর্ত্তব্য। তারপর,—

তর্করত্ন। তার পর আবার কি?

প্রসাদ। তারপর সামাজিক হিসাবে রমেন্দ্রবাবুর কন্যা কিছু বয়স্থা।

তর্করত্ন। আজকালকার দিনে অমন বয়স্থা কন্যা অনেকেরই গৃহে থাকে। এবং আছেও,—

প্রসাদ। আর একটী কথা আছে।

তর্করত্ন। কি কথা বল।

প্রসাদকুমার। সেইটাই হইতেছে প্রধান কারণ। রমেন্দ্রবাবু বড়লোক,—আর আমি একজন নগন্য দরিদ্র ব্যক্তি। তাঁহার কন্যা সমধিক সুখ-পালিতা; আমার সহিত বিবাহিতা হইলে তিনি কষ্ট অনুভব করিতে পারেন। সত্য কথা বলিতে কি ঠাকুর মহাশয়, আমি রমেন্দ্রবাবুর অমায়িক ব্যবহারে তাহার নিকট চির কৃতজ্ঞ। তাঁহার কন্যা কমলের সরলতায় যদিও আমি মনে মনে তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসি, তথাপি যদি আমার দ্বারা সেই সরলহৃদয়া বালিকা কোন কারণে কষ্টানুভব করে, তাহা হইলে আমি বড়ই ব্যথিত হইব।

তর্করত্ন। কেন—তোমার যে সম্পত্তি আছে, তাহাতে ত তোমাদের স্ত্রী পুরুষের সুখে সচ্ছন্দেই দিন অতিবাহিত হইবে. তাহার জন্য চিন্তা করিবার কিছুই নাই।

প্রসাদ। আপনি মহা ভুল করিতেছেন। মাসিক অন্ততঃ তিন শত টাকার কমে একটী ভদ্র পরিবারের সুখসচ্ছন্দে চলিতে পারে না। আমার বার্ষিক আয় হাজার টাকার উপর নয়।

তর্করত্ন মহাশয় প্রসাদকুমারের সেই তর্ক কোনমতেই আমলে আনিলেন না। বিশেষতঃ তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন—প্রসাদ মুখেই যত আপত্তি করিতেছে কিন্তু মনে মনে তাহার বিবাহে সম্পূর্ণ ইচ্ছা আছে। কাজেই কিছুক্ষণ তর্ক বিতর্কের পর তিনি প্রসাদকুমারকে সম্পূর্ণ আয়ত্তে আনিয়া তাহাকে বিবাহ করিতে সম্মত করাইলেন। আসল কথা—প্রসাদকুমারের প্রাণের ইচ্ছা কমলকে বিবাহ করিয়া,

জীবনের কয়টা দিন সুখ সচ্ছন্দে কাটাইয়া দেয়। কিন্তু যদি সে অল্লায়াসে স্বীকৃত হইয়া হাস্যাস্পদ হয়—পাছে সে দরিদ্র বলিয়া কেহ রমেন্দ্রবাবুকে নিরস্ত করিয়া দেয়, এই ভয়ে সে স্বীকৃত হইতে ইতস্ততঃ করিতেছিল। অতঃপর তর্করত্ন ঠাকুরের মধ্যস্থতায় বিবাহের কথা পাকাপাকি রূপে নিষ্পত্তি হইয়া গেল।

প্রসাদকুমার বিবাহের উদ্যোগাদি করিবেন বলিয়া বাগুটিয়ায় যাইবেন বলায়, রমেন্দ্রবাবু বলিলেন,—"আমার আর বেশীদিন ছুটী নাই। মনে করিতেছি, বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াই কর্ম্মস্থানে যাইব। তুমি যদি দেশে গিয়া উদ্যোগ আয়োজনের ইচ্ছা কর, তাহা হইলে অধিক দিন সময়ের প্রয়োজন। আমার মতে বিবাহটা সত্বরই সম্পন্ন হইয়া যাউক।"

তাহাই স্থির হইল। যে দিন কথা মিটিয়া গেল তাহার তিনদিন পরেই বিবাহের দিন স্থির হইল। রমেন্দ্রবাবু যথাসম্ভব বিবাহের উদ্যোগ আয়োজন করিতে লাগিলেন। মিস্ পলিনও এই বিবাহে বিশেষ উদ্যোগী হইলেন। তিনি প্রসাদকুমারের পক্ষে বিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন। প্রসাদ কুমারের সহিত কমলের বিবাহ হইবে, তাহাতে পলিনের যেন বড় আনন্দ—যেন তাহার কি একটা গুরুতর কার্য্য সমাধা হইয়া যাইতেছে।

বরপক্ষীয়গণের জন্য একটী বাড়ি নির্দ্দিষ্ট হইল। প্রসাদকুমার সেই বাটীতে গমন করিলেন। সেই স্থানেই বিবাহের আয়োজন হইতে লাগিল। মিস্ পলিন বলিলেন,—"আমি প্রসাদকুমারের বাড়ির ভার লইব—আমিই বরকর্ত্রী হইয়া সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দিব।" প্রসাদকুমার মিস্ পলিনের কথায় স্বীকৃত হইয়া তাহারই হস্তে সমস্ত আয়োজনের ভার ছাড়িয়া দিলেন। তাহার জন্য পলিন যে সকল

কার্য্য করিতে লাগিল তাহা সমস্তই অদ্ভুত,—সমস্তই বিস্ময়কর! সেই সমস্ত প্রচুর আয়োজন দেখিয়া প্রসাদকুমার পলিনকে বলিল,—"তুমি যে আমার বিবাহের জন্য এই সমস্ত আয়োজন করিতেছ ইহাতে অবশ্য ব্যয়ভূষণ যথেষ্টই হইতেছে। অথচ ইহার জন্য আমার নিকট হইতে কোনপ্রকার খরচপত্র লইতেছ না; ইহার কারণ কি? কি জন্যই বা তুমি আমার নিমিত্ত এত আয়োজন করিতেছ—এত পরিশ্রমই বা করিতেছ কেন?"

পলিন। তুমি জানিও প্রসাদবাবু—লোকে তাহার মনের আনন্দ ব্যতীত এরূপে কোন কার্য্যে যোগদান করেনা। আমি এই সকল কার্য্য নিজের মনের তৃপ্তির জন্যই করিতেছি।

প্রসাদ। মানুষ নিজের তৃপ্তির জন্য কখন এতটা করে না।

পলিন। বাস্তবিকই আমি সেইজন্যই করিতেছি। তুমি ত জান প্রসাদবাবু আমি তোমাকে ভালবাসি,—আমি তোমার জন্য আমার সর্ব্বস্ব দিতে পারি; এ যাহা করিতেছি তাহা অতি সামান্য।

প্রসাদ। কিন্তু আমি এইবার বিবাহিত হইতে চলিলাম।

পলিন। হাঁ—তুমি যাহা বলিতেছ তাহা বুঝিয়াছি। আমিও তোমাকে বন্ধুর ন্যায় ভালবাসিতে চেষ্টা করিতেছি। আগে যে চোখে তোমায় দেখিতাম এখন হইতে তাহা ভুলিবার জন্য প্রয়াস করিতেছি। একদিন বলিয়াছিলে যে তুমি আমাকে বন্ধুর মত,—ভগিনীর মত ভালবাস। সেইরূপই তুমি আমাকে ভালবাসিও,—পার যদি কোন এক মুহূর্ত্তে হতভাগিনীকে—একটু স্নেহ করিও।

প্রসাদকুমার মিস্ পলিনকে অনন্যসাধারণ রমণী বলিয়াই মনে করিল—তাহার সরলতায় এবং তাহার স্নেহ ভিক্ষায় একেবারে মুগ্ধ হইয়া পড়িল। মুগ্ধ না হইবেই বা কেন? যে নারী আপন ভালবাসার

পাত্রকে হাসিমুখে অপরের হস্তে তুলিয়া দিতে পারে এবং সেই মিলন উৎসবের আয়োজনের জন্য হাসিমুখে প্রাণ ঢালিয়া খাটিতে পারে তাহার প্রতি মুগ্ধ হইবেনা কে? প্রসাদকুমার পলিনের কথা শুনিয়া বলিল,—"তুমি চিরদিনই এইরূপে আমার হিতৈষিনী হইয়া থাকিও,— মনে রাখিও—আমি তোমার বন্ধু।"

মিস্ পলিন হাসিল; হাসিয়া বলিল,—"আমি তোমার হিতৈষিণী হইয়া থাকিব! তা হইতে পারি,—কিন্তু স্বার্থ ব্যতীত লোকে কোন কার্য্যই করে না—স্বার্থ ছাড়া লোক নাই। আমারও স্বার্থ আছে।" প্রসাদকুমার আশ্চর্য্য হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার স্বার্থ! তোমার কি স্বার্থ আছে পলিন?"

পলিন। কাহার কি স্বার্থ তাহা কে জানে! সে সকল বাজে কথার আলোচনা করিয়া কোন লাভ নাই—ওসকল কথা ছাড়িয়া দাও। তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব?

প্রসাদ। কি কথা বল।

পলিন। বিবাহের পর কোথায় যাইবে?

প্রসাদ। মনে করিতেছি—এখানে কিছুদিন থাকিয়া, পরে দেশের বাড়িতে গিয়া সেখানে কিছুদিন বিশ্রাম করিব।

পলিন। আমি বলিতেছি, বিবাহের পর কলিকাতায় চল।

প্রসাদ। কলিকাতায় গিয়া কি করিব?

পলিন। ব্যবসা চালাইবে।

প্রসাদ। কলিকাতায় গিয়া কি আমার মত লোকে ব্যবসা চালাইতে পারে? সেখানে ব্যবসা আরম্ভ করিলে, অনেক মূলধনের আবশ্যক—আমার তত টাকা নাই। আমার মত কত লোক সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

পলিন। তবে তুমি কি করিবে ?

প্রসাদ। আমি যেরূপ দেশ বিদেশে ঘুরিয়া আমার কার্য্য চালাইতেছি, সেইরূপই করিব।

পলিন। না—না, এখনত তোমার ঐরূপে জীবনযাপন করিলে চলিবে না—স্থায়ীভাবে কোথাও বাস করিতে হইবে। আমার কথা শোন, কলিকাতায় চল।

প্রসাদ। বলিয়াছি ত—সেখানে গিয়া আমি কোনরূপ বিশেষ সুবিধা করিতে পারিব না। সেখানে আমার মত কতলোক আশার কুহকে মুগ্ধ হইয়া ব্যবসা ফাঁদিয়া বসিতেছে, কিন্তু দুই দিবস না যাইতেই তাহাদিগকে পাততাড়ি গুটাইয়া—রণে ভঙ্গ দিতে হইতেছে।

পলিন। ব্যবসায়ের কোন খবরই তুমি রাখ না, প্রসাদবাবু! কলিকাতা আজগুবী সহর, সেখানে সাচ্চা বাদ দিয়া ঝুটার আদর হয়। কলিকাতায় কিছু টাকা, জন কয়েক মুরুব্বি আর বিজ্ঞাপনের জন্য কয়েকজন দালাল জুটাইয়া রাখিতে পারিলেই, ব্যবসাদারের জয়জয়-কার। তোমার মধ্যে কোন পদার্থ থাকুক বা না থাকুক তাহাতে কিছুমাত্র আসিয়া যায় না—লোকে কেবলমাত্র তোমার বাহ্যিক আড়ম্বর দেখিবে। আমি সে সকলই তোমাকে জোগাড় করিয়া দিব। সাহেব কোম্পানির দোকানের মত তোমার দোকান সাজাইয়া দিব।

প্রসাদ। তাহাতে অনেক টাকার আবশ্যক।

পলিন। টাকার জন্য তোমার কোন চিন্তা নাই। আমার কিছু টাকা আছে, কিন্তু সেই টাকা ভোগ করিবার আমার আর কেহ নাই; সে সমুদায় তোমাকেই দিব—কিন্তু যত দিন বাঁচিয়া থাকিব,

ততদিন তাহা পাইবে না। তবে তোমার দোকানের সাহায্য করিবার জন্য কিছু দিব। আমার মৃত্যুর পর সমস্ত অর্থই তোমাকে দিয়া যাইব।

প্রসাদ। না—না, আমি তোমার টাকা লইতে যাইব কেন? টাকা আমারও কিছু আছে—হাজার দশেক টাকার কোম্পানির কাগজ আমার কেনা আছে। সেই টাকাই আমার সম্বল; তাহা ভাঙ্গাইয়া ব্যবসা করিলে যদি সমস্তই লোকসান যায়, এই ভয়ে আমি তোমার কথায় সম্মত হইতে পারিতেছি না।

পলিন। তোমার কোন ভয় নাই, তুমি আমার কথার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পার। বিশেষতঃ, কলিকাতায় আমার পরিচিত একজন সাহেব ফটোগ্রাফার আছেন। আমি তাঁহার সহিত তোমার পরিচয় করাইয়া দিব—তিনি তোমাকে নানা বিষয়ে সাহায্য করিতে পারিবেন।

প্রসাদ। আচ্ছা, সে বিষয়ে পরে পরামর্শ করিলেই হইবে—এখনই ত আর যাইতেছি না। তার পর—আগামী কাল ত বিবাহ; আশা করি তর্করত্ন ঠাকুরের ফর্দ্দ অনুযায়ী সমস্ত দ্রব্যই আনাইয়া রাখিয়াছ।

পলিন। হাঁ—সে সমস্ত তোমাকে কিছুই দেখিতে হইবে না।

প্রসাদ। আর—এই টাকাগুলি রাখিয়া দাও।

এই বলিয়া প্রসাদকুমার মিস্ পলিনের হস্তে এক তাড়া নোট দিতে গেলে, পলিন বিরক্ত স্বরে বলিল,—"তুমি বার বার আমাকে বিরক্ত করিতেছ কেন?—আর তুমি ত আমার নিকট হইতে অনেক টাকা পাইবে। সে ক্ষেত্রে তোমার টাকা দিবারই বা আবশ্যক কি? মনে কর—আমি তাহা হইতেই খরচপত্র করিতেছি।

প্রসাদ। সে কথা যাক্,—তোমার সেই পরিচিত ভদ্র লোকটীকে গাড়ী পাঠাইবার কথা বলিয়াছ ?

পলিন। সে সমস্ত ঠিক আছে। কাল সকালে কলিকাতা হইতে ফুল আসিয়া পৌছিবে এবং সন্ধ্যার আগেই গাড়ী পাঠাইবার কথা বলিয়াছি—গাড়ী আসিলে তাহা সাজাইতে হইবে।

প্রসাদ। তোমাকে আর কি বলিয়া ধন্যবাদ দিব—দেখিও যেন এই বিদেশে মান সম্ভ্রম বজায় রাখিয়া যাইতে পারি।

পলিন। তোমাকে কিছুই ভাবিতে হইবে না।

তৎপরে মিস্ পলিন প্রসাদকুমারের নিকট বিদায় লইয়া চলিয়া গেল।

(১৩)

আজ কমলের বিবাহ। রমেন্দ্রবাবুর ছুটী ফুরাইয়া যাওয়ায়, তিনি তাঁহার কন্যার বিবাহে তেমন ঘোরঘটা করিতে পারিলেন না। তথাপি তিনি বিশেষ তাড়াতাড়ি করিয়াও সংক্ষেপে যে সমস্ত আয়োজন করিয়াছেন, তাহা তাঁহার ন্যায় সম্ভ্রান্ত জমীদারের পক্ষে আদৌ অশোভন হয় নাই। তাঁহার বৃহৎ বাসভবন নিমন্ত্রিত আত্মীয় স্বজনে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। সময় অল্প বলিয়া তিনি কোন দূর আত্মীয়কে নিমন্ত্রণ হইতে বাদ দেন নাই। রমেন্দ্রবাবুর ন্যায় সম্ভ্রান্ত জমীদারবংশের আত্মীয় কুটুম্বেরও বড় অভাব ছিল না। কাজেই তাঁহাকে তদুপযুক্ত আহার্য্যের আয়োজন করিতে হইয়াছে। নানা দ্রব্য সম্ভারে ভাণ্ডার পরিপূর্ণ—দাস দাসীগণের কলরবে সমস্ত

বাড়িখানি মুখরিত—সকলেই নানা কার্য্যে ব্যস্তভাবে দৌড়াদৌড়ি করিতেছে।

ছোট ছোট বালক বালিকাগণ আনন্দিত মনে দল বাঁধিয়া, যে স্থানে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের আহারের জন্য মণ্ডপ প্রস্তুত হইয়াছিল তথায় ছুটাছুটি করিয়া চোর চোর খেলিতেছিল। কতকগুলি বালক পুষ্করিণীতটে দণ্ডায়মান হইয়া, জাল ফেলিয়া মৎস্য ধরা দেখিতেছিল। তাহাদের মধ্যে একটী বালক অপরকে বলিল,—"দেখ, ঐ যে বড় মাছটা দেখছিস্ ওর মুণ্ডুটা আমি খাব।" অপর একজন বলিল—"দূর—তোর খাওয়া হইবে না, ওটা আমিই খাইব—তোর কিছুতেই খাওয়া হইবে না।" এইরূপে কথায় কথায় তাহাদের মধ্যে তুমুল কলহ বাঁধিয়া গেল। মারামারী হইতে বড় বিলম্ব নাই,—এমন সময়ে তর্করত্ন ঠাকুর আসিয়া তাহাদের বিবাদের কারণ অবগত হইয়া হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন,—"ওরে! ও মুণ্ডুটী তোদের কাহারও খাইয়া কাজ নাই—আমিই খাইব।" বালকগণও বিবাদ ছাড়িয়া হো হো করিয়া হাসিতে হাসিতে যে যেদিকে পারিল ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

তর্করত্ন ঠাকুরের আজ আর কাজের বিশ্রাম নাই। বর এবং কন্যা উভয় পক্ষই তাঁহার শিষ্য। এই বিবাহে তিনি নিজেই ঘটক, সুতরাং তাঁহার আর আনন্দের সীমা নাই। যদিও রমেন্দ্রবাবুর লোক-জনের কোন অভাব নাই, এবং সকল কার্য্যই সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে, তথাপি তর্করত্ন ঠাকুর মধ্যে মধ্যে আসিয়া সকল কাজের তদ্বির করিতেছিলেন। বালকদিগের বিবাদ মিটাইয়া বাটীর ভিতর যাইবার তিনি সময় দেখিলেন,—নহবৎখানায় বাদকেরা বসিয়া বসিয়া কেবলই গল্প করিতেছে এবং বাজনা বন্ধ রাখিয়া তামাকু খাইতেছে;

ইহা দেখিয়া তিনি বলিলেন—"ওরে, তোরা কেবল তামাক খাচ্ছিস্ আর ব'সে ব'সে ফাঁকি দিতেছিস্! বাজানা বেটারা—বাজানা—" বাদ্যকরেরা তাঁহার কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ বাজাইতে আরম্ভ করিয়া দিল। এইরূপে তিনি সকল কার্য্যেই নজর রাখিতে লাগিলেন।

নিমন্ত্রিতগণের মধ্যে আজ কমলের অনেকগুলি সম্পর্কীয় ভগিনী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তাহারা কমলকে ঘেরাও করিয়া নানা প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। এতগুলি ভগিনীর মধ্যে বসন্ত কুমারীর সহিতই তাহার ঘনিষ্ঠতা কিছু অধিক ;—সে কমলকে প্রশ্ন করিল,—"হাঁ ভাই কমল! তুই নাকি একেবারে কোর্টশিপ ক'রে, তাঁকে বিবাহ করিতেছিস্ শুনিলাম।" কমল বলিল—"কোর্টশিপ আবার কি করিয়া হইল?" বসন্তকুমারী বলিল,—"নয় কিসে? আগে থাকতেই ত বরের সঙ্গে বেশ আলাপ জমাইয়া লইয়াছিলি।" অপর একজন প্রশ্ন করিল,—"বর নাকি একজন ভাল ফটোগ্রাফার; তোর ছবি তোলার আর ভাবনা রহিল না কমল।" আর এক জন বলিয়া উঠিল,—"কেবল ফটোগ্রাফার নহে—আবার পেণ্টার! এই দেখ্—ওই ছবিখানা সেই বরই আঁকিয়াছে।" এই বলিয়া সে ঘরের ভিত্তিতে লম্বমান প্রসাদকুমারের অঙ্কিত কমলের তৈলচিত্রখানি দেখাইয়া দিল। সকলেই একদৃষ্টে সেই ছবির দিকে চাহিয়া কমলের অদৃষ্টের খুব প্রশংসা করিল।

আর কমল? তাহার বুক তখন সমবেত ভগ্নিগণের প্রশংসাবাদে ভরিয়া উঠিতেছিল। সে ভাবিতেছিল—কত আরাধনা করিয়াছিল বলিয়াই সে প্রসাদকুমারের ন্যায় মনমত স্বামী লাভ করিতেছে। কিন্তু সে জানে না—এই বিবাহে তাহার ভাগ্যসূত্র কি এক অখণ্ডনীয় অভিশপ্ত বন্ধনে প্রসাদকুমারের সহিত আবদ্ধ হইতেছে—কি অভিশপ্ত

—কি দুর্ব্বিসহ ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক জীবন ভার তাহাকে বহন করিতে হইবে।

এদিকে প্রসাদকুমার উৎফুল্লান্তঃকরণে তাহার বাটীতে ঘুরিয়া ফিরিয়া নানাকার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেছেন। এ কয় দিন ডুমুরদহে থাকিয়া তাহার, ব্যবসায় উপলক্ষে গ্রামের প্রায় অধিকাংশ ভদ্রলোকের সহিতই আলাপ হইয়াছিল। তিনি তাহাদের সকলকেই নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত রমেন্দ্রবাবুর দরিদ্র প্রজাদিগের মধ্য হইতেও অনেককে তিনি তাহার বাটীতে কাজকর্ম্মাদি করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন ;— তাহারাও সকলে হৃষ্টান্তঃকরণে তাহার বাটীতে আসিয়া আজ্ঞাপালন করিতেছিল।

বেলা সাড়ে দশ ঘটিকার সময় গাত্র হরিদ্রার প্রশস্ত সময় ছিল। কিন্তু তখনও কলিকাতা হইতে আবশ্যকীয় গাত্র হরিদ্রার দ্রব্য সম্ভার আসিয়া না পৌছানয়, সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল। যাহা হউক, অল্পক্ষণের মধ্যেই সেই সকলদ্রব্য আসিয়া সমুপস্থিত হইল।

প্রসাদকুমার ব্যস্ততার সহিত সেই সমস্ত দ্রব্য সজ্জিত করিয়া, প্রায় পঁচিশজন বাহকের দ্বারা অন্যান্য গাত্রহরিদ্রার মাঙ্গলিক দ্রব্যের সহিত, রমেন্দ্রবাবুর বাটী পাঠাইয়া দিলেন। কন্যার আত্মীয় স্বজন প্রভৃতি এমন কি রমেন্দ্রবাবু পর্য্যন্ত সেই সমস্ত দ্রব্য সম্ভার দেখিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিলেন। অপরাহ্নে মিস্ পলিনের বন্ধু লোকটী তাহার গাড়ীখানি পাঠাইয়া দিলে, মিস্ পলিন তাহা কলিকাতা হইতে আনীত পুষ্প পল্লব দ্বারা অতি পরিপাটিরূপে সজ্জিত করাইলেন। তৎপরে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে, প্রসাদ বরবেশে সজ্জিত হইয়া সেই সজ্জিত গাড়ীতে গিয়া আরোহণ করিলেন এবং নিমন্ত্রিত ভদ্র মহোদয়গণ তাহা বেষ্টন করিয়া, উল্লসিত মনে ধীরে ধীরে

রমেন্দ্রবাবুর বাটীর অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। মিস্ পলিনও বর যাত্রগণের সহিত, কলিকাতা হইতে আগত কতকগুলি লোক ও নানাবিধ কৌতুককর দ্রব্য, একটি গাড়ীতে বোঝাই করিয়া লইয়া চলিলেন।

দূর হইতে বরের শোভাযাত্রা দেখিয়া কন্যা পক্ষীয়গণ প্রস্তুত হইয়া থাকিল। স্ত্রীলোকগণ বর দেখিবার জন্য সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া দ্রুতপদে ছাদের উপর যাইয়া বরের শোভাযাত্রা দর্শন করিতে লাগিল। যথা সময়ে বর ও বরযাত্রগণ আসিয়া রমেন্দ্রবাবুর বাটী পৌছিলে, চতুর্দ্দিকে মহা ব্যস্ততা পড়িয়া গেল। লোকজনের হাঁকডাকে ও কোলাহলে, চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠিল। রমেন্দ্রবাবু সকলকে যথাযোগ্য সাদর অভ্যর্থনা করিয়া বসিতে অনুরোধ করিলেন। মিস্ পলিন এই সময়ে রমেন্দ্রবাবুকে বলিলেন,—"আপনি একটু অপেক্ষা করুন,—আমি কলিকাতা হইতে নানাপ্রকার কৌতুককর বাজী আনাইয়াছি,—যাহা দেখিলে সকলেই বিস্মিত ও চমকিত হইবেন।" রমেন্দ্রবাবু পলিনের কথায় স্বীকৃত হইলেন। মিস্ পলিন তাঁহার আদেশে, তাঁহার বাটীর পশ্চাৎ ভাগে এক খোলা ময়দানে, বর ও কন্যাপক্ষীয় নিমন্ত্রিতগণকে সমবেত করিয়া যাহা দেখাইতে লাগিলেন, তাহা সমস্তই বড় অদ্ভুত—বড়ই বিস্ময়কর। পূর্ব্বে কেহ কখন সে সকল দেখে নাই বা কখন কাহারও নিকট শুনেও নাই। সমাগত ব্যক্তিগণকে সে যে সমস্ত আগুণের ক্রীড়া দেখাইল, তাহা দেখিয়া মানব মাত্রেই মুগ্ধ হয়। ভীষণ আগুণের গড়—ধবক্ ধবক্ করিয়া বিশ্বগ্রাসী আগুণের লেলিহান শিখা আকাশ পথে উঠিতেছিল নামিতেছিল,—আর সেই আগুণের মধ্যে শতাধিক বালক বালিকা, ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছিল। বালক

বালিকাগুলি সমস্তই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক—সম্পূর্ণ জীবন্ত বলিয়াই দর্শক-বৃন্দের ভ্রম হইয়াছিল। এইরূপ নানাপ্রকার অভাবনীয় ক্রীড়া কৌতুক দেখার পর, দর্শকগণ আসিয়া রমেন্দ্রবাবুর সভাস্থল পূর্ণ করিল।

ক্রীড়া কৌতুক শেষ করিতে বিবাহের সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল। সে রাত্রে আর বিবাহের উপযুক্ত সময় ছিল না। মিস্ পলিন কর্ম্মকর্ত্তাদিগকে এমনি যাদু করিয়া রাখিয়াছিল যে, সে বিষয়ে কাহারও মনোযোগ আকৃষ্ট হয় নাই। তর্করত্ন মহাশয় সকলকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। কিন্তু আর গোলযোগ করিয়া কোন ফল নাই দেখিয়া, অগত্যা ব্রাহ্মণকে কিঞ্চিৎ স্বর্ণ দান পূর্ব্বক, বরকে সভাস্থ করা হইল। যথা সময়ে পুরোহিত মহাশয় মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক, অগ্নি সাক্ষ্য করিয়া বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। গুরুদেব গুরুবরণ স্বরূপ পট্টবস্ত্র, নানাবিধ তৈজসপত্র এবং ভূরি দক্ষিণা লাভ করিয়া, সাতিশয় আনন্দিত হইলেন।

অতঃপর নিমন্ত্রিত অভ্যাগতদিগকে সাদরে আহারার্থ অনুরোধ করিয়া, পূর্ব্বোক্ত মণ্ডপস্থলে লইয়া যাওয়া হইল। মণ্ডপস্থল নিমন্ত্রিত-গণে পূর্ণ হইয়া গেল। সকলে স্ব স্ব আসনে উপবেশন করিলে পর, প্রায় পঁচিশ ত্রিশজন পরিবেশনকারী নানাবিধ উপাদেয় দ্রব্যে তাঁহাদিগকে পরিতোষপূর্ব্বক আহার করাইলেন। স্বয়ং রমেন্দ্রবাবু উপ-স্থিত থাকিয়া তাহাদিগকে পরিচালিত করিতেছিলেন। অনন্তর নিমন্ত্রিতগণ আনন্দিত মনে বরকন্যার শুভ কামনা করিতে করিতে রমেন্দ্রবাবুর নিকট বিদায় লইয়া আপন আপন গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল।

বিবাহ কার্য্য সমাপ্ত হইলে, রমণিগণ বর ও কন্যা লইয়া বাসর ঘরে প্রবেশ করিল। অনেকগুলি সুরূপা সুন্দরী ললনার একত্র

সমাবেশে গৃহটী পরিপূর্ণ—কোথাও তিল ধারণের স্থান নাই। সুবেশা রমণিগণের রত্নালঙ্কার ও পরিচ্ছদের চাকচিক্য এবং তাহাদের রক্তিমাধরের হাস্য মুখরিত গৃহখানি নানাবিধ এসেন্সের সুগন্ধে ভর ভর করিতেছিল। নানাবিধ হাসি ঠাট্টা, গান, কবিতায় যখন আসর সরগরম, সেই সময় মিস্ পলিন আসিয়া বাসর ঘরের মজলিসে উপস্থিত হওয়ায়, গৃহটী আবার দ্বিগুণ আমোদ আহ্লাদে পূর্ণ হইয়া উঠিল। এইরূপে সুখের রজনী অবসান হইয়া গেলে একে একে সকলেই প্রস্থান করিল।

প্রসাদকুমারের বাটীতে আজ বিশেষ সমারোহ ব্যাপার—আজ তাহার ফুলশয্যা। মিস্ পলিন বড়ই ব্যস্ত হইয়া চারিদিকে ঘুরিয়া সকল কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেছিল। সে নিমন্ত্রিত ব্যক্তি-বর্গের আহারার্থে যে সমস্ত দ্রব্যাদির আয়োজন করিতেছে, তাহার সমস্তই অদ্ভুত ও অপূর্ব্ব;—যে দেশে যে ফল—যে দ্রব্য পাওয়া যায়, তাহা সে সংগ্রহ করিয়া ভাণ্ডারজাত করিয়া রাখিয়াছিল। প্রসাদকুমার এই সকল দেখিয়া, আশ্চার্য্য হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,—"আচ্ছা, এই সকল দ্রব্য তুমি কোথায় পাইলে?" মিস্ পলিন তদুত্তরে বলিয়াছিল,—"টাকায় কি না পাওয়া যায়? কলিকাতা সহরে আমার এক বন্ধু আছেন, তাহাকে পত্র লেখায় তিনিই এই সকল সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন।" রজনীতে গ্রামস্থ নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ ও যাবতীয় আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব প্রভৃতি আহারের পারিপাট্য ও শৃঙ্খলায় যার পর নাই আশ্চর্য্যান্বিত ও পরম পরিতুষ্ট হইলেন। যাহা হউক, এই প্রকার সমারোহের সহিত কমলের বিবাহ হইয়া গেল। প্রসাদ, কমল এবং তাহাদের আত্মীয়স্বজনগণ সকলেই এই বিবাহে যারপর-নাই সন্তোষ লাভ করিয়াছিল।

একদিন তর্করত্ন ঠাকুর, প্রসাদকুমার যে বাটীতে বাস করিতেছিল তথায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। রমেন্দ্রবাবুও সপরিবারে নিমন্ত্রিত হইয়া সেই দিন সেখানে গিয়াছিলেন। সন্ধ্যার পর মিস্ পলিন, রমেন্দ্রবাবুর পরিবারস্থ রমণিগণের সহিত বসিয়া নানাবিধ আমোদ প্রমোদ করিতেছিল; এদিকে তর্করত্ন ঠাকুর সেই সময় তাঁহার নিত্য নৈমিত্তিক সান্ধ্যোপাসনা করিতেছিলেন। উপাসনাদি শেষ হইলে, তিনি প্রতিদিন গীতা পাঠ করিতেন। অদ্যও তিনি তাঁহার নিত্য অভ্যাস মত, ক্ষুদ্র গীতা গ্রন্থখানি সম্মুখভাগে রক্ষা করিয়া, সুমধুর স্বর সংযোগে পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। সকলেই আমোদ আহ্লাদে অন্যমনস্ক থাকিলেও, মিস্ পলিনের কর্ণে তর্করত্ন ঠাকুরের সেই মধুর স্বর পৌঁছিল। গীতা পাঠ শুনিয়া সে ক্রমে উত্তেজিত ও উত্তরোত্তর বড়ই চঞ্চল হইয়া পড়িল। সে আর কিছুতেই সেখানে স্থির থাকিতে পারিয়া উঠিতেছিল না। তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে ছিল; ক্রমে সে বড়ই অস্থির হইয়া উঠিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই মিস্ পলিন কৌশল করিয়া তাহাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া প্রস্থান করিল। সেইদিন হইতে তর্করত্ন ঠাকুর যে কয়দিন প্রসাদের বাটী ছিলেন, সে পর্য্যন্ত আর কখন সে সেদিকে আইসে নাই।

বিবাহের চারিদিন পরে রমেন্দ্রবাবুর ছুটী ফুরাইয়া গেল; তিনি সপরিবারে কর্ম্মস্থানে যাত্রা করিলেন। কমল ও তাহার পিতার সহিত গমন করিল। তর্করত্ন ঠাকুর তাঁহার প্রাপ্ত দ্রব্য সম্ভার গুলি পুলিন্দা বাঁধিয়া বাহকের স্কন্ধে স্থাপনপূর্ব্বক স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। প্রসাদকুমার, ডুমুরদহ হইতে বাগুটিয়ায়

তাহার নিজ বাটীতে গমন করিতে মনস্থ করিয়া, সকল বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া রাখিয়া দিল। মিস্ পলিন কলিকাতায় যাইবে বলিয়া বাহির হইল :—যাইবার সময় সে প্রসাদকুমারকে তাহার ব্যবসায়ের কথা পুনর্ব্বার স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিল,—"আমি কলিকাতায় পৌঁছিয়া তোমার দোকানের জন্য সকল বন্দোবস্ত ঠিক হইলে তোমাকে পত্র দ্বারা জানাইব ; পত্র তোমার দেশের ঠিকানায় লিখিব,—তারপর তুমি তখন কলিকাতায় যাইও।" সকলেই চলিয়া যাওয়ায়, প্রসাদকুমার ডুমুরদহে থাকিবার আর কোন প্রয়োজন দেখিল না। কাজেই তাহার পর দিবস সে ও নিজ দেশাভিমুখে যাত্রা করিল।

কলিকাতায় গিয়া ব্যবসা করা সম্বন্ধে, রমেন্দ্রবাবুও মত দিয়া গেলেন। আর কথা রহিল,—প্রসাদকুমার কলিকাতায় গিয়া ব্যবসায়ে কিছু উন্নতি করিতে পারিলেই, কমলকে তাহার নিকট লইয়া আসিবে।

(১৪)

বিবাহের পর ছয় মাস গত হইয়াছে। মিস্ পলিনের পত্র পাইয়া প্রসাদকুমার কলিকাতায় আগমন করিলেন এবং দেখিলেন,—মিস্ পলিন তাহার নিজের বাসের জন্য একখানি সুন্দর বাটী ভাঁড়া লইয়াছেন। বাড়িখানি বৃহৎ হইলেও তাহাতে আর কোন লোক জন থাকে না। প্রসাদকুমার ইহাতে বড়ই আশ্চর্য্য হইলেন। সে কুমারীকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, কুমারী উত্তর করিল,—

"আমি জনশূন্য স্থানই ভালবাসি, লোকজনের কোলাহল আমার ভাল লাগে না।"

প্রসাদকুমার পলিনের সহায়তায় একটি দোকান ভাড়া লইয়া তথায় আফিস সংক্রান্ত কার্য্যের বন্দোবস্ত করিলেন এবং অপর একটি দ্বিতল বাটী ভাড়া লইয়া তাহা নিজের বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিলেন। কয়েক মাস পরে দোকানের একটু উন্নতি এবং প্রসার করিয়া লইয়া, প্রসাদকুমার কমলকে কলিকাতায় লইয়া আসিলেন। কমল স্বামীর নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার সংসার পাতিয়া বসিল।

মিস্ পলিন মধ্যে মধ্যে প্রসাদকুমারের বাটীতে আসিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিত। সেখানে আসিয়া প্রসাদের সহিত সে এমন ভাবে কথোপকথন করিত—এমন ভাবে হাস্য পরিহাস করিত, যাহা দেখিয়া শুনিয়া কমল অত্যন্ত অসুখী হইত। সে তজ্জন্য মনে মনে বড়ই কষ্ট অনুভব করিত। কিন্তু প্রসাদকুমার পলিনের সহিত বাস্তবিক বন্ধুভাবেই আলাপাদি করিতেন। তাহারা যে সমাজের আদর্শে চলিত, তাহাতে স্ত্রী পুরুষের একত্রে হাস্য পরিহাস কিম্বা গান বাজনা করাকে দূষণীয় বলিয়া বিবেচনা করে না। অধিকন্তু বিশুদ্ধ আনন্দ লাভ করিবার উহা যে প্রকৃষ্ট পন্থা তাহাই তাহাদের সমাজের ধারণা। কিন্তু যেখানে প্রাণের টান ষোল আনা—যেখানে হৃদয়ের ভালবাসা অফুরন্ত, সেখানে প্রাণ চায় ষোল আনা প্রাণ। কমলকুমারী যতই শিক্ষিতা হউন, তিনি একজন হিন্দুনারী ব্যতীত আর কিছুই নহেন। তিনি প্রসাদকুমারকে প্রাণের সহিত ভালবাসেন। সেই জন্য সে প্রসাদকে পলিনের সহিত অত্যধিক মিশিতে দেখিয়া চমকিত ও ভীত হইয়া পড়িত।

কলিকাতায় আসিবার সময়, কমলের পিতা তাহার সহিত একটি

পরিচারিকা দিয়া পাঠাইয়াছিলেন; সে সাংসারিক কাজকর্ম্মে কমলের সহায়তা করিত। পরিচারিকার নাম পাঞ্চালী; তাহার বয়স অধিক নহে—অনুমান ত্রিশ বৎসর। সে কায়স্থের কন্যা, দরিদ্রতাবশতঃ তাহাকে পরের দ্বারস্থ হইতে হইয়াছে। পাঞ্চালী বাল বিধবা।

এক জ্যোৎস্নাফুল্ল যামিনীতে ছাদের উপর বসিয়া কমল পাঞ্চালীর সহিত কথোপকথন করিতেছিল। তখনও প্রসাদকুমার আফিসের কার্য্য শেষ করিয়া ফিরিয়া আসেন নাই। কাজেই উভয়ে নিশ্চিন্ত মনে গল্প করিতেছিল। কমলের মুখের দিকে চাহিয়া পাঞ্চালী বলিল,—"কলিকাতা সহরটী সকল বিষয়েই ভাল।—কিন্তু এক বিষয়ে পল্লীগ্রামের চেয়ে বড়ই মন্দ।"

কমল। কোন বিষয়ে লো?

পাঞ্চালী। পাড়াগাঁয়ে লোকের সঙ্গে বেশ মেলামেশায় থাকা যায়। পাঁচ বাড়ি বেড়াইয়া—পাঁচ জনের সঙ্গে মিলিয়া সুখ দুঃখের গল্প করিয়া বেশ আনন্দ পাওয়া যায়; কিন্তু কলিকাতায় সে সব কিছুই নাই।

কমল। তুই যা বলচিস্ সে কথা ঠিক। এখানে সকলের আপন আপন লোক নিয়েই সব। নীচের তলায় চাকর বামুনরা কাজ করে, আর আমরা দুইটীতে সারাদিন এই উপরেই বসিয়া বসিয়া কাটাই।

পাঞ্চালী। তবু ত তুমি রাত্রে আর একটী নূতন মানুষের সহিত গল্প গুজব করিতে পাও। আমি আবার তখন একেবারে নিঃসঙ্গ হই।

কমল মৃদু হাসিয়া বলিল,—"কেন, তুই না হয় একটা

নূতন সঙ্গী জুটাইয়া নে। মনে আর দুঃখ রেখে কি হবে?" কুটীল নয়নের বক্র দৃষ্টিতে কমলের দিকে চাহিয়া পাঞ্চালী বলিল,—"আমি ত আর খৃষ্টানের মেয়ে নই, যে মানুষ জুটিয়ে নেব। আমরা হিন্দু,—হিন্দুর হিঁদুয়ানিতেই থাক্‌ব। একাদশী ক'রে—এক বেলা খেয়ে, কোন রকমে জীবনের বাকী দিনগুলা শেষ করিয়া যাইব।"

কমল। তোমার বুঝি ধারণা—খৃষ্টানের মেয়েরা একলা থাকতে পারে না?

পাঞ্চালী। তা পারে বৈ কি? এই মিস্ পলিনকেই দেখ না।

কমল। মিস্ পলিন কি ভাল নয়?

পাঞ্চালী। ভাল আবার নয়? দাদাবাবুকে না দেখ্‌লে, এক-দিনও থাকৃতে পারে না।

কমল। দূর পোড়াকপালী! তোর দাদাবাবু কি সে রকম লোক?

পাঞ্চালী। ওমা! তা দাদাবাবুর দোষ কি? মাগী রূপসী,—রূপসী ব'লে রূপসী,—আবার গান গায় যেন অমরার গলা;—রাত্রিদিন পিছনে লেগেই আছে। এমন হ'লে কি পুরুষ মানুষ আপনাকে ঠিক রাখতে পারে?

কমল। ফের যদি তুই ও রকম কথা বলিস্, তোর গলা ছিঁড়ে ফেলব।

পাঞ্চালী। কোন্ কথা?

কমল। তোর দাদাবাবুর কথা।

পাঞ্চালী। ওমা! তোমার চিরদিনই ঐ নেকামী গেল না, সেটা থেকেই গেল। এত লেখা পড়া শিখ্‌লে, তবুও তোমার সে একগুঁয়ে ভাব গেল না। আমি কি তেমনি কাঁচা মেয়ে, না

কচিখুঁকী—যে দাদাবাবুর ঐ কথা গাঁয়ে গাঁয়ে ব'লে বেড়াব। ঘরের কলঙ্কের কথা কি পরের কাছে ব'লে ব'লে বেড়াতে আছে? আর কলঙ্কই বা কি—দাদাবাবু ত আর মেয়ে মানুষ নয়?

কমলের গলা ধরিয়া আসিল। সে ধরা গলায় বলিল—"শোন্ পাঞ্চালী, তোর দাদাবাবু তেমন লোক নয়। তাহার চরিত্র—দেব চরিত্র। তুই তাঁর নামে আর ও কথা বলিস্ না।"

পাঞ্চালী। তবে আর বলিব না—কখনও বলিব না। ফের যদি কোন দিন আমাকে ঐ কথা বলিতে শোন,—তবে আমার মুখ পুড়াইয়া দিও।

আবেগের উচ্ছাসে হৃদয় উদ্বেলিত হইল। যে কথা শুনিতে তাহার কষ্ট হইতেছিল,—যাহা শুনিলে তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়, সে কথা শুনিতে আবার তাহার ইচ্ছা হইল। যে আশঙ্কা সে কয়দিন হইতে করিয়া আসিতেছিল, সে বুঝিল সে আশঙ্কা—সেই সন্দেহ, নিতান্ত অমূলক নহে। একা সে এ সন্দেহ করে নাই,—পাঞ্চালীও করিয়াছে।

কমল আবার পাঞ্চালীকে বলিল,—"তুই কিসে বুঝ্‌লি যে তোর দাদাবাবু পলিনকে ভালবাসে?"

পাঞ্চালী ব্রীড়া কুঞ্চিত মুখে বলিল,—"আমি গরীব দুঃখী মানুষ,—ভালবাসার আমি কি ধার ধারি বল।"

কমল। বল্—আমি আর তোকে তাড়না করিব না।

পাঞ্চালী। ওগো, আমি কিছুই জানি না। দাদাবাবু সেই ছুঁড়ীকে ভালবাসে কি না, তাহা আমি কেমন করিয়া জানিব?

কমল। বল্‌বি না—

পাঞ্চালী। কি?

কমল। তোর দাদাবাবু তাকে ভালবাসে কি না।

পাঞ্চালী। না গো না—ভালবাসে না।

কমল। এই যে আগে বল্‌লি—

পাঞ্চালী। মাগীর কথাই বল্‌ছিলাম।

কমল। কি কথা?

পাঞ্চালী। বল্‌ছিলাম কি—মাগীটাই দাদাবাবুকে ভালবাসে, দাদাবাবু তাহাকে ভালবাসিতে যাইবে কেন?

কমল। তা' কেমন ক'রে জান্‌লি?

পাঞ্চালী। ওমা, নেকী না কি গো! তুমি আর জান্তে পার না যদি না ভালবাস্‌বে, তবে পেত্নীর মত দাদাবাবুর পেছনে পেছনে অমন লেগে থাক্‌বে কেন?

কমল। আর তোর দাদাবাবু—?

পাঞ্চালী। দাদাবাবুও একটু আধটু ভালবাসেন বৈ কি! না হ'লে তাকে বাড়িতে আসতে দেবেন কেন?

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া কমল বলিল,—"যখন তোর দাদাবাবুর ঘরে পলিন আসিয়া বসে, তখন তুইত তামাক টামাক দিতে যাস্‌। উহারা দুই জনে তখন কি করে?

পাঞ্চালী। যেন ন্যাকা! তারা গল্প করে—হাসে, গান গায়—আবার কি করবে?

কমল। আচ্ছা, আমায় একবার দেখাতে পারিস্‌?

পাঞ্চালী। ওমা! ঠাকুর দেবতা নাকি, তাই দেখাতে পার্‌ব না? তুমি পাশের ঘরের জানালা দিয়ে দেখলেই পার।

কমল। ভাল, এবার যেদিন আসিবে—বলিস্‌। আমি দেখব, তাহারা কি করে।

পাঞ্চালী। কিন্তু সেটা দেখা তোমার উচিত হবে না—দেখে মিছামিছি মন খারাপ করিবে। পুরুষ মানুষের অত খুঁটিনাটি দেখে বেড়ান ভাল নয়। ওতে তাঁদের মন চটে যায়।

কমল। আমি কেবল একবার দেখব—দুজনে কি রকম হাসি গল্প করে;—কিছু ত' বলব না।

পাঞ্চালী। দেখে লাভ?

কমল। লাভ আছে।

পাঞ্চালী। লাভ থাকে ত' দেখো,—নতুবা দেখাটী ভাল নয়।

কমল। কেন পাঞ্চালী,—দেখা ভাল নয় কেন?

পাঞ্চালী। স্বামী, পুরুষ মানুষ—কোথায় কি করে না করে, তাই দেখে বেড়ান কোন স্ত্রীরই.কর্ত্তব্য নয়।

কমল তাহাই স্থির করিল। স্বামী—পুরুষ মানুষ, কোথায় কি করে না করে, তাহা দেখা স্ত্রীর কর্ত্তব্য নহে;—নিশ্চয়ই তাহা দেখা কর্ত্তব্য নয়। স্বামী যদি স্ত্রীতে সুখী না হয়েন, তিনি সুখের সন্ধানে ফিরিতে পারেন। কিন্তু স্ত্রী তাহা করিতে পারে না। স্ত্রী তাহাতেই বিলীন থাকিয়া—তাহাতেই বাস করিয়া, সুখী হইবে। স্বামীদেবতা কি করিতেছেন, আমি হতভাগিনী তাহা দেখিতে যাইব কেন? ছিঃ—

কমল একটী হৃদয়ভেদী দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, পাঞ্চালীকে বলিল,—"একটা গান গা-না শুনি।"

পাঞ্চালী। ওমা, এখন আবার কি গান গাহিব!

কমল। কি গান গাহিবি?—যা মনে আসে, তাই একটা গান কর। আহা! কেমন সুন্দর জ্যোৎস্নামাখা রাত্রি!

পাঞ্চালী। আচ্ছা দিদিবাবু, জ্যোৎস্নামাখা রজনী—দক্ষিণে বাতাস,

ফুল, পাখী, নদীর জল—ও সকলের সঙ্গে তোমাদের কি সম্বন্ধ বল না। আমি লেখাপড়া জানা মানুষ মাত্রকেই দেখেছি, ঐগুলা নিয়ে তারা যেন ক্ষেপে উঠে।

কমল। তুই কি ওর কিছুই বুঝিস্‌নি?

পাঞ্চালী। কিছুই বুঝিব না কেন? জ্যোৎস্না উঠিলে চারিদিক বেশ স্পষ্ট দেখা যায়, অন্ধকার থাক্‌লে তা হয় না। যদি বড় গরম হয়, তবে বাতাস উঠিলে শরীরের ঘাম মরে আর বেশ ঘুম হয়। ফুল—ঠাকুর পূজায় লাগে; নদীর জল তৃষ্ণায় খাওয়া যায় আর তাহাতে স্নান করিলে শরীর বেশ স্নিগ্ধ হয়। এ ছাড়া আর কি হয় না হয়, তাহা আমি বুঝিতে পারি না।

কমল। মানুষের মনে সৌন্দর্য্য গ্রহণের একটা বৃত্তি আছে, ঐগুলিতে তাহার উত্তেজনা করে। তাই ও সকল দেখিলে মানুষের মন আনন্দরসে আপ্লুত হয়।

পাঞ্চালী। সে বৃত্তিটা বুঝি তোমাদের মতন লেখা পড়া শিখিলেই মানুষের শরীরে জন্মিয়া যায়?

কমল। সকল মানুষেরই উহা আছে—সকলের মধ্যেই ঐরূপ নানা প্রকার বৃত্তি আছে। যে যাহার অনুশীলন করে সে তাহার স্ফূর্ত্তি অনুভব করে। যাক—এখন তুই একটা গান কর।

পাঞ্চালী। আঃ—দিদিবাবু, তুমি দেখিতেছি আমার গান না শুনিয়া ছাড়িবে না। এই সহরে—খোলা ছাদের উপর গান গাহিতে আমার লজ্জা করে। কিন্তু যখন তুমি বার বার বলিতেছ, তখন আর কি করি;—

এই বলিয়া পাঞ্চালী নিম্নস্বরে একটী গান গাহিতে লাগিল। তাহার কণ্ঠে মধুর স্বর ছিল; জ্যোৎস্না মাখা খোলা ছাদে বসিয়া কমল মুগ্ধ

চিত্তে সে গান শ্রবণ করিতেছিল—এমন সময়ে নিম্নতল হইতে একজন দাসী ছাদের উপর আসিয়া কমলকে বলিল—"একজন ব্রাহ্মণ সদর-দ্বারে দাঁড়াইয়া বাবুর নাম ধরিয়া ডাকিতেছেন।"

কমল উঠিয়া দাঁড়াইয়া দাসীকে জিজ্ঞাসা করিল,—"তিনি কোথা হইতে আসিয়াছেন, তাহা কি জিজ্ঞাসা করিয়াছ?"

দাসী। তিনি বলিলেন—পাড়া গাঁ থেকে ;—তার বাড়ি নবদ্বীপ, তিনি ব্রাহ্মণ।

কমল। কাহাকে খুঁজিতেছেন ?

দাসী। বাবুকে—

কমল। কেন ?

দাসী। বল্লেন—তাঁর সঙ্গেই দেখা করা দরকার।

কমল। বল্লি না কেন, যে কাল সকালে আসিলে দেখা হইবে।

দাসী। তা ব'লে ছিলাম।

কমল। তাতে কি বল্লেন ?

দাসী। তিনি বল্লেন—পাড়াগাঁ হইতে বাবুব সঙ্গে দেখা করিবার জন্যই তিনি এখানে আসিয়াছেন। কলিকাতা সহরে তাঁহার অন্য কোন থাকিবার স্থান নাই—এই বাটীতেই তিনি থাকিবেন।

কমল পাঞ্চালীকে বলিল,—"তুই গিয়া দেখিয়া আয়—তিনি আমাদের গুরুঠাকুর নন ত ? তাঁর বাড়িও ত নবদ্বীপ।" পাঞ্চালী দাসীর সহিত নীচে নামিয়া গেল। সেখানে গিয়া দেখিল—ব্রাহ্মণ তখনও দরজার নিকট একটী ক্যানভাসের ব্যাগ হস্তে দাঁড়াইয়া আছেন। পাঞ্চালী তাঁহাকে দেখিয়াই চিনিতে পারিল এবং বাহিরে আসিয়া ঢিপ্ করিয়া একটা প্রণাম করিয়া বলিল,—

"আপনি ভাল আছেন ঠাকুর মশাই?" ব্রাহ্মণও পাঞ্চালীকে চিনিতে পারিয়া বলিলেন,—"হাঁ—তোরা সকলে ভাল আছিস্ পাঞ্চালী?"

পাঞ্চালী নিম্নমুখে নম্রস্বরে বলিল,—"যেমন আশীর্ব্বাদ করেছেন—তেমনি আছি।" ব্রাহ্মণ প্রসাদকুমারের গুরুদেব—তর্করত্ন ঠাকুর। তর্করত্ন ঠাকুর মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"প্রসাদ ভাল আছে ত?"

পাঞ্চালী। আজ্ঞে হাঁ।

তর্করত্ন। কমল?

পাঞ্চালী। তিনিও ভাল আছেন।

তর্করত্ন। প্রসাদ কোথায়—এখনও বুঝি ফিরিয়া আসে নাই?

পাঞ্চালী। না তিনি এখনও দোকান হইতে ফিরিয়া আসেন নাই।

তর্করত্ন। কখন আসিবে?

পাঞ্চালী। আসিবার সময় হইয়াছে—এই আসেন ব'লে। আপনি বাড়ির মধ্যে চলুন।

তর্করত্ন। চল—

পাঞ্চালী ঘুরিয়া তর্করত্ন ঠাকুরের পশ্চাৎ যাইয়া বলিল—আপনি অগ্রে চলুন।" তর্করত্ন ঠাকুর তাহার নির্দ্দেশ মত বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিম্নতলের একটী সুসজ্জিত কক্ষে প্রবেশ করিলেন। পাঞ্চালী একখানি কম্বলাসন পাতিয়া দিয়া পদ প্রক্ষালনার্থ একগাড়ু জল আনিয়া দিল, এবং তাঁহাকে বিশ্রাম করিতে বলিয়া কমলকে সংবাদ দিবার জন্য তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া গেল।

পর দিবস প্রাতঃকালে তর্করত্ন ঠাকুর প্রসাদকুমারের বৈঠকখানায় বসিয়া নানাবিষয়ের আলোচনা করিতেছিলেন, এমন সময়ে মিস্

পলিন আসিয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাহাকে দেখিয়া তর্করত্ন ঠাকুরের চিনিতে বিলম্ব হইল না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কি এখন কলিকাতাতেই বাস কর?"

পলিন মৃদু হাসিয়া বলিল,—"আমার বাড়িই এই কলিকাতা সহরে। ধর্ম্মপ্রচার করিবার জন্য কিছুদিন আমি ডুমুরদহে গিয়াছিলাম মাত্র।"

তর্করত্ন মহাশয় বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"তুমি স্ত্রীলোক তুমি আবার কি প্রকারে কোন্ ধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়াছিলে? আমি রমেন্দ্রবাবুর বাটীতে তোমাকে দেখিয়া ভাবিয়াছিলাম—বোধ হয়, গান শুনিবার জন্য এখন বাবুরা যেমন স্ত্রীলোকের শরণাগত হয়, সঙ্গীত প্রিয় রমেন্দ্রবাবুও সেই হিসাবেই তোমাকে লইয়া গিয়াছিলেন। তুমি যে একজন ধর্ম্ম প্রচারিকা তাহা আমি জানিতাম না। তুমি কোন্ ধর্ম্মের প্রচার করিতেছ?"

প্রসাদকুমার ভাবিয়াছিলেন,—তর্করত্ন ঠাকুরের এই কথায় মিস্ পলিন বোধ হয় ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিবে। কিন্তু সে ক্রোধের পরিবর্ত্তে হাসিয়া ফেলিল, ও বলিল—"ঠাকুর, তোমার এত বয়স হইয়াছে আর এই সামান্য কথাটা বুঝিতে পারিলে না? ধর্ম্ম প্রচারটা আর কিছুই নহে, উদর পূরণ করিবার সংস্থানের জন্য একটা ব্যবসা মাত্র। তোমরাও যা কর আমরাও তাই করি। তবে লোকচক্ষে আমি একজন 'খৃষ্টধর্ম্মের প্রচারিকা'।"

তর্করত্ন। এই হিসাবেই কি তুমি তোমার ধর্ম্ম প্রচার কর?

পলিন। কেবল আমিই ঐ হিসাবে করি না, তুমিও কর—অন্যান্য সকলেও তাহাই করিয়া থাকে। নিঃস্বার্থ ভাবে ধর্ম্ম প্রচার কয় জন করে ঠাকুর?

তর্করত্ন। অনেকেই করে,— অন্ততঃ আমাদের হিন্দুধর্ম্মের

প্রচারকগণ তাহা করিয়া থাকেন। তাহারা লোকের পরমার্থিক মঙ্গলের জন্য তাহাদিগকে ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন—ধর্ম্মের উপদেশ দেন—সূক্ষ্ম দৃষ্টিশক্তির সাধনার জন্য দেবদেবীর আরাধনা করিতে শিক্ষা দেন এবং তদ্বিনিময়ে নিজের উদর পূরণ করিবার জন্য, দক্ষিণাস্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ অর্থগ্রহণ করিয়া থাকেন।

পলিন। আমি সে সকল কথা বলিতে বা শুনিতে চাহি না। তবে মোটের উপর এই কথা বলি,—ধর্ম্মের সাধনপ্রণালী—আমি এ পর্য্যন্ত যতপ্রকার ধর্ম্মসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি তন্মধ্যে, হিন্দুরই ভাল ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে সে সমস্তই লোপ পাইয়াছে। এখন উহা হিন্দুর গুরু পুরোহিতগণের কদর্য্য ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে।

তর্করত্ন। আমার বিশ্বাস তোমার অনুমানের কতকটা সত্য হইলেও এখনও হিন্দুধর্ম্মের সাধনা বা প্রচার প্রণালী যাহা আছে এবং যতটুকু আছে, তাহা পৃথিবীর অন্য কোন ধর্ম্মে নাই। তোমাদের ধর্ম্ম প্রচারের জন্য যেরূপ অর্থ ও শক্তি প্রয়োগ করা হইয়া থাকে, হিন্দু ধর্ম্মের জন্য তাহার কতকাংশ হইলেও বোধ হয় পৃথিবীর সমস্ত লোকই এতদিন হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিত।

পলিন। যাক্—ও সকল কথায় আর আমাদের প্রয়োজন কি? আপনার এখানে কি বার্ষিক আদায় করিবার জন্য আগমন হইয়াছে?

তর্করত্ন। হাঁ সেই জন্যই আসিয়াছি বটে। আর প্রসাদকুমার এবং তাহার স্ত্রী এইবার দীক্ষাগ্রহণ করিবে;—এখানে আসিবার প্রধান উদ্দেশ্য, তাহাই।

পলিন। দীক্ষাগ্রহণ!—কি সর্ব্বনাশ! দীক্ষিত হইবে কি? ও সকল কিছুই নহে। আর এত অল্প বয়সে, দীক্ষা গ্রহণ করিবার

আবশ্যকই বা কি ? কেন বৃথা কিছু খরচ করাইবেন—বৎসর বৎসর আপনার যে বার্ষিক বন্দোবস্ত আছে তাহাই লইয়া যাইবেন। কি বল—প্রসাদবাবু ?

এই বলিয়া মিস্ পলিন প্রসাদকুমারের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। কিন্তু প্রসাদকুমার তাহার কথার কোন উত্তর দান করিল না। তর্করত্ন ঠাকুর বক্রনয়নে একবার পলিনের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"তোমার খৃষ্টানি মতে এ সকলের কিছু মূল্য না থাকিতে পারে, কিন্তু হিন্দুর কাছে ইহার যথেষ্ট মূল্য আছে—দীক্ষা গ্রহণ করা অর্থে শরীরের শুদ্ধি করা।"

পলিন এইবার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহার নয়নের তীব্র জ্বালাময়ী কটাক্ষ করিয়া সে বলিল,—"কে বলিল আমি খৃষ্টান! আমি খৃষ্টান নহি—আমি হিন্দু নহি—আমি মুসলমানও নহি ;—কোন ধর্ম্মের সহিত আমার সম্বন্ধ নাই। আমি মানুষও নহি ; যেমন ভূত প্রেত,—হয়ত তেমনি একটা কিছু। কিন্তু আসল কথা এই যে হিন্দুর দীক্ষাতে কিছুই হয় না—ওসকলে কাজ নাই।"

তর্করত্ন। তোমার নিকট ব্যবস্থা লইয়া হিন্দুসমাজের কাজ হইবে না।

পলিন। কিন্তু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ব্যবস্থাতেও আর অধিক দিন যে কাজ চলিবে, এরূপও আশা করিবেন না।

তর্করত্নঠাকুর পলিনের এই কথায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি বলিলেন,—"হিন্দুধর্ম্ম একটা সামান্য খৃষ্টান রমণীর মতামতের উপর নির্ভর করিয়া চলাফেরা করে না। ইহা অতি দৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপিত। হিন্দুধর্ম্মের সাধন ভজন অতি উচ্চ অঙ্গের বিজ্ঞান সম্মত। সে সকলের ব্যাখ্যাদি আজিকালি যেরূপ হইতেছে, তাহাতে সত্বরেই

জগতের সকলে জানিতে পারিবে—হিন্দুধর্ম্ম প্রণালী এক অতি মহান আলোকে পরিপূর্ণ; এবং আশা করা যায় সেই আলোক সম্পাতে জগত একদিন উদ্ভাসিত হইবেই।"

পলিনের হাসি গেল না; সে মৃদু হাসিয়া বলিল,—"তাহাই হউক,—সে কথা ভাল। তবে প্রসাদবাবু বোধ হয় সে আলো একটু না দেখিয়া দীক্ষা গ্রহণ করিতেছেন না।"

তর্করত্ন। তোমার আজ্ঞায় যদি প্রসাদবাবু কার্য্য করে, তাহা হইলে আমি তেমন লোককে দীক্ষিত করিতে চাহি না।

পলিন। তা হইতেই পারে—এমন হওয়া খুবই সম্ভব। বার্ষিকের টাকাটা পাইলে যত সুখী হইবেন। দীক্ষিত করিয়া অবশ্যই ততটা সুখী হইবেন না। যাক্—আমার এত বাজে কথায় কাজ কি? আমি এখন চলিলাম।

প্রসাদকুমার এতক্ষণ নির্ব্বাকভাবে উভয়ের তর্ক শ্রবণ করিতেছিলেন। এখন কুমারী বিরক্ত হইয়া চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া বলিলেন,—"ও সকল বাজে কথার আলোচনা না করিয়া অন্যান্য গল্প করিলে, এতক্ষণ বেশ সুখেই অতিবাহিত হইত। পলিন, তুমি ও সকল বাজে কথায় এত ব্যস্ত হইলে কেন?"

পলিন। না—না, আর ও কথায় কাজ নাই। এখন তোমার দোকান সম্বন্ধে কথা হ'ক। দোকান এখন কেমন চলিতেছে?

প্রসাদ। সুবিধা কৈ? দোকান করিয়া পর্য্যন্ত কেবল লোকসানই হইতেছে। এই কয়মাসে প্রায় দুই হাজার টাকার উপর লোকসান দিলাম।

পলিন। তার জন্য ভয় কি? পসার জমাইতে হইলে প্রথমে কিছু লোকসান না দিলে চলিবে কেন? এত অল্প সময়ের মধ্যে কি

প্রসার করা'যায়? দুই এক বৎসর লোকসান খাইতে হইবে—দুই এক হাজার লোকসানও দিতে হইবে। তার পর ক্রমে ক্রমে উন্নতি হইবে।

প্রসাদ। তবে, যেন একটু ভাল দেখা যাইতেছে।

পলিন। কি?

প্রসাদ। আমার দোকান হইতে যাহারা ফটো বা বর্ণচিত্র করাইয়া লইয়া যাইতেছেন, তাঁহারা সকলেই তার খুব প্রশংসা করিতেছেন।

পলিন। তবেই দেখ! ঐ প্রশংসাই তোমার দোকানের উন্নতির সোপান। যখন সকলে জানিতে পারিবে তোমার দোকানের চিত্র অতি সুন্দর, তখন আর তোমার খরিদ্দারের অভাব থাকিবে না।

প্রসাদ। এখন ততদিন টিকিয়া থাকিতে পারিলে হয়। বাসা খরচ সমেত দোকান ভাড়া ইত্যাদি লইয়া মাসে আমার প্রায় তিন চারি শত টাকা খরচ হইতেছে। আর আয় কোন মাসে কুড়ি, কোন মাসে পঁচিশ টাকা—এই মাত্র।

পলিন। তাহার জন্য কোন চিন্তা করিও না। ব্যবসায়ে দাঁড়াইতে হইলে আগে কিছু লোকসান দিতে হয়—ইহাত জানা কথা; আসিবামাত্র টাকা মিলিয়া গেলে—লাভ হইলে—সকলেই উহা করিতে পারিত।

প্রসাদ। আমি যে সে সকলের অপেক্ষা বেশী ধনবান—তা নয়। যে হাজার দশেক টাকার কাগজ ছিল, তাহার মধ্যে পাঁচ হাজার টাকার কাগজ বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছি। তন্মধ্যে দুই হাজার গিয়াছে—বাকী গুলাও ঐ ভাবে না যায়!

পলিন। যায় আবার হইবে, তাহার জন্য আর চিন্তা কি?

প্রসাদ। আমি ঐ পাঁচ হাজার টাকা পর্য্যন্ত দেখিব। তাহাতেও যদি পসার না হয়, অগত্যা আমাকে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে।

পলিন। তাহা নিশ্চয়। পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াও যদি পসার জমান না যায়, তবে মিথ্যা আর চেষ্টা করিয়া কি লাভ হইবে? কিন্তু আমার বিশ্বাস ঐ টাকা খরচ হইবার পূর্ব্বেই তোমার দোকানের উন্নতি হইবে।

প্রসাদ। তাহা হইলে আমিও এস্থানে থাকিয়া যাইতে পারি।

পলিন। যদি একটা কাজ করিতে পার, তাহা হইলে বোধ হয় শীঘ্রই সুবিধা হয়।

প্রসাদ। কি?

পলিন। ধীরে ধীরে ঐ পাঁচ হাজার টাকা বিজ্ঞাপনের জন্য খরচ করা অপেক্ষা, অর্থাৎ দুই হাজার যেরূপভাবে খরচ করিয়াছ তার অপেক্ষা, বাকী তিন হাজার টাকা একটু শীঘ্র খরচ করিলে সুবিধা হইতে পারে।

প্রসাদ। বুঝিতে পারিলাম না।

পলিন। এই সামান্য কথাটা বুঝিতে পারিলে না?

প্রসাদ। না।

পলিন। বড়ই আশ্চর্য্য হইলাম।

প্রসাদ। কেন?

পলিন। কথাটা বড়ই সোজা, কিন্তু তুমি বুঝিতে পারিলে না।

প্রসাদ। তোমার মনে যাহা আসিয়াছে, কথায় তাহা ব্যক্ত কর নাই—কাজেই আমিও বুঝিতে পারি নাই।

পলিন্। আমি বলিতেছি—বাসাভাড়া, আফিসঘর ভাড়া, লোক জনের বেতন—এ সকল যতই দিন যাইবে ততই অধিক খরচ হইবে। কিন্তু বিজ্ঞাপন প্রচারে যতটা খরচ করিবার আবশ্যক তাহা অল্পদিনের মধ্যেই করিয়া ফেল। হ্যাণ্ডবিল ছাপাও—ইংরাজি বাঙ্গালা প্রভৃতি সকল প্রকার সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রচার কর—শীঘ্রই পসার জমিয়া যাইবে। এদিকে খরচও কম হইবে।

প্রসাদ। তাই হ'ক।

পলিন। দুই মাস এইরূপ করিয়া দেখ,—নিশ্চয়ই তোমার দোকানে আর খরিদ্দার ধরিবে না।

প্রসাদ। ভাল তাহাই হউক।

পলিন। হারমোনিয়মটা কোথায়?

প্রসাদ। কেন? এই সকাল বেলায় হারমোনিয়ম কি হইবে?

পলিন। একটা নূতন গান শিখিয়াছি।

প্রসাদ। অন্য সময়ে শুনাইও—এখন নয়।

পলিন। তোমাকে কেবল সেই গানটী শুনাইবার জন্যই এখানে আসিয়াছি।

প্রসাদ। এখন নহে, সন্ধ্যার সময় শুনিব।

পলিন। তুমি ত' আমার স্বভাব জান—

প্রসাদ। কি?

পলিন। আমার যখন যাহা ইচ্ছা হয়, তখন তাহা সমাপন করিতে না পারিলে ভারি রাগ হয়,—আমার মন আর কিছুতেই সুস্থ থাকে না। তোমাকে এখনই গান শুনিতে হইবে।

প্রসাদ। আমি যাহা বলিতেছি তুমি বোধ হয় তাহা বুঝিতে পারিতেছ না।

পলিন। বুঝিয়াছি, বোধ হয় তর্করত্ন ঠাকুর আছেন বলিয়াই শুনিতে চাহিতেছ না ; কিন্তু গান শুনিতে সকলেই ভালবাসে—উহার কি অসুখ করিবে ?

তর্করত্ন ঠাকুর জীবনে কখনও এরূপভাবে অবজ্ঞাত হয়েন নাই। তাঁহার অত্যন্ত রাগ হইতেছিল। এতক্ষণ তিনি কোনরূপে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া বসিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার পর আর তিনি বসিয়া থাকিতে পারিলেন না—কোন কথাও বলিলেন না; তিনি সেখান হইতে উঠিয়া বাটীর মধ্যে চলিয়া গেলেন।

কমল তখন স্নানান্তে শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করিয়া তোয়ালে দ্বারা কেশ শুষ্ক করিতেছিল। তর্করত্নঠাকুর রক্তচক্ষুতে তথায় যাইয়া উপস্থিত হইলে, কমল চমকিয়া উঠিল। সে গুরুদেবের চরণে লুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"ঠাকুর ! আপনার চখে মুখে যেন বিরক্তির অগ্নিশিখা জ্বলিতেছে,—কি হইয়াছে ঠাকুর ?"

তর্করত্ন ঠাকুর অতি উত্তেজিত ভাবে বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বলিলেন,— "হতভাগা মাগী—ম্লেচ্ছ মাগী—খৃষ্টান মাগী প্রসাদকে একেবারে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। সে তাহারই আজ্ঞাবহ হইয়া পড়িয়াছে। ব্যাপার যে রকম দাঁড়াইয়াছে আমার বোধ হয়, মাগী প্রসাদকে খৃষ্টান করিয়া ছাড়িবে।"

কমল করুণ কণ্ঠে বলিল—"দেব ! দাসীর হৃদয়ের বেদনা ও চরণে জানাইতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু ভয় হয় পাছে সে পরিচয়ে স্বামীনিন্দারূপ মহাপাতকে লিপ্ত হইতে হয়।"

তর্করত্ন ঠাকুর কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন—"আমি সব বুঝিয়াছি কমল ! আর আমায় কিছুই বলিতে হইবে না। আমি তর্করত্ন,—এর একটা প্রতিকার না করিয়া কিছুতেই এখান হইতে নড়িতেছি না।"

কমল বলিল,—"দাসীর প্রতি করুণা থাকিলে আপনাকে তাহা করিতেই হইবে ;—এখন উপরে চলুন।" গুরুদেবকে সঙ্গে লইয়া কমল উপরে চলিয়া গেল।

এদিকে তর্করত্ন ঠাকুর বৈঠকখানা হইতে বহির্গত হইয়া গেলে পর, পলিন প্রসাদকুমারকে জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি কি মন্ত্র লইবে নাকি ?"

প্রসাদ। দোষ কি ? পুরুষানুক্রমে সকলেই ত মন্ত্র লইয়া আসিতেছে। এই হিসাবেও মন্ত্র লওয়া উচিত।

পলিন। তোমার পূর্ব্ব পুরুষরা যদি বরাবরই চুরি করিয়া আসিয়া থাকে, তাহা হইলে তোমারও চুরি করা কর্ত্তব্য—কি বল ?

প্রসাদ। তবে তুমি কি আমাকে খৃষ্টান হইতে বল ?

পলিন। খৃষ্টান ! আমাকে কি খৃষ্টান ভাব ? জান কি,—ধর্ম্মটা তত কাজের জিনিস নয় ? খাও, দাও, মজা মার—মিছে ধোঁকায় ঘোরা কেন ?

প্রসাদ। মিছে কেন—? জগত শুদ্ধ লোক যখন ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া পাগল, তখন ধর্ম্ম বলিয়া একটা কিছু আছে বৈকি।

পলিন। তোমার দেশের অনেক লোক কথায় কথায় ঘোড়ার ডিম্ বলে, কিন্তু বাস্তবিক কি ঘোড়ার ডিম বলিয়া কোন পদার্থ আছে ?

প্রসাদ। তবে কি মন্ত্র লইব না ?

পলিন। মিছে কেন একটা বাজে কাজে মাথা দাও ;

প্রসাদ। কিন্তু তর্করত্ন ঠাকুর রাগ করিবেন।

পলিন। তাতে তোমার কি ?

প্রসাদ। আমার কিছু আছে বৈকি ? আধ্যাত্মিক জগতে না

হ'ক, লৌকিক জগতেও পুরুষপরম্পরাক্রমে গুরু বলিয়া একটা সম্পর্ক ত' আছে।

পলিন। আমি তোমাদের দেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে বেশ চিনি। দুই টাকার স্থলে তাহাদিগকে পাঁচ টাকা দক্ষিণা দিলে, তুমি যাহা বলিবে তাহাই হইবে।

প্রসাদ। তবে তাই—কিছু বেশী টাকা দিয়া এ বৎসরের মত বিদায় করি।

পলিন। মন্ত্র লইবে না ত?

প্রসাদ। না।

পলিন। ঠিক?

প্রসাদ। ঠিক।

পলিন। মন্ত্র যদি না লও—আমি তোমার কেনা হইয়া থাকিব।

প্রসাদ। কেন?—আর আমি যদি মন্ত্র গ্রহণ করি, তাহাতে তোমার কি ক্ষতি হইবে?

পলিন। আমার যাহা মনে ভাল লাগে না, তাহার জন্য আমি আমার বন্ধুবর্গকে নিষেধ করিয়া থাকি। যিনি আমার কথা রাখেন, আমি তাহাকে বড় ভালবাসি।

প্রসাদ। একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব?

পলিন। কেন—অনুমতি চাই নাকি?

প্রসাদ। হাঁ।

পলিন। অনুমতি হইল,—বল।

প্রসাদকুমার হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"আচ্ছা তুমি আমার জন্য এত করিতেছ কেন?"

পলিন। কি করিতেছি?

প্রসাদ। আমার জন্য—আমার ব্যবসায়ের জন্য, তুমি যথেষ্ট পরিশ্রম করিতেছ। সর্ব্বদা কিসে আমার মনস্তুষ্টি হইবে তাহারই সন্ধানে ফিরিতেছ। কিন্তু কেন এই সকল করিতেছ?

পলিন। করি কেন শুনিবে?

প্রসাদ। না হইলে জিজ্ঞাসা করিলাম কেন?

পলিন। আমি তোমায় "ভালবাসি"।

প্রসাদ। কিন্তু আমি ত তোমার সেরূপ ভালবাসি না বা তোমার ভালবাসার প্রতিদানে কিছুই দিই না।

পলিন। আমি প্রতিদান কিছুই চাহি না—চাই তোমাকে; তা তোমাকে আমি অনেকটা আপনার করিয়াছি। আরও করিব,—বুকে লইব—এই বুকের আগুনের মধ্যে তোমায় শোয়াইব।

প্রসাদ। তুমি কি মনে কর, আমি তোমার সহিত ব্যাভিচারে লিপ্ত হইব?

পলিন। পাগল নাকি! আমার দেহ নাই,—আত্মা আছে। আত্মা—আত্মা চাহে, আর কিছুই চায় না।

প্রসাদ। কি বলিতেছ—বুঝিতে পারিলাম না।

পলিন। সময় হইলেই পারিবে,—এখন নয়।

প্রসাদ। আমি তোমার তত্ত্ব কিছুই বুঝিতে পারি না। আমি আমার স্ত্রী কমলকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসি। তোমাকে আগে দুই চক্ষুর বিষ দেখিতাম। এখন তোমার যত্নের গুণে—তোমার ব্যবহারের গুণে, তোমাকে বন্ধুর ন্যায় ভালবাসি।

পলিন। আরও ভাল বাসিবে,—আত্মায় আত্মা মিলাইবে।

প্রসাদ। ভগবান সে দিন যেন কখন আমায় না দেন।

পলিন। কেন?

প্রসাদ। আমি আমার স্ত্রীর নিকট কখন অবিশ্বাসী হইতে পারিব না।

পলিন। তোমার স্ত্রীকে কি তুমি বড় ভালবাস?

প্রসাদ। নিশ্চয়ই।

পলিন। সে?

প্রসাদ। সেও আমায় প্রাণ ভরিয়া ভালবাসে।

পলিন। আশা করি—তোমাদের পরস্পরের এ বিশ্বাস কখনই বিনষ্ট হইবে না।

প্রসাদ। স্বামী স্ত্রীর পবিত্র "প্রেমের বাঁধন" কখন বিচ্ছিন্ন হয় না। জন্ম জন্মান্তরেও তাহাদের সে বন্ধন স্খলিত হয় না।

পলিন। কত লোকের হইয়াছে।

প্রসাদ। হিন্দুসমাজে বড় হয় না।

পলিন। বোধ হয় আমার হইয়াছে।

প্রসাদ। তুমি ত হিন্দু নহ;—

পলিন। হিন্দু কি মুসলমান্—খৃষ্টান কি জৈন, জানিলে কি প্রকারে?

প্রসাদ। তোমার মুখেই শুনিয়াছি।

পলিন। আমার কোন কথা বিশ্বাস্ করিও না।

প্রসাদ। কেন?

পলিন। আমি অবিশ্বাসিনী।

প্রসাদ। অবিশ্বাসিনী না হইলেও উন্মাদিনী।

পলিন। তাহারও কিছু কিছু ছিট আছে বটে; কিন্তু যে কথা হইতেছিল—

প্রসাদ। কি বল দেখি?

পলিন। হিন্দু সমাজে স্বামী স্ত্রীর পবিত্র প্রেমের বন্ধন কখন ছিন্ন হয় না?

প্রসাদ। নিশ্চয়ই—ইহা প্রায়ই ছিন্ন হয় না।

পলিন। প্রায়ই হয়।

প্রসাদ। তোমার ভুল।

পলিন। কেন?

প্রসাদ। পাশ্চাত্য সমাজে যেরূপ ডাইভোর্সের মোকর্দ্দামা হয়, হিন্দু সমাজে কখন সেইরূপ হইতে দেখিয়াছ কি?

পলিন। স্বীকার করিতেছি—সে সমাজে এ পাপ অধিক পরিমাণে আছে। কিন্তু হিন্দুসমাজেও ইহা বিরল নহে। পাপটা কেবল বাহিরের নহে, উহা অন্তরের জিনিষ; হিন্দু সমাজ, এ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক এবং সর্ব্বদাই কঠোর শাসনদণ্ড লইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। এই নিমিত্ত বাহির হইতে ইহার তত আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু মন ত কেহ দেখিতে পায় না;—অনেকে মনে মনে মরে,—সেটাও মরণ। সে মরণের আগুণে দীর্ঘকাল যন্ত্রনা ভোগ করিতে হয়। আমি সে মরণে পুড়িয়া মরিতেছি।

প্রসাদ। তুমি কি পূর্ব্বে হিন্দু ছিলে—তারপর কুকার্য্যে লিপ্ত হইয়া, স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া কুলের বাহির হইয়াছ?

পলিন হো হো শব্দে উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল, বলিল—"দূর দূর—তা নয়,—তা নয়।" প্রসাদকুমার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। মিস্ পলিন বলিল—"বেলা হইয়াছে। এখন যাই, স্নান করিতে হইবে।"

কুমারী উঠিয়া চলিয়া গেল। প্রসাদকুমার সেখানে একাকী বসিয়া গালে হাত দিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন।

(১৫)

প্রসাদকুমার যখন বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তখনও তাহার মুখ হইতে চিন্তার কালিমা সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হয় নাই। পাঞ্চালী নীচের তলায় কি একটা কাজ করিতেছিল। তাহাকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া প্রসাদকুমার জিজ্ঞাসা করিল,—"কমল কোথায়?" পাঞ্চালী উত্তর করিল,—"ঠাকুর মহাশয়ের সহিত উপরে গিয়াছেন।" প্রসাদ বলিল—"আচ্ছা, একটু তেল নিয়ে আয় দেখি—স্নান করি।" পাঞ্চালী তৎক্ষণাৎ স্নান করিবার উপকরণাদি লইয়া আসিল; প্রসাদকুমার সে সমস্ত লইয়া স্নানঘরে প্রবেশ করিলেন।

স্নানাদি সমাপন করিয়া, প্রসাদ উপরে গিয়া কমলের নিকট উপস্থিত হইল। তর্করত্ন ঠাকুর তখনও আহ্নিক পূজায় মগ্ন ছিলেন। কমল গুরু ঠাকুরের জলযোগের আয়োজনে নিযুক্ত; সে তখনও পলিনের কথা ভাবিতেছিল। প্রসাদকুমারকে তাহার নিকট উপস্থিত হইতে দেখিয়া অভিমানপূর্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"সে গিয়াছে?" প্রসাদকুমাব বাহিরে তর্করত্ন ঠাকুরের দিকে একবার বক্রদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিয়া রুক্ষস্বরে বলিলেন—"কাহার কথা বলিতেছ?"

কমল। কেন—তোমার পলিন্?

প্রসাদ। আমার পলিন!—তার মানে কি?

কমল। তোমার না হইলে, তার এত প্রতাপ কেন?

প্রসাদ। প্রতাপ আবার কি দেখিলে?

কমল। তাহা আর বলিয়া কি হইবে?

প্রসাদ। তোমার এ কি হ'ল বল দেখি ? এ সকল কি বলিতেছ ?

কমল। অন্ত লোকের উপর হয় হোক্—ওমা, গুরুদেব! তাকে এতদূর তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা!

প্রসাদ। গুরুদেবকে কে আবার তুচ্ছ তাচ্ছল্য কর্‌লে ?

কমল। আমি জানি নে।

প্রসাদ। তবে পাগলের মত কি বল্‌ছ ?

কমল। পাগল যে তুমিই ক'রে তুল্‌লে।

প্রসাদ। কিসে তোমায় পাগল করিলাম ?

কমল। তোমার আচরণে—

প্রসাদ। আমার আচরণটা কোনখানে মন্দ হইয়াছে ?

কমল। তা জানি না। কিন্তু ঠাকুরকে পলিন কি বলিয়াছে ?

প্রসাদ। কি আবার বলিবে!

কমল। চল—ঠাকুরের কাছে গেলেই সব জান্তে পারবে।

প্রসাদ। চল—

তখন দুইজনে পার্শ্ববর্ত্তী ঘরে, যেখানে তর্করত্ন মহাশয় বসিয়া আহ্নিকপূজা করিতেছিলেন তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রসাদ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনাকে কে কি বলিয়াছে ?" তর্করত্ন মহাশয়ের আর বুঝিতে বাকী রহিল না যে, কমল তাহার কথা লইয়া প্রসাদকুমারের সহিত ঝগড়া বাধাইয়াছে। তিনি ফিরিয়া বলিলেন,—"শোন প্রসাদকুমার! আমাকে কি কেহ আর গালাগালি দিবে ? আর কেনই বা দিবে—আমি ত' কাহারও কোন অনিষ্ট করি নাই। কিন্তু ঐ ম্লেচ্ছ মাগীটা আমাকে অকারণে যেরূপ উপহাসাদি করিয়াছে,—তাহাই আমার পক্ষে অসহ্য। আর একটা কথা বলি, ভরসা করি তুমি তাহাতে অসন্তুষ্ট হইবে না।"

প্রসাদ। কি বলুন!

তর্করত্ন। তুমি ঐ ম্লেচ্ছ মাগীটাকে লইয়া এত চলাচলি করিতেছ কেন? সত্য বলিও, মিথ্যা কথা বলা মহাপাপ—সে কথা বলাই বাহুল্য।

প্রসাদ। আমার ব্যবসায়ে আমি উহার নিকট নানা রকমে যথেষ্ট সাহায্য পাই। সেই জন্য আমাকে উহার সহিত একটু ঘনিষ্ঠতা রাখিতে হইয়াছে।

তর্করত্ন। একটু ঘনিষ্ঠতা বলিয়া আমার মনে হয় না। ও মাগী তোমার উপর যেরূপ ব্যবহার করিতেছিল, তাহাতে বোধ হয় সে তোমার উপর বেশ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে।

প্রসাদকুমার একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল,—"ও আমাকে ভালবাসে।" কমল দাঁড়াইয়া ছিল,—এই কথা শুনিয়া সে সেইখানেই বসিয়া পড়িল। তর্করত্ন মহাশয় বলিলেন,—"যথেষ্ট হইয়াছে, আর বলিতে হইবে না। কিন্তু এক ম্লেচ্ছমাগীর ভালবাসার পাত্রকে হিন্দুসমাজ জাতিভ্রষ্ট মনে করে,—তাহা বোধ হয় তুমি জান?" প্রসাদকুমার কি বলিতে যাইতেছিল কিন্তু বুকটা কেমন কাঁপিয়া আসিল। সে আর কিছুই বলিতে পারিল না; যাহা বলিতে যাইতেছিল তাহা আর বলা হইল না, কেবল চক্ষুদুটী লাল হইয়া উঠিল।

তর্করত্ন ঠাকুর বলিলেন,—"যাহা হইবার হইয়াছে, সে বিষয়ে ভাবিয়া আর কোন ফল নাই। অনুশোচনাই ইহার প্রায়শ্চিত্ত। ঐ মাগীটার সঙ্গ তোমায় পরিত্যাগ করিতে হইবে।" "সহজে আমি তাহা পারিব না—" প্রসাদ এই কথা বলিল। কমল আর কোন কথা শুনিতে পারিল না—সে কম্পিত পদে, উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে সে স্থান হইতে উঠিয়া গেল; তাহার চক্ষু পুরিয়া জল আসিয়াছিল।

তর্করত্ন। সামান্য একটা ম্লেচ্ছ স্ত্রীলোকের সহিত সম্পর্ক রহিত করা কি এতই শক্ত ?

প্রসাদ। সে আমার ব্যবসা সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিতেছে। এখন যদি উহার সহিত গোলযোগ করি, তাহা হইলে আমার ভয়ানক ক্ষতি হইবে।

তর্করত্ন। কিন্তু আজ সকালে তোমার সহিত ব্যবসা সম্বন্ধে আলোচনায়, তাহার যে যুক্তি শুনিলাম তাহা হইতেই বুঝিতেছি যে সে তোমার সর্ব্বনাশ করিবার জন্যই চেষ্টা করিতেছে। আমার কথা শোন,—তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ কর ; ইহাতে তোমার ভালই হইবে।

প্রসাদ। আমি ত্যাগ করিলেও সে আমায় ত্যাগ করিবে না। যদি আমি কোন প্রকারে তাহার অপমান করি, তবে সে আমার যথেষ্ট অনিষ্ট করিবে। কেননা এখানে তাহারই লোকবল অধিক।

তর্করত্ন। তবে কি ঐ মাগীর অধীন হইয়াই থাকিবে ?

প্রসাদ। একেবারে ত্যাগ করিতে চাহিলে হইবে না—ক্রমে উহার সঙ্গ পরিত্যাগের চেষ্টা করিতে হইবে।

তর্করত্ন। বড় সন্তুষ্ট হ'লাম—তুমি দীক্ষা গ্রহণ করিবে কি—না ?

প্রসাদ। হাঁ, আমার দীক্ষা গ্রহণের ইচ্ছা আছে বটে, কিন্তু কিছু দিন পরে হইলে ভাল হয়।

তর্করত্ন। কেন—পরে কেন ?

প্রসাদ। আমার নিতান্ত অনুরোধ আপনি আমাকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিবেন না। মাস পাঁচ ছয় পরে,—এক সময় আসিয়া আমাকে মন্ত্র দান করিয়া যাইবেন।

তর্করত্ন। কিন্তু কমল মন্ত্র লইবে বলিয়াই আমাকে এখানে আসিতে বলিয়াছিল। তাহা হইলে, এখন আর তাহার মন্ত্র লওয়া হয় না।

প্রসাদ। কেন—সে এবারে মন্ত্র গ্রহণ করুক,—আমি পরে লইব।

তর্করত্ন। তাহা হয় না।

প্রসাদ। কি হয় না ?

তর্করত্ন। স্বামীর মন্ত্র গ্রহণের পর স্ত্রীকে মন্ত্র গ্রহণ করিতে হয়।

প্রসাদ। অন্য কোন উপায় কি নাই ?

তর্করত্ন। আছে,—অনুমতি দিলে হইতে পারে।

প্রসাদ। আমি অনুমতি দিতে প্রস্তুত আছি।

তর্করত্ন। তবে তাহাই হউক।

প্রসাদ। আপনি আমাদের কুলগুরু; আপনার সম্মুখে আমি অনুমতি দিতেছি যে, আমার স্ত্রী অগ্রে মন্ত্র গ্রহণ করুক। আমি সময় হইলে মন্ত্র লওয়ার বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিব।

তর্করত্ন ঠাকুর কমলকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। স্তিমিত নয়নে, বিষন্ন মুখে, আবেগকম্পিত হৃদয়ে কমল তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তর্করত্ন বলিলেন,—"তোমার স্বামী তোমাকে মন্ত্র লইতে অনুমতি দিতেছেন। উনি এখন মন্ত্র লইবেন না—আদৌ লইবেন কি না, তাহাও বিচার সাপেক্ষ ; তুমি কি মন্ত্র গ্রহণ করিবে ?"

কমলের চক্ষু আবার জলে ভরিয়া উঠিল। সে অশ্রুপূর্ণ লোচনে বলিল,—"ঠাকুর ! আমি পার্শ্বের ঘরে থাকিয়া আপনাদের সকল কথাই শুনিয়াছি। মন্ত্র গ্রহণ করা হিন্দু মাত্রেরই কর্ত্তব্য—তাহাও জানি। কিন্তু যে রমণীর স্বামীদেবতা মন্ত্রহীন—যে রমণীর স্বামীদেবতা ম্লেচ্ছ রমণীর অনুরক্ত,—তাহার আবার মন্ত্রতন্ত্র কি ?—স্ত্রী জাতির পৃথক আবার ধর্ম্ম কি ? আমিও মন্ত্র লইব না।"

কমলের কথা শুনিয়া প্রসাদকুমারের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। কি একটা কথা বলিয়া সে তাহাকে প্রবোধ দিতে গেল, কিন্তু কোন

কথাই বলিতে পারিল না—যেমন দাঁড়াইয়াছিল তেমনই নির্ব্বাক ভাবে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তর্করত্নঠাকুর প্রসাদের ভাব দেখিয়া তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"আমার বিবেচনায় তুমিও মন্ত্র লও। ঐ ম্লেচ্ছ মাগীটাকে আমার নিতান্ত ভালমানুষ বলিয়া বোধ হইতেছে না। উহার মধ্যে যেন দানবীয় দীপ্তির ছবি দেখিতে পাওয়া যায়। আমার বিশ্বাস—মন্ত্র লইলে তোমার বিশেষ উপকার হইবে।"

প্রসাদ। কি উপকার হইবে?

তর্করত্ন। ঐ মাগীটার যদি বাজে গুণ গান জানা থাকে তবে হয়ত অল্পদিনের মধ্যেই তোমার অপকার করিতে পারে। মন্ত্র লইলে তাহা আর পারিবে না।

প্রসাদ। কেন পারিবে না?

তর্করত্ন। মন্ত্র লইলে—মানুষ যে দেবতার মন্ত্র গ্রহণ করে, সেই দেবশক্তিতে শক্তিমান হয়; তখন আর কোন দানবীয় শক্তি তাহার উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হয় না।

প্রসাদ। তাহা কেমন করিয়া হয়?

তর্করত্ন। একটী তৃণের অগ্রভাগে যতটুকু দধি থাকিতে পারে ততটুকু লইয়া, এক হাঁড়ি দুগ্ধের মধ্যে দিলে অল্প সময়ের মধ্যেই সমস্ত দুগ্ধ দধিতে পরিণত হইয়া যায়,—ইহা বোধ হয় জান?

প্রসাদ। তা আর জানি না!

তর্করত্ন। শব্দ—ব্রহ্ম, স্বর—শক্তিতে কম্পন; দেবতার মন্ত্রের বীজ মানব হৃদয়ে আরোপিত হইলে, দধির বীজের ন্যায় তাহা সমস্ত দেহকে দেবতাময় করিয়া দেয়। *

* এতৎ সম্বন্ধে বিজ্ঞান, শাস্ত্র ও যুক্তি মৎপ্রণীত "দেবতা ও আরাধনা" নামক পুস্তকে দ্রষ্টব্য।

প্রসাদ। তাহা হইলে, কি প্রকারে দানবীর দৃষ্টি হইতে আত্ম-রক্ষা করিতে পারা যায়?

তর্করত্ন। সূক্ষ্ম-জীব মাত্রেই মানুষের একক শক্তিকে সহজেই অভিভূত ও পরাজিত করিতে পারে। কিন্তু যখন সেই শক্তির সহিত দেবশক্তি মিলিত হয়, তখন আর তাহা করিতে সমর্থ হয় না।

কমল এতক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবে উভয়ের কথাবার্ত্তা শ্রবণ করিতেছিল। সে এই সময়ে বলিয়া উঠিল,—"তবে যখন অনুমতি পাইয়াছি, আমি মন্ত্র গ্রহণ করিব।"

প্রসাদকুমার সানন্দচিত্তে পুনরায় তাহাকে অনুমতি দিয়া, আহার করিবার জন্য চলিয়া গেলেন এবং আহারাদি সমাপনান্তে আফিস অভিমুখে গমন করিলেন। তর্করত্নঠাকুর কমলকে অনেক বুঝাইলেন—অনেক প্রবোধ দিলেন এবং শেষে তাহাকে বলিলেন,—"তুমি মন্ত্র গ্রহণ কর। নিত্য নিয়মিত ভাবে শুদ্ধাচারে মন্ত্র জপ কর; গীতার এক অধ্যায় করিয়া প্রতিদিন পাঠ কর—দানবী তোমার বাটীর ত্রিসীমানাতেও আসিতে পারিবে না—গুণ, গান কিছুই খাটিবে না। তোমার স্বামীও তাহার বশীভূত হইবে না।"

কমল তাহাতেই স্বীকৃত হইল। তৎপরে একদিন ভাল দিন স্থির করিয়া তর্করত্নঠাকুর কমলকে ইষ্টমন্ত্র দান করিলেন এবং জপাদির নিয়ম প্রণালী শিখাইয়া দিলেন। তদনন্তর একটি রক্ষা-কবচ প্রস্তুত করিয়া কমলকে সেইটী গলদেশে ধারণ করিতে বলিয়া আরও কতকগুলি উপদেশ প্রদান করিলেন। অতঃপর একদিন তর্করত্নঠাকুর স্বদেশে যাত্রা করিলেন।

এদিকে একটী অদ্ভুত ঘটনা সঙ্ঘটিত হইল; যে দিন কমল মন্ত্র

গ্রহণ করিল, সেই দিন হইতে মিস্ পলিন প্রসাদকুমারের বাটীতে যাওয়া আসা বন্ধ করিয়া দিল। এখন হইতে সে প্রায়ই প্রসাদ-কুমারের আফিসে যাইয়া তাহার সহিত সাক্ষাতাদি করিত। এক দিন প্রসাদকুমার কথায় কথায় পলিনকে জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি আগে প্রায়ই আমাদের বাটীতে যাইতে, কিন্তু আজকাল ওদিকে যাওয়া একেবারেই ছাড়িয়া দিয়াছ,—ইহার কারণ কি?" পলিন মুখখানা গম্ভীর করিয়া বলিল,—"সে কথা আমি তোমার নিকট বলিতে ইচ্ছা করি না।"

প্রসাদ। তাহা হইলে, তুমি আর আমাকে আগেকার মত বিশ্বাস কর না?

পলিন। বিশ্বাসের কথা কি বলিতেছ? তোমার উপর আর আমার বিশ্বাস অবিশ্বাস কি আছে?

প্রসাদ। পলিন! তুমি ত আমার সহিত পূর্ব্বে কখন এরূপ ভাবে কথা বলিতে না!

পলিন। তুমিও যে আমার নিকট এতটা মিথ্যা কথা বলিবে, তাহা আমি একেবারেই ধারণা করিতে পারি নাই।

প্রসাদ। আমি তোমাকে মিথ্যা কথা বলিয়াছি!

পলিন। হাঁ।

প্রসাদ। কি মিথ্যা কথা বলিয়াছি?

পলিন। সে কথা আমাকে জিজ্ঞাসা না করিলেই ভাল হইত।

প্রসাদ। যদি বলিলে তোমার কোন ক্ষতি হয়, তবে বলিয়া কাজ নাই।

পলিন। আমার ক্ষতি! আমার ক্ষতি বৃদ্ধি কিছুই নাই, তবে—বলিলে তুমি কষ্ট পাইবে। মিছামিছি তোমার মনে কষ্ট দিতে আমার

ইচ্ছা ছিল না। আমি তোমাকে না দেখিলে থাকিতে পারি না,—পোড়া মনকে কিছুতেই বুঝাইতে পারি না। তাই স্থির করিয়াছি, তোমার আফিসে আসিয়াই তোমার সহিত দেখা করিয়া যাইব।

প্রসাদ। কি কথা—বল, আমার মনে কোন কষ্ট হইবে না।

পলিন। তুমি আমার নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলে, মন্ত্র লইবে না ;—মনে আছে ?

প্রসাদ। মনে আছে,—কিন্তু আমিত সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করি নাই।

পলিন। নিশ্চয় করিয়াছ।

প্রসাদ। তুমি ভুল বুঝিয়া আমার উপর রাগ করিতেছ। আমি মন্ত্র লই নাই।

পলিন। তুমি লও নাই বটে,—কিন্তু তোমার স্ত্রী লইয়াছে।

প্রসাদ। আমার স্ত্রী লইয়াছে সে কথা সম্পূর্ণ সত্য, কিন্তু আমি বড়ই আশ্চর্য্য হইতেছি, যে তুমি সে সংবাদ কিরূপে জানিতে পারিলে ?

পলিন। আমি কি করিয়া জানিতে পারিলাম সে খোঁজে তোমার কোন আবশ্যক নাই। কেবল এইমাত্র জানিয়া রাখ, যে আমার চক্ষুর অন্তরালে তুমি কোন কার্য্যই করিতে পার না।

প্রসাদ। আমার স্ত্রী যদি মন্ত্র লইয়া থাকে, তাহাতে তোমার কি এমন ক্ষতি হইয়াছে ?

পলিন। আমার উদ্দেশ্য আছে।

প্রসাদ। কি উদ্দেশ্য ?

পলিন। তুমি মন্ত্র না লইলে, আমি তোমাকে বড়লোক করিতাম।

প্রসাদ। কি প্রকারে আমাকে বড়লোক করিতে?

পলিন। প্রকার ছিল,—পরে জানিতে পারিতে।

প্রসাদ। কিন্তু আমার স্ত্রী মন্ত্র লওয়াতে, আমার কি হইয়াছে?

পলিন। স্বামী স্ত্রী দুই জনের শরীর বিভিন্ন হইলেও, অনেক বিষয়ে তাহারা এক। একের দৈহিক বা আধ্যাত্মিক ব্যাপার, অন্যে সংক্রমিত হইয়া থাকে।

প্রসাদ। তাহা হইলে তুমি মন্ত্রের প্রভাব স্বীকার কর?

পলিন। তা করি বৈ কি?

প্রসাদ। কিন্তু তর্করত্ন ঠাকুরের নিকট সেদিন সম্পূর্ণই অস্বীকার করিয়াছিলে।

পলিন। হাঁ।

প্রসাদ। কেন?

পলিন। উদ্দেশ্য ছিল।

প্রসাদ। কি উদ্দেশ্য?

পলিন। পরে জানিতে পারিবে।

প্রসাদ। তাহাই হইবে। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি,—আমিত তোমার পরামর্শ মত আমার বাকী তিন হাজার টাকাও প্রায় খরচ করিয়া ফেলিয়াছি—সে প্রকার পসার ত কিছুই হইল না।

পলিন। সে কি একদিনের কাজ? এখনও দীর্ঘ দিন অপেক্ষা করিতে হইবে। দীর্ঘদিন ধরিয়া খরচ পত্র করিলে তবে প্রসার প্রতিপত্তি লাভ করা যায়। এত অল্পসময়ে, এত অল্প টাকায়, যদি এ সকল কার্য্যে পসার হইত তবে অনেকেই দোকান খুলিয়া বসিতে পারিত। তুমি কি দেখ নাই, কতগুলি ভাল ভাল চিত্রকর তোমার দোকানে খাটিতেছে? চিত্রবিদ্যায় তাহারা তোমার অপেক্ষা অনেক ভাল।

কিন্তু তাহাদের মূলধন নাই সেই—কারণেই তাহারা পরের নিকট চাকুরী করিয়া মরিতেছে।

প্রসাদ। সে কথা আমিও বুঝি। আমার সেরূপ মূলধন নাই বলিয়াই ত আমি প্রথমে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে আপত্তি করিয়াছিলাম। কেবল তোমার প্ররোচনায় ও ভরসাতেই আমি দোকান খুলিয়াছি।

পলিন। এখনও ত তোমার পাঁচ হাজার টাকার কাগজ আছে।

প্রসাদ। তুমি আমায় সে সকলও খরচ করিতে বল নাকি? আমি সে সমস্ত খরচ করিব না, ইহাতে আমার ব্যবসা না চলে নাই চলিবে।

পলিন। সে টাকা খরচ করিতে তোমার আপত্তি কি?

প্রসাদ। পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি,—আমি কি আমার সমুদায় অর্থ নিঃশেষে খরচ করিয়া একেবারেই নিঃসম্বল হইব?

পলিন। নিঃসম্বল কেন হইবে? দোকানের লাভ হইলে, পরে তুমি বড়লোক হইতে পারিবে।

প্রসাদ। এইত পাঁচ হাজার টাকা ক্রমে ক্রমে খরচ করিয়া ফেলিলাম, কিন্তু সুবিধা কিছুমাত্র দেখিতেছি না। দোকানের আয় যেরূপ ছিল সেই রূপই আছে। অন্ততঃপক্ষে যদি কিছুও বৃদ্ধি হইত, তাহা হইলেও না হয়, তোমার কথামত কার্য্য করা যাইত।

পলিন। তাই বলিয়া কি এখনই পশ্চাৎপদ হওয়া কর্ত্তব্য?

প্রসাদ। নিশ্চয়ই;—আমি আর একমাস দেখিব। ঐ একমাস চালাইবার উপযুক্ত অর্থ এখনও আমার হস্তে আছে। এই একমাস দেখিয়াও যদি কোন সুবিধা বুঝিতে না পারি, দোকান উঠাইয়া

দিয়া, দেশে চলিয়া যাইব। তারপর যেরূপ পূর্ব্বে কাজ করিতে-ছিলাম, সেইরূপই করিব।

পলিন। তাহা হইলে যে সমস্ত টাকা খরচ করিয়াছ, তাহা সমস্তই জলে পড়িবে।

প্রসাদ। যাহা গিয়াছে তাহার আর উপায় কি।

পলিন। তোমার কি টাকার খুবই আবশ্যক?

প্রসাদ। জগতে টাকার কার না প্রয়োজন?

পলিন। তুমি নিজে কি টাকা ভালবাস না?

প্রসাদ। টাকা কে না ভালবাসে?

পলিন। টাকা উপার্জ্জন করিতে ভালবাস?

প্রসাদ। এ সমস্ত অস্বাভাবিক প্রশ্ন করিতেছ কেন?

পলিন। যদি টাকা ভালবাস,—রোজগারের উপায় আছে।

প্রসাদ। উপায় থাকিলে সে পথ এতদিন আমায় দেখাইয়া দাও নাই কেন?

পলিন। একটা পেটেণ্ট ঔষধ প্রস্তুত কর।

প্রসাদ। আমার পেটেণ্ট ঔষধ কে কিনিবে? আর আমি ঔষধ প্রস্তুতের জানিই বা কি? আমি ডাক্তার বা কবিরাজ নহি।

পলিন। পেটেণ্ট ঔষধ প্রস্তুত করিতে হইলে ডাক্তার বা কবিরাজ হইতে হয় না, ইংরাজের আইনে উহা যে কোন ব্যক্তি করিতে পারে।

প্রসাদ। তারপর—আমার তৈয়ারী ঔষধ লোকে লইবেই বা কেন—আর ভাল ঔষধই বা আমি কোথায় পাইব?

পলিন। ভাল ঔষধ কি বলিতেছ? যা তা দিয়া একটু জল লাল করিয়া শিশিতে পুরিয়া ফেল, এবং রঙ্গীন কালিতে সুন্দরভাবে লেবেল

ছাপাইয়া তাহার উপর লাগাইয়া দাও। তারপর সত্যমিথ্যা মানুষের নামে কতকগুলি প্রশংসাপত্র ছাপাইয়া দীর্ঘ দীর্ঘ বিজ্ঞাপন প্রচার কর—অল্পদিনের মধ্যেই তোমার বাক্স টাকায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে।

প্রসাদ। লোকের রোগ সারিবে কেন?

পলিন। লোকে আরোগ্য হউক বা নাই হউক, তোমার তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই। তোমার কেবলমাত্র টাকার প্রয়োজন। ভারতবর্ষে কত কোটী লোকের বাস তাহা জান ত? যদি তাহার মধ্যে এক লক্ষ লোক তোমার বিজ্ঞাপনের মোহে মুগ্ধ হইয়া ঔষধ ক্রয় করে, তাহা হইলেই তুমি লক্ষপতি হইবে।

প্রসাদ। কিন্তু এরূপ প্রতারণা করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করা মহা অন্যায়—আমি সেরূপ করিতে চাহি না।

পলিন। তোমার অপেক্ষা অনেক ভাল ভাল লোক প্রতারণা করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকে। প্রতারক নয় কে? গুরু পুরোহিত, বিচারক, ডাক্তার, কবিরাজ, দোকানী, পসারী—সকলেই প্রতারক।

প্রসাদ। কিসে?

পলিন। গুরু প্রতারক এইজন্য যে, যে মন্ত্র তাহার সিদ্ধ নহে তাহাই তাহার শিষ্যগণকে প্রদান করিয়া অর্থ গ্রহণ করে—পুরোহিত কার্য্য না জানিয়া, কার্য্য করিয়া টাকা লয়; দোকানী পসারীরত কথাই নাই,—এক মূল্যে দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া তাহা অপেক্ষা অধিক মূল্যে বিক্রয় করিয়া বাক্স পূর্ণ করে।

প্রসাদ। আমি ওসকল ভাল বুঝিতে পারিলাম না। আর একমাস পূর্ণ হইলেই আমি দোকানের ফলাফল বুঝিতে পারিব।

তারপর তাহা দেখিয়া এখানে থাকা না থাকা স্থির করিব। প্রতারণাপূর্ব্বক অর্থ উপার্জ্জন করিয়া, সেই অর্থ দ্বারা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিব না—ইহা নিশ্চয়।

মিস্ পলিন আর কিছু না বলিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল। তাহার তখনকার মূর্ত্তি যেন সম্পূর্ণ নরকের অগ্নি। প্রসাদকুমার চমকিয়া উঠিলেন; মনে মনে ভাবিলেন,—তর্করত্ন ঠাকুর বলিয়াছেন, পলিন তোমার সর্ব্বনাশ না করিয়া তোমায় ছাড়িবে না। ঘটনা যাহা দাঁড়াইয়াছে—তাহাতে তর্করত্ন ঠাকুরের কথা যে কতদূর সত্য তাহা বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে।

পলিনের সহিত এতদিন আছি, কিন্তু আজও তাহাকে চিনিতে বা বুঝিতে পারিলাম না—কেবলমাত্র এইটুকু বুঝিতেছি যে, তাহার উদ্দেশ্য সৎ নয়। তবে তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করি না কেন? কিন্তু সে আমার ব্যবসা সম্পর্কে অনেক সাহায্য করিয়া আসিতেছে। কিন্তু ব্যবসা কার্য্যের যেরূপ গতিক দেখিতেছি, তাহাতে আর কিছুমাত্র আশা করা যায় না। সেদিন তর্করত্ন ঠাকুরের সম্মুখে এবং আমাকে অন্যত্রও বলিল,—মন্ত্র লওয়ায় কোন ফল নাই। কিন্তু আজ আবার বলিয়া গেল,—মন্ত্রের ক্ষমতা অসীম; অন্য উদ্দেশ্যে তোমাকে মন্ত্র লইতে নিষেধ করিয়াছি। আমার স্ত্রী মন্ত্র লইয়াছে ইহা বাহিরের কোন লোকই জানে না; কিন্তু পলিন কি করিয়া তাহার সন্ধান পাইল বলিতে পারি না। হয়ত সে কোন দিন আমার অনুপস্থিতিতে আমার বাটীতে গিয়া পাঞ্চালীর নিকট হইতেই সে কথা শুনিয়াছে। শুনুক,—তাহাতে উহার কি ক্ষতি বুঝিতে পারিলাম না।

এই প্রকার নানা চিন্তায় প্রসাদকুমারের চিত্ত ভাঙ্গিয়া

পড়িল। যেমন সুদূর আকাশে জল, ঝড় উঠিবার পূর্ব্বে পৃথিবী এক প্রকার উদাস ভাব ধারণ করে, প্রসাদকুমারের চিত্তের ভাবও তদ্রূপ হইল। তিনি যথাসময়ে আফিসের কার্য্য সমাপ্ত করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। সেই দিনই বাড়ি আসিয়া প্রসাদকুমার কমলকে বলিলেন,—"তুমি তর্করত্ন মহাশয়কে একখানি পত্র লিখিয়া জানাও যে, আমি মন্ত্র লইব স্থির করিয়াছি। যত সত্বর সম্ভব তিনি যেন অনুগ্রহ করিয়া আমার বাটীতে আসিয়া, আমাকে মন্ত্র প্রদান করিয়া যান।"

কমল প্রসাদকুমারের কথা শুনিয়া বড়ই আনন্দিত হইল। সে মনে মনে ভাবিল—গুরুদেব বলিয়া গিয়াছেন, আমি মাগীকে তাড়াইয়া তবে ছাড়িব। বোধ হয় তাঁহারই মন্ত্রের প্রভাবে স্বামীর মনের গতি ক্রমশঃ ফিরিয়া আসিতেছে। কমল সেই দিনই রাত্রে আহারাদির পর গুরুদেবকে আসিবার জন্য সবিশেষ অনুরোধ করিয়া একখানি পত্র লিখিল এবং ভৃত্যের হস্তে দিয়া তাহা ডাকঘরে পাঠাইয়া দিতে বলিল।

১৬

কমলের পত্র লিখিবার প্রায় দশ বার দিন পরে তর্করত্নঠাকুর কলিকাতায় প্রসাদকুমারের বাটীতে আসিয়া সমুপস্থিত হইলেন। তিনি কমলের নিকট জানিতে পারিলেন যে, সে ম্লেচ্ছ মাগীটা আর আসে না,—সে আসা একেবারেই বন্ধ করিয়াছে এবং প্রসাদকুমারেরও মন্ত্র লইতে অভিলাষ হইয়াছে। তর্করত্ন মহাশয় ইহা শুনিয়া যারপর

নাই আনন্দিত হইলেন। কমল তাহাকে আরও জানাইল যে, এ সমস্তই তাঁহার চরণ কৃপায় হইয়াছে।

তিন দিন পরে দীক্ষা গ্রহণের উপযুক্ত একটি ভাল দিন ছিল। প্রসাদকুমার সেই দিবস যথাশাস্ত্র মন্ত্রগ্রহণ করিলেন। দীক্ষাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া তর্করত্ন ঠাকুর বিদায় লইয়া দেশে গমন করিলেন।

প্রসাদকুমারের মন্ত্র গ্রহণের পর এক সপ্তাহ অতীত হইয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে মিস্ পলিন আর প্রসাদকুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসে নাই। প্রসাদকুমার একদিন পলিনের বাটীর ঠিকানায় তাহার ভৃত্যকে পাঠাইয়া দিলেন। ভৃত্য ফিরিয়া আসিয়া বলিল,— "তিনি প্রচার কার্য্যের জন্য মফঃস্বলে গমন করিবেন বলিয়া তাহার আয়োজনে বিশেষ ব্যস্ত আছেন। সেই জন্য তিনি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন নাই।"

প্রসাদকুমারের দোকানে তখনও পূর্ব্ববৎ ক্ষতি হইতেছিল; এইজন্য তিনি দোকান তুলিয়া দিতেই কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কমলও পরামর্শ দিয়াছে,—দোকানে যখন লোকসান হইতেছে তখন দোকান রাখিয়া আর লাভ কি? দোকান তুলিয়া দিয়া দেশে চল। আমার শ্বশুরের বিষয়ের যে আয় আছে, তদ্দারা বুঝিয়া চলিলে আমাদের কোন অভাব হইবে না। স্বচ্ছলে না চলে,—যেমন চলিবে সেই ভাল। সহরে থাকিয়া এত অশান্তি ভোগ করা অপেক্ষা পল্লীগ্রামে থাকিয়া শান্তি সুখ উপভোগ করা যাইবে।

প্রসাদকুমারের হৃদয়েও পল্লীগ্রামের সেই নীরব শান্তির কথা জাগিয়া উঠিল। তিনিও দোকান তুলিয়া দিয়া দেশে যাইতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু এখন পলিনের সহিত এ বিষয়ে একবার পরামর্শ করা আবশ্যক বলিয়া তাহার মনে হইল।

তিনি ভৃত্যের নিকট শুনিয়াছিলেন,—পলিন ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য মফঃস্বলে যাইবে। তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বিলম্ব করিলে যদি সে চলিয়া যায়, এ জন্য তিনি তখনই উঠিয়া তাহার বাটীতে গমন করিলেন।

পলিন যে বাটীতে বাস করিত, তাহা দেখিতে অতি মনোরম। সম্মুখের দিকে কয়েকটি ফুল ও পাতা-বাহার গাছ আছে। বাটীর অভ্যন্তর ভাগ উত্তমরূপে সজ্জিত। কিন্তু দেখিলেই বোধ হয়, এ সমস্তই অতি অল্প দিন খরিদ করা হইয়াছে;—কখন ব্যবহার করা হয় নাই। বাড়িখানি দেখিলে কেহ যে তাহাতে বাস করে, স্নান বা আহার করে, ইহা বুঝা যায় না।

প্রসাদকুমার বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতেই মিস্ পলিন কোথা হইতে তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে গম্ভীর মুখে বলিল,—"প্রসাদবাবু যে—কি মনে করিয়া?" প্রসাদবাবু বলিলেন,—"তোমার যে আর দেখাই পাওয়া যায় না। আমার সহিত আর দেখা কর না কেন?"

পলিন। আর সাক্ষাৎ করিতে পারিব না।

প্রসাদ। কেন?

পলিন। তোমার জন্য আমার নামে কলঙ্ক রটিয়াছে।

প্রসাদ। সে কি কথা!

পলিন। হাঁ।

প্রসাদ। এত দিন পরে এমন হইল কেন?

পলিন। আমাদের বড় সাহেবের কাণে পর্য্যন্ত এই কথা পৌঁছিয়াছে। তিনি ইহা শুনিয়া আমাকে বড় ধম্‌কাইয়াছেন। কার্য্য হইতেও দূর করিয়া দিতেছিলেন কিন্তু অনেক কাঁদিয়া কাটিয়া তবে তাহাকে শান্ত করিয়াছি।

প্রসাদ। তবে কি আর সাক্ষাতাদিও হইবে না?

পলিন। বোধ হয় না।

প্রসাদ। তবে তোমার সহিত প্রণয় করিতে আমাকে কি করিয়া অনুরোধ করিতে? তাহা হইলে এইরূপ এক মুহূর্ত্তে নিশ্চয় পরিত্যাগও করিতে।

পলিন। তাহা হইলে কি পরিত্যাগ করিতাম? মিছে কেন আর তোমার পিছনে পিছনে ঘুরিয়া মরি! তুমি ত আর আমার হইলে না,—তুমি আরও মিথ্যা কথায় আমায় প্রতারণা করিলে।

প্রসাদ। বোধ হয় মন্ত্র লওয়ার কথা বলিতেছ?

পলিন। যে কথাই বলি না কেন, তোমার সহিত আর আমি মিশিতে চাহি না। তুমি ভাল থাক ইহাই ভাল।

প্রসাদ। তোমার সহিত কতকগুলি পরামর্শ করিতে আসিয়াছিলাম।

পলিন। ভরসা করি, আমাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবে না।

প্রসাদ। আমি দোকান তুলিয়া দিয়া দেশে যাইব স্থির করিয়াছি।

পলিন। দোকানে সুবিধা করিতে না পারিলে, যাহাতে তোমার সুবিধা হয় তাহাই করিবে। এ কথা আমাকে আর জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন কি?

মিস্ পলিন আর কোন কথা বলিল না, দ্রুত পদে উপরে উঠিয়া গেল।

প্রসাদকুমার ক্ষুন্ন ও চিন্তিত মনে দোকানের অভিমুখে যাইতে যাইতে ভাবিতে লাগিলেন,—পলিন কি কোন গুণ গান, বা জ্যোতিষ বিদ্যা জানে? আমি যে মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছি তাহা, সে কি প্রকারে অবগত হইল? কি প্রকারে সে জানিতে পারিল যে, আমি তাহার কথা না শুনিয়া মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছি!

এবার যে তর্করত্ন ঠাকুর আসিয়াছিলেন, তাহাও সে জানে। পলিনকে চিনিতে পারিলাম না। সে বলে সে খৃষ্টান,—কিন্তু কখনও তাহাকে ত' কোন গির্জ্জায় যাইতে দেখি নাই। কখন তাহাকে সমাজের কোন লোকের সহিত মিশিতে দেখি নাই। বিশেষতঃ—সে প্রচারিকা বলিয়া নিজের পরিচয় দেয়, কিন্তু খৃষ্ট ধর্ম্মের প্রচারিকা হইয়া হিন্দুধর্ম্মের মন্ত্র-তন্ত্রের উপর তাহার এত বিশ্বাস কেন? আর সে যে ভাবে কথাবার্ত্তা বলে, তাহাতে তাহাকে কোন গুণ গান সম্পন্না কুটীলা রমণী বলিয়াই বোধ হয়। কর্ম্ম ও জ্ঞানপূর্ণ খৃষ্টান ধর্ম্মে যাদু মন্ত্রের প্রাবল্য নাই—তবে ও রমণী এরূপ কেন?

প্রসাদকুমার ভাবিলেন,—পলিন যাহাই হউক, তাহার বিষয় ভাবিয়া আর কি হইবে। সে আমার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছে, ভালই হইয়াছে;—আমি কতদিন মনে করিয়াছি তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিব। আবার ভাবিয়াছি আমি পরিত্যাগ করিলেও সে বোধ হয় আমাকে পরিত্যাগ করিবে না। যাক্, আমি একটী চিন্তা হইতে পরিত্রাণ পাইলাম। পল্লিগ্রামে আমি আমার ব্যবসায় কার্য্য যেরূপভাবে চালাইয়া আসিতেছিলাম, তাহাতে আমার দুই পয়সা বেশ উপার্জ্জন হইতেছিল। পলিনের পরামর্শেই আমার কলিকাতায় আগমন এবং এখানে দোকান করিয়া বসা। তাহার পরামর্শেই আমার সঞ্চিত অর্থ হইতে পাঁচ হাজার টাকা লোকসান করিয়া ফেলিলাম। এই সকল কারণে কতদিন মনে মনে ভাবিয়াছি, তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিব। তাহার সঙ্গে থাকি বলিয়াই আমার স্ত্রী—কমল, গুরুদেব—তর্করত্নঠাকুর, এরা সকলেই দুঃখিত। উভয়েই আমাকে তাহার সহিত মিশিতে নিষেধ করিয়াছেন। আমিও সকলই বুঝি

কিন্তু চেষ্টা করিয়াও উহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে পারি নাই। কেন পারি নাই জানি না!

মানুষ অনেক সময় অনেক কাজ ভাল নহে জানিয়াও তাহা পরিত্যাগ করিতে পারে না। কেন পারে না,—হয় ত তাহার কারণও খুঁজিয়া পায় না। আমারও হয়ত সেই দশাই হইয়াছিল। যাহা হউক, পলিন যে আমাকে স্ব-ইচ্ছায় ছাড়িয়া গেল,—ইহাই মঙ্গল। এক্ষণে দোকানের আসবাবপত্রাদি বিক্রয় করিয়া যত শীঘ্র এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া দেশে যাইতে পারা যায়—ততই মঙ্গল।

প্রসাদকুমার পরদিবস দোকান তুলিয়া দিবার কথা কর্ম্মচারী দিগকে জানাইয়া যাহার যাহা প্রাপ্য ছিল, তাহা সমস্তই মিটাইয়া দিলেন এবং তাহাদিগকে অপর স্থানে কার্য্যের চেষ্টাকরিতে বলিয়া বিদায় দিলেন। তৎপরে দোকানের আসবাবপত্র—টেবিল, চেয়ার, বেঞ্চ, পরদা প্রভৃতি যে সকল দ্রব্য কলিকাতায় ব্যবসা চালাইবার জন্য মাত্র প্রয়োজন, তাহা বিক্রয় করিবার ঘোষণা করিলেন। যে কয়দিন সেই সমস্ত বিক্রয় না হয়, সেই কয় দিন তিনি একটী মাত্র ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া দোকানে আসিতেন। এই-রূপে চারি পাঁচ দিন কাটিয়া গেল।

এক দিবস বেলা প্রায় দুই ঘটিকার সময়, প্রসাদকুমার দোকান ঘরের দালানের উপর একখানি চেয়ারে বসিয়া, পদদ্বয় সম্মুখের টেবিলের উপর ন্যস্ত করিয়া সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিলেন। পার্শ্বে ভৃত্য দুবারিক বসিয়া কতকগুলি গ্লাসের উপরকার কালি তুলিয়া পরিষ্কার করিতেছিল। হঠাৎ চারিজন পাহারাওয়ালা ও একটী স্ত্রীলোককে সঙ্গে লইয়া স্থানীয় ফাঁড়ির ইন্‌স্পেক্টর তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

পুলিস ইন্‌স্পেক্টরকে কতকগুলি কনষ্টেবল ও একটী স্ত্রীলোক সঙ্গে লইয়া আসিতে দেখিয়া, প্রসাদকুমার অত্যন্ত বিস্মিত হইল। কিন্তু তখনই উঠিয়া দাঁড়াইয়া, তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসিতে অনুরোধ করিল।

ইন্‌স্পেক্টর মহাশয় স্বীয় গাম্ভীর্য্য বজায় রাখিয়া বলিলেন,—"আমি বসিব না। এই স্ত্রীলোকটী আমার নিকট গিয়া আপনার নামে একটী অভিযোগ করিয়াছে; সেই জন্য আমাকে আপনার নিকট আসিতে হইয়াছে। আপনার নাম কি মহাশয়?"

প্রসাদ। আমার নাম—শ্রীপ্রসাদকুমার বসু। আমার নামে কি অভিযোগ মহাশয়?

ইন্‌স্পেক্টর। এই স্ত্রীলোকটী কি আপনার পরিচিত?

প্রসাদ। না মহাশয়।

ইন্‌স্পেক্টর। কখন কি ইহাকে দেখিয়াছ?

প্রসাদ। স্মরণ হইতেছে না।

ইন্‌স্পেক্টর। ইনি কি কোন দিন আপনার দোকানে ফটো তুলিবার জন্য আসিয়াছিলেন?

প্রসাদ। না।

ইন্‌স্পেক্টর। স্মরণ করিয়া দেখুন।

প্রসাদ। আমি স্মরণ করিয়াই বলিতেছি,—ইনি কস্মিনকালেও আমার দোকানে ফটো তুলিতে আসেন নাই।

ইন্‌স্পেক্টর তখন স্ত্রীলোকটীর মুখের দিকে চাহিলেন।

সেই স্ত্রীলোকটীর বয়স প্রায় ত্রিংশৎ বর্ষের কিছু উপর হইবে; বর্ণ গৌর এবং স্থূলদেহ—পরিচ্ছদ ও দৈহিক ভাব দর্শনে মধ্যবিত্ত অবস্থার লোক বলিয়াই বোধ হয়। সে তরঙ্গিণী নামে পুলিসে

আপনার পরিচয় দিয়াছে। স্ত্রীলোকটী বারবণিতা।

ইন্‌স্পেক্টর তাহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, সে প্রসাদ-কুমারের দিকে চাহিয়া বলিল,—"বলেন কি মশাই, আমি আপনাদের দোকানে আসি নাই? আমার সম্মুখেই এই মিথ্যা কথাটা বলিতেছেন? গত পরশু বেলা আন্দাজ সাড়ে চারিটার সময় আপনার এখানে আসিয়া আমি ফটো তুলাইয়াছি।" প্রসাদকুমার অতিশয় বিস্মিত হইয়া বলিল,—"কথনই নহে। আমি গত পরশু বৈকালে কাহারও ফটো তুলি নাই। ইহা আমার ভালই মনে আছে।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন,—"আপনারা ফটো তুলিয়া সে দিন বোধ হয় কাচেই রাখিয়া দেন?

প্রসাদ। হাঁ—

ইন্‌স্পেক্টর। সে কাচগুলি কি করেন?

প্রসাদ। তাহা হইতে কাগজে ছবি তোলা হইলে, সেই সকল কাচ পরিষ্কার করিয়া ফেলা হয়।

ইন্‌স্পেক্টর। কয়দিন পরে ছবি তোলা হয়?

প্রসাদ। তাহার কোন ঠিক নাই—আবশ্যক হইলেই ছবি প্রিণ্ট করা হয়।

ইন্‌স্পেক্টর। এই স্ত্রীলোকের ফটো তাহা হইলে নিশ্চয় প্রথমে কাচে লওয়া হইয়াছিল?

প্রসাদ। এই স্ত্রীলোকের ফটো আমি বা আমার দোকানের কেহ তোলে নাই—ইহা আমি আপনাকে পুর্ব্বেই বলিয়াছি।

ইন্‌স্পেক্টর তরঙ্গিনীর মুখের দিকে চাহিলেন। সে বলিল,—"কাচে তুলিয়া আমাকে দেখাইয়া ছিলেন। তারপর অন্য কিছুতে

তুলিয়াছেন কিনা তাহা আমি বলিতে পারি না।" ইন্‌স্পেক্টর প্রসাদ কুমারের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ঐ সকল কাচ কোথায় থাকে ?"

প্রসাদকুমার ইন্‌স্পেক্টরকে সঙ্গে লইয়া ভিতরের কামরায় গমন করিলেন এবং যে স্থানে ঐ সমস্ত কাচ রক্ষিত হইত তাহা দেখাইয়া দিলেন। ইন্‌স্পেক্টর সাহেব এক একখানি কাচ তুলিয়া লইয়া দেখিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে একখানি কাচে কালিমাখা রহিয়াছে দেখিয়া, তাহা তুলিয়া লইয়া ঘরের বাহিরে যেখানে তরঙ্গিণী দাঁড়াইয়া ছিল তথায় আগমন করিলেন এবং একবার তরঙ্গিণীর মুখের দিকে ও একবার কাচের দিকে চাহিতে লাগিলেন; দেখিলেন,—কাচে স্পষ্ট ঐ রমণীর মূর্ত্তি অঙ্কিত রহিয়াছে।

ইন্‌স্পেক্টর তাহা দেখিয়া প্রসাদকুমারকে বলিলেন,—"এ কি মহাশয়? আপনি আমাকে সত্য কথাই বলিয়াছেন দেখিতেছি,—" প্রসাদ বলিল—"কেন কি হইয়াছে?" তাহার মন সন্দেহে ও ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িল।

ইন্‌স্পেক্টর। আপনি এই কাচে যে ছবি রহিয়াছে তাহার সহিত এই স্ত্রীলোকের মূর্ত্তি মিলাইয়া দেখুন দেখি।

এই বলিয়া তিনি তাহার হস্তস্থিত কাচখানি প্রসাদ-কুমারের হস্তে প্রদান করিলেন। প্রসাদ কাচখানি গ্রহণ করিয়া, তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। তাহার মুখে আর কথা সরিল না। ইন্‌স্পেক্টর প্রসাদকুমারের অবস্থা দেখিয়া, বিশেষ আনন্দিত হইয়া বলিলেন,—"ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, আপনি দোষী।"

প্রসাদকুমার ভীত ও বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন,—"আমি কি অপরাধে অপরাধী ?"

ইন্‌স্পেক্টর বাবু বলিলেন,—"এই স্ত্রীলোকের নাম তরঙ্গিণী ; ইনি একজন থিয়েটারের এক্ট্রেস। ইহার অভিযোগ এই যে,--গত পরশ্বঃ বৈকালে ইনি তোমার দোকানে ফটো তুলাইতে আসিয়াছিলেন। ফটো তুলাইতে আসিবার সময় সকলেই অলঙ্কার ও পরিচ্ছদাদির পারিপাটা করিয়া আসে, ইহা অবশ্যই তুমি জান। ইহারও সেই সমস্তের কোন ত্রুটী ছিল না। তুমি ইহার ফটো তোলা হইয়া যাইবার পর ইহাকে বল যে,—তোমাকে আর ফটোর নিমিত্ত মূল্যাদি কিছুই দিতে হইবে না, কেবলমাত্র কিছুক্ষণ আমার সহিত মদ্যাদি পান ও আমোদ আহ্লাদ করিতে হইবে। এই রমণী তাহাতে স্বীকৃত হইয়াছিল। তার পর তুমি ইহাকে লইয়া তোমার ড্রেসিং রুমে প্রবেশ কর এবং ইহার সহিত মদ্যাদি পান করিতে থাক। ক্রমে অতিরিক্ত মদ্য পান করিয়া স্ত্রীলোকটী মাতাল হইয়া পড়িলেও, তুমি তাহাকে আরও অধিক পরিমাণে মদ্যপান করাইয়া একেবারে অজ্ঞান করিয়া ফেল। স্ত্রীলোকটী অজ্ঞান হইলে পর, তুমি তাহার অঙ্গ হইতে তাহার সমস্ত গহণা খুলিয়া লও এবং তাহার উপর পাশবিক অত্যাচার করিয়া, তাহাকে ইডেন গার্ডেনের মধ্যে একখানি বেঞ্চের উপর শয়ন করাইয়া রাখিয়া আইস।—ইহাই ঐ রমণীর অভিযোগ। এখন বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছ, তুমি কোন্ অপরাধে অপরাধী।

প্রসাদকুমারের মস্তকে যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। সে সেখানে বসিয়া পড়িল ; তাহার মুখমণ্ডল পাংশুবর্ণ ধারণ করিল—সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু সে আত্মরক্ষার্থ একবার চেষ্টা না করিয়া পারিল না। কলিকাতায় এতদিন বাস করিয়া পুলিস কি চিজ্ তাহা

বুঝিতে বা জানিতে তাহার বাকী ছিল না। এখানে তাহার আপনার বলিতে কেহই নাই যে এই বিপদের সময় তাহাকে সাহায্য করিবে। একমাত্র মিস্ পলিন তাহাকে এই বিপদে সাহায্য করিতে পারিত। কিন্তু সেও এখন ধর্ম্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে বোধ হয় বিদেশে গিয়াছে। এই কুৎসিত অভিযোগ যে কোথা হইতে কেন তাহার উপর আসিয়া পড়িল, সে তাহার কিছুই নিরাকরণ করিতে পারিল না। কিন্তু ইহা সে স্পষ্টই বুঝিতে পারিল যে, ইহা হইতে সহজে পরিত্রাণ পাইবার আশা নাই। তাহার দোকান হইতে ইহার প্রতিকৃতি বাহির হইয়াছে, অথচ সে ইহার বিষয় একেবারে অস্বীকার করিয়াছে। কিন্তু তখনই তাহার মনে হইল,—যদি চোরাই মাল না বাহির হয়, তাহা হইলে এখনওআশা আছে। কিন্তু আশা করিই বা কিরূপে? আমি উহার ছবি তুলি নাই অথচ উহার ছবি আমার দোকানের প্লেটে পাওয়া গেল। এইরূপ নানা প্রকার চিন্তা করিয়া প্রসাদকুমার কিছুক্ষণ পরে একটু সামলাইয়া লইয়া বলিল,—"মহাশয়, এ সকল একেবারেই মিথ্যা। আমি বুঝিতে পারিতেছি না যে, আমাকে বিপদে ফেলিবার জন্য কে আমার বিরুদ্ধে এই সকল ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছে?"

ইন্‌স্পেক্টর রক্ত চক্ষুতে চাহিয়া বলিলেন—"এখনও তুমি এই অভিযোগ মিথ্যা বলিতে সাহস করিতেছ?"

প্রসাদ। কি প্রমাণের বলে, আপনি আমার কথা মিথ্যা ভাবিতেছেন?

ইন্‌স্পেক্টর। তুমি বলিতেছ তুমি এই রমণীর ফটো তোল নাই—এমন কি ঐ স্ত্রীলোক তোমার পরিচিতও নয়; কিন্তু ঐ ছবি কাহার?

প্রসাদ। ইহাই কি প্রমাণ?

ইন্‌স্পেক্টর। ইহার অপেক্ষা আর অধিক প্রমাণের আবশ্যক কি?

তরঙ্গিণী কথার মধ্যস্থানে বাধা দিয়া বলিল,—"হুজুর! উনি যখন আমার শরীর হইতে অলঙ্কার খুলিয়া লইতেছিলেন তখন আমার একটু জ্ঞান হইয়াছিল। কিন্তু তখন আমার নড়িবার বা উঠিয়া বাধা দিবার ক্ষমতা ছিল না। কাজেই গহনা লইতে উহার কিছু মাত্রই অসুবিধা হয় নাই। উনি সেগুলি খুলিয়া লইয়া একখানা রুমালে বাঁধিয়া ঐ আলমারীর মাথার উপর রাখিয়াছিলেন,—তাহাও আমার মনে আছে। কিন্তু ইনি হয়ত পুঁটলীটি এখনও সরাইয়া অন্য স্থানে রাখিবার সুযোগ পান নাই।"

ইন্‌স্পেক্টর সাহেব তরঙ্গিণীর এই কথা শুনিয়া তাহার কথা মত আলমারীর মাথার উপর হাত দিলেন। তাহার হাতে একটা পুঁটলীর মত কি ঠেকিল,—নামাইয়া লইয়া আসিয়া খুলিয়া দেখিলেন, সত্যই তাহা একটী অলঙ্কারের পুটুলী। তন্মধ্যে অনন্ত, বালা, হার, মাকড়ি প্রভৃতি অলঙ্কার রহিয়াছে। ইন্‌স্পেক্টর চমকিয়া উঠিয়া প্রসাদকুমারের মুখের দিকে রোষদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—"এখন কি বল?" প্রসাদকুমারের তখন আর কথা বলিবার ক্ষমতা ছিল না। সমস্ত পৃথিবী তাহার পায়ের নীচে ঘুরিতে লাগিল।

ইন্‌স্পেক্টরবাবুর আদেশে একজন কনষ্টেবল প্রসাদকুমারের হস্তে লৌহ বলয় পরাইয়া দিল। বাহিরে গাড়ী অপেক্ষা করিতেছিল, ইন্‌-স্পেক্টরবাবু প্রসাদকুমার ও একজন কনষ্টবল সঙ্গে লইয়া গাড়ীর মধ্যে উপবেশন করিলেন। অবশিষ্ট কনষ্টেবলগণ গাড়ীর ছাদের উপর উঠিয়া বসিলে, গাড়বান গাড়ী হাঁকাইয়া থানা অভিমুখে অগ্রসর হইল।

তৎপর দিবস বেলা বারটার সময় মাজিষ্ট্রেট সাহেব এজলাসে বসিয়া বিচারকার্য্য সম্পন্ন করিতেছিলেন। উকিল, কৌন্সিল, আসামী,

ফরিয়াদী ও দর্শকগণে আদালতগৃহ পরিপূর্ণ। কয়েকটী মোকর্দ্দামা শেষ হইবার পর, পুলিসপক্ষ হইতে প্রসাদ কুমারের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে তাহা বিষদভাবে বর্ণনা করিলেন।

অভিযোগের মর্ম্ম অবগত হইয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেব প্রসাদ-কুমারের বিপক্ষে চার্জ্জ সংস্থাপনপূর্ব্বক যতদিন না এই মোকর্দ্দমা সম্পূর্ণরূপে নিষ্পতি হয়, ততদিন আসামীর হাজত-বাসের আজ্ঞা প্রদান করিলেন। এই সময়ে ব্যবহারজীবিদিগের বসিবার স্থান হইতে একজন বিখ্যাত উকিল দণ্ডায়মান হইয়া, প্রসাদকুমারের পক্ষে জামিনের প্রার্থনা করিলেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেব প্রথমে এইরূপ গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত আসামীকে জামিনে খালাস দিতে অস্বীকার করিলেন। কিন্তু উকিল মহাশয় অনেক নজিরের দৃষ্টান্ত দেওয়াতে শেষে তিনি প্রসাদ কুমারকে এক হাজার টাকার জামিনে খালাস দিবার আজ্ঞা প্রদান করিলেন।

মুক্তি পাইয়া প্রসাদকুমার ক্ষুন্নমনে আদালতের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। পরে পথে নামিয়া স্বীয় বাসাবাটীর দিকে দুই এক পদ অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন,—পথের অপর পার্শ্বে একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ীর নিকট মিস্ পলিন দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তদ্দৃষ্টে প্রসাদকুমারের আর বুঝিতে বাকী রহিল না যে, পলিনই টাকা দিয়া তাহার স্বপক্ষে উকিল নিযুক্ত করিয়াছে এবং জামিনের জন্য টাকা জমা দিয়া তাহাকে খালাস করিয়াছে। কৃতজ্ঞতা জানাইতে এবং ভবিষ্যতে মোকর্দ্দামার কিরূপভাবে তদ্বির করা হইবে তাহার পরামর্শ করিতে, পলিনই তাহার একমাত্র অবলম্বন। এই কলিকাতা সহরে তাহার বন্ধুবান্ধব কিম্বা পরিজন কেহই নাই। সুতরাং পলিনের

সন্তোষবিধান ও বিরক্তি অপনোদনার্থে প্রসাদকুমার অতি দ্রুতপদে তাহার নিকট গমন করিল।

প্রসাদকুমারকে তাহার নিকট আসিতে দেখিয়া মিস্ পলিন বলিল—"তোমার জন্য জামিন প্রার্থনা করিয়া, আমাকে যে বিফল মনোরথ হইতে হয় নাই সেজন্য বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। এই দুর্ঘটনার কথা জানিতে পারিয়া আমি দুই জন ভাল উকিল নিযুক্ত করিয়াছিলাম। বোধ হয় জামিনে তোমার অনেক সুবিধা হইবে। কারণ, মোকর্দ্দামার তদ্বির ও অর্থব্যয় করিতে পারিলেই জয়লাভ করা যায়। এখানে তোমার আত্মীয় স্বজন কেহ নাই, এতদবস্থায় তোমায় নিজেকেই সমস্ত আয়োজন করিতে হইবে।"

প্রসাদ। তুমি বলিয়াছিলে ধর্ম্মপ্রচার করিবার জন্য তোমাকে বিদেশে যাইতে হইবে ;—কিন্তু আমার এই বিপদের সময় তোমাকে এখানে উপস্থিত থাকিতে দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। আমার এখানে কেহ নাই কিন্তু তুমি আছ—তোমার ভরসা আমি বিশেষ রূপেই করি।

পলিন অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া উঠিল ; বলিল,—"আমার একটা সামান্য অনুরোধ যে ব্যক্তি রাখিতে পারে না, সে আবার আমার ভরসা করিবে কি প্রকারে? বিদেশে যাইবার আয়োজন সম্পূর্ণ করিতে পারি নাই বলিয়াই আমার যাইতে কয়দিন বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। আর অধিক বিলম্ব করিলে চলিবে না। আমাকে আগামী কল্য প্রাতেই মফঃস্বলের প্রচার কার্য্যে চলিয়া যাইতে হইবে। সুতরাং তোমার মোকর্দ্দামার দিন পর্য্যন্ত সহরেও থাকিব না। এবার আমায় কিছু বেশী দিনের জন্যই যাইতে হইতেছে।

প্রসাদকুমার ছল ছল নেত্রে বলিল,—"তুমিই আমার ভরসা ;

তুমি এখান হইতে চলিয়া যাইলে কে আমার পক্ষের তদ্বির করিবে?"

পলিন। কেন? তোমার টাকা আছে,—টাকা থাকিলে কিছুরই অভাব হয় না।

প্রসাদ। আমার টাকা! কোথায় আমার টাকা?

পলিন। কেন, এখনও তোমার পাঁচ হাজার টাকার কাগজ আছে। প্রাণ ও মান বজায় থাকিলে ত টাকা;—নতুবা টাকার সার্থকতা কি?

প্রসাদ। তুমি ঠিক কথাই বলিয়াছ পলিন,—তদ্ভিন্ন আমার স্ত্রীর গায়েও দুই হাজার আড়াই হাজার টাকার গহনা আছে। এ সমস্ত ব্যায় করিয়াও কি আমাকে বাঁচাইতে পারিবেনা পলিন?

পলিন। তা আর পারা যায় না কি? কিন্তু আমি তোমার কি করিতে পারি? আমি ত' এখানে থাকিতেছি না—কল্যই স্থানান্তরে যাইব।

প্রসাদ। আমার এ বিপদ দেখিয়াও যাইবে?

পলিন। আমি তোমার কে প্রসাদবাবু? একটা কথা যে রাখিতে পারে নাই, তাহার জন্য নিজের সম্ভ্রম, পদমর্য্যাদা—নিজের স্বার্থ, কি করিতে নষ্ট করিব?—কেন করিব প্রসাদবাবু?

মোকর্দ্দামার ভয়ে প্রসাদকুমার অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িয়াছিল মিস্ পলিনের যে যথেষ্ট ক্ষমতা আছে—তাহার কথায় যে লোকে কাজ করে, প্রসাদকুমার অদ্যকার ব্যাপারে তাহা জানিতে পারিয়াছেন। বিশেষতঃ,—মিস্ পলিনকে অদ্যকার ঘটনায় তাহার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিনী বলিয়াই মনে হইল। তাহা না হইলে কে কোথায় পরের জন্য—যাহার সহিত তাহার কোন সম্বন্ধই

নাই তাহার জন্য, এত অধিক অর্থ নষ্ট করে? এই নিঃসহায় বন্ধুহীন স্থানে পলিনের সাহায্য যে বিশেষ আবশ্যক,—বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়াই মনে করিয়া ছল ছল নেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"যদি আমাকে উদ্ধার না করিবে, যদি আমার প্রতি তোমার নিতান্তই অকৃপা হইয়া থাকে, তবে তুমি তোমার এই অযাচিত করুণা কেন আমার উপর বর্ষণ করিলে? যদি তুমি আমাকে খালাস না করিতে তাহা হইলে, আমাকে হাজতে বাস করিতে হইত। আমার পক্ষে সেই ভাল ছিল! তাহাতে আমার কোন ক্ষোভ হইত না। মনকে এই বলিয়া প্রবোধ দিতাম যে, যাহার কেহ নাই তাহাকে হাজত-বাস করিতে হইবে না ত কাহাকে হইবে? কিন্তু আমার উপর তোমার এই অযাচিত করুণা দেখিয়া বড়ই আশা করিয়াছিলাম যে, পলিন থাকিতে আমার কোন ভয় নাই। তুমি কি আমাকে এতই নিরাশ করিবে, পলিন?"

মিস পলিন গ্রীবাভঙ্গী করিয়া বলিল—"প্রসাদবাবু! আমি তোমাকে বড় ভালবাসি; বুঝি প্রাণ ভরিয়াই ভালবাসি—হৃদয়ের সহিতই তোমায় আমি ভালবাসি। কিন্তু তুমি আমায় মোটেই ভালবাস না। বন্ধুর মত ভালবাসিব বলিয়াছিলে, তাহাতেও প্রতারণা করিয়াছ। বন্ধু কি বন্ধুর একটা অনুরোধ রক্ষা করে না? ব্যর্থ প্রণয়ের যাতনা যে কি, তাহা ত' তুমি কখন অনুভব কর নাই!"

প্রসাদ। তোমার কেবল একটী অনুরোধ আমি রক্ষা করিতে পারি নাই। কেবলমাত্র তোমার অমতে আমি মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছি। জানিনা ইহা আমার পক্ষে কতদূর অন্যায় হইয়াছে!

পলিন। আমার কেমন স্বভাব জান? যে আমার কথা না শুনে, আমি তাহার সহিত বন্ধুত্ব রাখিতে নারাজ।

প্রসাদ। যাহা করিয়া ফেলিয়াছি, তাহার ত আর কোন উপায় নাই,—আমার অপরাধ ভুলিয়া যাও। আমাকে এই বিপদ হইতে রক্ষা কর।

পলিন। আমার দ্বারা তাহা হইবে না। আমার উপরোধ তুমি অবহেলা করিয়াছ।

প্রসাদ। তাহার কি কোন উপায় নাই?

পলিন। জান প্রসাদবাবু?—বাল্যকাল হইতেই আমি বড় জেদী; আমার কথা পূরণ না করিলে, আমি কিছুতেই আর তোমার উপকার করিব না।

প্রসাদ। আমাকে ক্ষমা কর।

পলিন। তুমি মন্ত্র ত্যাগ কর।

প্রসাদ। তাহা কি প্রকারে হইতে পারে?

পলিন। যদি তুমি মন্ত্র ত্যাগ করিতে সম্মত হও, তাহা হইলে আমি উপায় বলিয়া দিতে পারি।

প্রসাদ। কি?—বল।

পলিন। দ্বাদশ জন বিধর্ম্মী লোকের নিকট, অবজ্ঞার সহিত তোমার গুরুদত্ত মন্ত্রটী প্রকাশ করিয়া দিবে, এবং তৎপরে মন্ত্রজপ করা একেবারে পরিত্যাগ করিবে।

প্রসাদ। এরূপ করিলে কি হইবে?

পলিন। কিছু হউক আর না হউক, আমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে এবং আমি পুনরায় তোমাকে সাহায্য করিব।

প্রসাদকুমার মোকর্দ্দামার ভয়ে যার পর নাই ভীত হইয়া পড়িয়াছিল। মিস্ পলিনের কথায় সে কিছুক্ষণ মনে মনে তদ্বিষয় আলোচনা করিয়া, অবশেষে তাহার কথায় স্বীকৃত হইয়া বলিল,—"একবার

কমলকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসিয়া তোমার কথামত কার্য্য করিব।” পলিন একটু বিরক্ত হইয়া বলিল,—“কমলকে জিজ্ঞাসা কর—আর যাহাই কর, ঐরূপ না করিলে তোমার কিছুতেই নিস্তার নাই—ইহা নিশ্চয় জানিও। যদি তুমি আমার কথামত কার্য্য কর, তবে আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, তোমার টাকা আর আমার তদ্বিরের জোরে আমি নিশ্চয়ই তোমাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিব।

অতঃপর প্রসাদকুমার মিস্ পলিনের নিকট বিদায় লইয়া ভাবিতে ভাবিতে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। যখন প্রসাদকুমার বাটীতে উপস্থিত হইল, তখন বেলা প্রায় দুই প্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে; বেলা প্রায় দুইটা। কমল তৎপূর্ব্ব দিবস আফিসের ভৃত্যের মুখে সকল সংবাদ অবগত হইয়াছিল। সে স্বামীর এই আকস্মিক বিপদের কথা শুনিয়া দাবানল মধ্যগতা কুরঙ্গিনীর ন্যায়, দিশেহারা হইয়া ছটফট করিতেছিল।

কলিকাতা সহরে তাহার আত্মীয় স্বজন বা পরিচিত কেহ নাই। এই বিপদে সে কাহার শরণাপন্ন হইবে—কে তাহার স্বামীকে উদ্ধার করিবে? কমল কিছুই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছিল না। যখন সে এই সংবাদ প্রথমে জানিতে পারিল, তখন পিতাকে পত্র লিখিয়া ডাকে দিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। বৈকালে পাঁচটার সময় ডাক যাইবে, সেই জন্য অন্য একখানি সুদীর্ঘ পত্রে স্বামীর বিপদের কথা সবিস্তারে লিখিয়া রাখিয়াছিল—তাহা যথাসময় পাঠাইয়া দিবে। বিপদে একান্ত অধৈর্য্য হওয়ায় টেলিগ্রামের কথা আদৌ তাহার মনে হয় নাই।

প্রসাদকুমারকে বাটীতে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া, কমল যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইল। সে অতি সমাদরে তাহাকে নিকটে

বসাইয়া, উৎসুক নয়নে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বিপদের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। প্রসাদকুমার বলিল,—"আমি এই বিপদের হেতু বা কারণ কিছুই জানি না। কি করিয়া যে কি হইল, তাহাও কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কি করিয়া যে আমার দোকানের প্লেটে সেই রমণীর প্রতিকৃতি উঠিল, আর কি করিয়া যে দোকানের আলমারীর উপর গহনার পুঁটলী থাকিল, আমি এখনও তাহার কিছুই অনুভব করিতে পারিতেছি না। কমল একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—"আমার বিবেচনায়—এ সমস্ত সেই পলিনেরই কাজ।"

প্রসাদ। কিসে তাহা স্থির করিতেছ?

কমল। সে নানা গুণ গান জানে,—অনেক কৌশল জানে,—কোথা দিয়া কি কৌশল করিয়াছে তাহা সেই বলিতে পারে।

প্রসাদ। তুমি তাহাকে সন্দেহ করিতেছ বটে, কিন্তু সে না থাকিলে আমি বাটী ফিরিতে পারিতাম না। কখন পারিতাম কি না, তাহাই বা কে জানে! সে-ই আমার জন্য উকিল নিযুক্ত করিয়াছে এবং আমার জামিন হইয়া আমাকে খালাস করিয়াছে।

কমল। তাহার সহিত কি তোমার দেখা হইয়াছিল?

প্রসাদ। হাঁ।

কমল। কি বলিল?

প্রসাদ। আমি মন্ত্র লইয়াছি বলিয়া সে আমার উপর ভয়ানক চটিয়া গিয়াছে। আর বলিয়াছে,—আমি যদি মন্ত্রত্যাগ করি তবে সে আমাকে উদ্ধার করিবে।

কমল। দেখলে—আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা ঠিক কি না? যদি উহার কোন উদ্দেশ্য না থাকিবে, তবে তোমাকে মন্ত্র ত্যাগ করিতে বলিবে কেন?—কিন্তু তুমি কি স্থির করিয়াছ?

প্রসাদ। যেরূপ কঠিন মোকর্দ্দামা, তাহাতে বিপদের আশঙ্কাই বেশী। কাজেই তাহার কথাই শুনিতে হইবে—

কমল। তুমি বলিতেছ কি!—মন্ত্র ত্যাগ করিবে?

প্রসাদ। অগত্যা—

কমল। কথনই না।

প্রসাদ। কেন?

কমল। কে কোথায় ইষ্টমন্ত্র ত্যাগ করিয়াছে?

প্রসাদ। নতুবা মোকর্দ্দামায় যে সর্ব্বনাশ হইবে।

কমল। কিসের ভয়? বাবাকে পত্র লিখিয়া দিলে, তিনি আসিয়া যাহা হয় করিবেন। কোথাকার এক নচ্ছার মাগীর কথায় মন্ত্রত্যাগ করিবে কেন?

প্রসাদ। মোকর্দ্দামাটা বড়ই কুৎসিত। তোমার বাবা ভদ্রলোক-আমার গুরুজন,—এরূপ মোকর্দ্দামায় তাঁহাকে খবর দেওয়া ভাল দেখায় না।

কমল। তবে?

প্রসাদ। পলিন যাহা বলিতেছে তাহা করাই ভাল।

কমল। তুমি স্বামী,—তুমি বুদ্ধিমান; তুমি যাহা বুঝিবে আমি তাহা কথনই বুঝিতে পারিব না। তবে যাহাতে ধর্ম্ম থাকে, হৃদয়ে বল থাকে—তাহাই করিও। ধর্ম্মই ধার্ম্মিককে রক্ষা করে, ইহা যেন স্মরণ থাকে।

প্রসাদ। তুমি কি ভাবিতেছ, মিস্ পলিন এই কুৎসিত মোকর্দ্দামার সৃষ্টি করিয়াছে?

কমল। হাঁ,—আমার মনে হইতেছে, ইহা তাহারই কাজ।

প্রসাদ। সে কি প্রকারে কাচে ঐ স্ত্রীলোকের ছায়াচিত্র উঠাইবে?

কমল। তোমার কোন কর্ম্মচারীর দ্বারা গোপনেও করিতে পারে। অথবা অন্য কোন স্থান হইতে ঐরূপ চিত্র তোলাইয়া আনিয়া তোমার দোকানের কাচের মধ্যেও রাখিতে পারে। তোমার দোকানের মধ্যে সে ত সর্ব্বত্রই গমনাগমন করিত—গহনার পুঁটুলীও হয় ত সেই রাখিয়াছে।

প্রসাদ। যদি এমত হয়, তবে বাদিনী নিশ্চয়ই তাহার হাতের লোক। পলিন তাহা হইলে ইচ্ছা মাত্রেই এই মোকর্দ্দামা মিটাইতে পারে।

কমল। সকল মোকর্দ্দামা বাদী ইচ্ছা করিলেই মিটাইতে পারে না। এ মোকর্দ্দামায় রাজীনামা আছে কিনা, তাহা আইনজ্ঞ ব্যক্তিগণই জানেন।

প্রসাদ। সে যখন মিটাইবে বলিয়াছে, তখন যে কোন প্রকারে হউক মোকর্দ্দামার সুবিধা করিবে; তাহার সে ক্ষমতা যে আছে, ইহার যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছি।

কমল সে কথার আর কোন উত্তর প্রদান করিল না। তৎপরে অন্যান্য কথাবার্ত্তা লইয়া দম্পতী-যুগল সে রাত্রি বিনিদ্র অবস্থায় কাটাইয়া দিল।

প্রসাদকুমার মোকর্দ্দামার ভয়ে পলিনের আজ্ঞা অনুযায়ী অধর্ম্মের কোলে আত্মসমর্পণ করিল। সে তাহার গুরুদত্ত ইষ্টমন্ত্র বারজন বিধর্ম্মীর নিকট অবজ্ঞার সহিত প্রকাশ করিয়া দিল এবং উপর্য্যুপরি চারিদিন পর্য্যন্ত মন্ত্রজপ ইত্যাদি রহিত করিয়া দিল। মোকর্দ্দামার আগের দিন বৈকালে মিস্ পলিন প্রসাদকুমারের দোকানে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং হাসিতে হাসিতে তাহাকে বলিল,—"তুমি আমার কথামত কাজ করিয়াছ দেখিয়া আমি বড়ই

আনন্দিত হইয়াছি। আমি মফঃস্বলে যাত্রা করিবার অভিলাষ পরিত্যাগ করিয়াছি—এক্ষণে প্রাণপণেই তোমার কার্য্য করিব। আমি যে প্রাণ দিয়াই তোমায় ভালবাসি,—তাহা তোমাকে বুঝাইয়া দিব।"

প্রসাদকুমার পলিনের কথায় বড়ই আশ্চর্য্য বোধ করিল: তিনি যে তাহার কথা অনুযায়ী মন্ত্র ত্যাগ করিয়াছেন,—তিনি যে আর গুরুদত্ত মন্ত্র জপ করেন না, এ সকল পলিন কি প্রকারে জানিতে পারিল! মিস্ পলিন প্রসাদকুমারের মুখের ভাবে তাহার মনের কথা বুঝিতে পারিয়া বলিল,—"আমি এক প্রকার বিদ্যা জানি, যাহাতে আমার অনুরোধ কে কি প্রকারে পালন করে, তাহা আমি বুঝিতে পারি। যাক্—সে কথায় আর কাজ কি? আগামী কল্য তোমার মোকর্দ্দামা, সে বিষয়ের কি বন্দোবস্ত করিয়াছ?"

প্রসাদ। আমি আর কি করিব? তোমার ভরসা করিয়াই বসিয়া আছি।

পলিন। নিশ্চয়ই তাহা করিতে পার। কিন্তু টাকার বন্দোবস্ত করিয়াছ ত?

প্রসাদ। কত টাকার প্রয়োজন হইতে পারে?

পলিন। মোকর্দ্দামায় পুলিসপক্ষের যেরূপ যোগাড়—তাহারা যেরূপ সাক্ষী-সাবুদ তৈয়ারি করিয়াছে,—সে ত বড় ভয়ানক। আমিও নিশ্চিন্ত নাই, সকল বিষয়েই লক্ষ্য রাখিতেছি। আমাদিগকে একজন ভাল ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করিতে হইবে।

প্রসাদ। প্রতিদিন কত লাগিবে?

পলিন। আমি যাহাকে নিযুক্ত করিব বলিয়া মনে করিয়াছি, তাহাকে প্রতিদিন হাজার টাকা করিয়া দিতে হইবে।

প্রসাদ। হা—জা—র—টা—কা!

পলিন। তিনি ভিন্ন সহরের কেহই বড় ফৌজদারী মোকর্দ্দামায় নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারে না। মানুষেই টাকা রোজগার করে, সেজন্য চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই।

প্রসাদ। টাকা ত' আমার হাতে নাই,—কোম্পানির কাগজ মাত্র ভরসা।

পলিন। মান ও প্রাণ বাঁচিলেই সকল,—টাকা খরচ করিতেই হইবে।

প্রসাদ। অগত্যা তাহাই,—কিন্তু কাল মোকর্দ্দামা, আজই ব্যারিষ্টারকে টাকা দিয়া নিযুক্ত করিতে হইবে। এখন সেই কাগজ কোথায় বা বিক্রয় করি, কেই বা টাকা দেয়?

পলিন। তোমার স্ত্রীর গায়ের যে গহনার কথা বলিয়াছিলে, তাহার মূল্য প্রায় আড়াই হাজার টাকা হইবে। আপাততঃ সেই সকল বন্ধক দিয়া ব্যারিষ্টারের হাজার টাকা ও মোকর্দ্দামার অন্যান্য খরচ এবং দুইজন উকিলের খরচ বাবদে মোট বারশত টাকা আন্দাজ কর্জ্জ কর। তৎপরে কাগজ বিক্রয় করিয়া ঐ সকল গহনা উদ্ধার করিলেই হইবে।

প্রসাদ। কিন্তু আমার স্ত্রীর গহনাগুলি ত আমি তাহাকে দিই নাই, উহা আমার শ্বশুর মহাশয়ই তাহাকে দিয়াছেন। ঐ সকল গহনার উপর আমার কোন অধিকার নাই। আমি তাহা লইব কি প্রকারে?

পলিন। স্বামীর জেল হয়,—স্বামীর মান ও প্রাণ যায়, এ অবস্থায় তোমার স্ত্রী অবশ্যই তোমাকে গহনাগুলি দিবেন। তুমি ত আর বিক্রয় করিয়া নষ্ট করিতেছ না, বন্ধক দিবে;—পরে আবার

তাহা উদ্ধার করিয়া দিলেই হইবে। ইহাতে আর তিনি আপত্তিই করিবেন কেন?

প্রসাদ। খুব সম্ভব কমল ইহাতে কোন আপত্তি করিবে না। কিন্তু বাঁধা দিতে আমার যে কি কষ্ট, তাহা তুমি বুঝিবে না ;—

পলিন। সে কষ্ট বৃথা,—আবার খালাস করিয়া দিলেই হইবে।

প্রসাদ। টাকা লইয়া কৌন্সিলির বাড়ি কে যাইবে?

পলিন। তুমিই যাইও—কদাচ অবহেলা করিও না। পুলিস মোকর্দ্দামাটী যে ভাবে সাজাইয়াছে, বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা না করিলে তাহা হইতে অব্যাহতি পাওয়া দুর্ঘট।

প্রসাদকুমার মিস্ পলিনের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিবার জন্য নিজ গৃহাভিমুখে চলিয়া গেলেন।

(১৭)

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সমস্ত কলিকাতা সহর গ্যাসের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছে। সারাদিনের কর্ম্মশ্রান্ত ব্যক্তিগণ আপন আপন আলয় অভিমুখে চলিয়াছে। প্রসাদকুমারও দোকান বন্ধ করিয়া বাটী ফিরিয়া আসিয়াছেন। কিঞ্চিৎ জলযোগান্তে বিশ্রাম করিবার মানসে তিনি শয়নগৃহে আসিয়া বিছানায় আড়ভাবে পড়িয়া, মিস্ পলিন তাহাকে যে সমস্ত পরামর্শ দিয়াছিল তৎসম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিলেন। পলিন বলিয়াছিল,—উপস্থিত কমলের গহনা বন্ধক দিয়া টাকার যোগাড় করিতে। কিন্তু কি করিয়া কমলের নিকট সে কথা উত্থাপন করিব? কমলই বা

কি বলিবে? সে কথা উত্থাপন করিলে কমলের মনে যে বড়ই কষ্ট হইবে,—তাহাও ত বুঝিতেছি। আবার গহনা বন্ধক দিলে, তাহা যে পুনরায় উদ্ধার করা যাইবে, তাহারই বা আশা কোথায়? প্রসাদকুমার কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া বিষণ্ণভাবে শয়ন করিয়া রহিলেন।

কিছুক্ষণ পরে কমল তাহার সমস্ত কার্য্য সমাপন করিয়া সেই গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। স্বামীকে নিশ্চেষ্ট ভাবে শায়িত দেখিয়া, কমল তাহার সহিত কথা বার্ত্তায় তাহার মনকে প্রফুল্ল করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। ক্রমে কথা প্রসঙ্গে মোকর্দ্দামা সংক্রান্ত কথা আসিয়া পড়ায়, প্রসাদকুমার বলিল,—"সকলেই বলিতেছে,—মোকর্দ্দামা যেরূপ গুরুতর ও সঙ্গীন তাহাতে একজন ভাল ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করা বিশেষ প্রয়োজন।" কমল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—"তাহাতে আর মতভেদ কি আছে? তাহা করিতেই হইবে।"

প্রসাদ। করিতে হইবে তাহা আমিও ভাবিয়াছি, কিন্তু করিব কি দিয়া? হাজার টাকার কমে একজন ভাল ব্যারিষ্টার পাওয়া যাইবে না।

কমল। তাহাই দিতে হইবে।

প্রসাদ। কিন্তু আপাততঃ ঐ টাকা পাই কোথায়? কাগজ বিক্রয় করিয়া টাকা যোগাড় করিতে অন্ততঃ তিন চারি দিন সময় লাগিতে পারে।

কমল। তাহার জন্য এত চিন্তার আবশ্যক কি আছে? আমার যে গহনা আছে, তাহা বিক্রয় বা বন্ধক দিয়া বোধ হয় খুব শীঘ্রই টাকা পাওয়া যাইতে পারে।

প্রসাদ। তোমার গায়ের অলঙ্কার আমি কি করিয়া লইব? আমি তাহা পারিব না।

কমল। কেন, স্ত্রীলোকের গহনা কিসের জন্য? গহনা পরিলে স্বামী ভাল দেখিবেন, স্বামী প্রীত হইবেন,—কিন্তু সেই স্বামীর বিপদের সময় রমণীর গহনার প্রয়োজনই বা কি? তুমি বিপদ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিলে আবার না হয় গহনা প্রস্তুত করাইয়া দিও—এখন লইয়া যাও।

প্রসাদ। আমি—

প্রসাদ আর কথা বলিতে পারিল না, তাহার গলা ভারী হইয়া আসিল। কিছুক্ষণ পরে সে ভগ্নকণ্ঠে বলিল,—"কমল! আমার যেরূপ অদৃষ্ট, তাহাতে তোমাকে কোন দিন সুখী করিতে পারিতেছি না।"

কমল। স্বামীর কাছে থাকিয়া তাঁর সেবা করাই রমণী-জীবনের পরম সুখ—পরম ধর্ম্ম!

এই কথা বলিয়া কমল তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল এবং অঞ্চল হইতে চাবী লইয়া গহনার বাক্স বাহির করিয়া, বাক্সটী প্রসাদকুমারের সম্মুখে রক্ষা করিয়া বলিল,—"তোমার বিপদে যদি আমার গহনা কোন কাজে না লাগিল, তবে আর আমার উহা থাকিবার আবশ্যক কি?"

প্রসাদকুমার একটী তৃপ্তির শ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল,—"এখন তুমি উহা তুলিয়া রাখ। কল্য প্রত্যূষে উহা লইব এবং বন্ধক দিয়া টাকা লইয়া ব্যারিষ্টারের বাড়ি যাইব।"

কমল। মিথ্যা বিলম্ব করিয়া কি লাভ? আজই সকল কাজের বন্দোবস্ত করিয়া রাখিলে ভাল হইত।

প্রসাদ। আমি বলি বলি করিয়াও মুখ ফুটিয়া গহনার কথা তোমায় বলিতে পারিতাম না।

কমল। তোমার বিপদ—আর আমি গহনা দিব না! আমার নিকট তোমার অপেক্ষা কি গহনাই বড়? তোমার জন্যই আমার গহনা।

নানা দুর্ভাবনায় দম্পতিযুগল সে রাত্রিও বিনিদ্রভাবে কাটাইয়া দিল। পরদিবস অতি প্রত্যূষে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে, প্রসাদ কুমার গহনাগুলি লইয়া বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। এক পোদ্দারের দোকানে, পূর্ব্ব দিবসেই টাকার কথা বলা ছিল। তিনি সেই দোকানে গিয়া অলঙ্কারগুলি বন্ধক রাখিয়া, বারশত টাকা কর্জ্জ লইলেন। টাকা সংগ্রহ করিয়া প্রসাদকুমার মিস্ পলিনের কথিত ব্যারিষ্টারের বাটী যাইয়া, তাঁহাকে এক হাজার টাকা প্রদান করিলেন এবং মোকর্দ্দামার অবস্থা সমস্ত বুঝাইয়া দিয়া বাটী ফিরিয়া আসিলেন। পরে আহারাদি সমাপন করিয়া, বেলা দশ ঘটিকার সময় কোর্টে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

বেলা প্রায় বারটার সময়, প্রসাদকুমারের মোকর্দ্দামা আরম্ভ হইল। বাদীপক্ষের কয়েক জন সাক্ষীর জবানবন্দি লওয়া হইলে পর, সে দিনের মত মোকর্দ্দামা স্থগিত রহিল এবং সাত দিন পরে পুনরায় দিন নির্দ্দিষ্ট হইল। এইরূপে চারি পাঁচ দিন মোকর্দ্দামার কোনই নিষ্পত্তি হইল না। প্রসাদকুমারের যে পাচ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ ছিল, তাহা বিক্রয় করিয়া যে টাকা হইল, এই কয়দিনের মোকর্দ্দামায় তাহার সমস্তই নিঃশেষ হইয়া গেল,—প্রসাদকুমার একেবারে কপর্দ্দকশূন্য হইয়া পড়িলেন। তাহার মন ভাঙ্গিয়া পড়িল। সমস্ত কলিকাতা সহর তাহার চক্ষে যেন অত্যাচার ও অবিচারের আগুন মাথা বলিয়া বোধ হইল। মোকর্দ্দামার চুড়ান্ত নিষ্পত্তির দিন প্রসাদের আর কৌন্সিলিকে আনিবার ক্ষমতা রহিল না। কৌন্সিলি মহাশয় তাহা শুনিয়া দয়াপরবশ হইয়া, সেদিন বিনা টাকায় তাঁহার পক্ষে দাঁড়াইলেন।

মোকর্দ্দামার অবস্থা বুঝাইয়া দিয়া পুলিসপক্ষ ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে প্রমাণ স্বরূপ, যে কাচের উপর তরঙ্গিনীর ছায়ামূর্ত্তি অঙ্কিত ছিল তাহা দাখিল করিল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহা দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য্য হইলেন যে,—সে প্রতিমূর্ত্তির সহিত তরঙ্গিনীর আকৃতির কিছুমাত্র সাদৃশ্য নাই। কাচের উপর একটী সাত বৎসর বয়সের বালিকার ছবি অঙ্কিত রহিয়াছে। তিনি বিস্ময়সূচক দৃষ্টিতে পুলিস ইন্‌স্পেক্টরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন; ইন্‌স্পেক্টর বলিল,—"কাচ পুলিসকোর্টের লৌহ সিন্দুকে আবদ্ধ ছিল।" পুলিসের মুখে গাঢ় কালিমা অঙ্কিত হইল। অতঃপর শীলমোহর করা বাক্স খুলিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে গহনার পুঁটুলী দেখান হইল। তাহা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে খোলা হইলে সকলের দৃষ্টি সেই দিকে পড়িল। সকলে দেখিয়া অতি আশ্চর্য্য ও চমকিত হইল যে, পুঁটুলীর মধ্যে গহনার পরিবর্ত্তে কতকগুলি ক্ষুদ্র ইট্ ও পাথর রহিয়াছে।

এই রহস্যজনক মোকর্দ্দামা সকলকেই যারপর নাই আশ্চর্য্যান্বিত করিয়াছিল। তদন্তকারী যেমন যেমন দেখিয়াছিল তাহা বর্ণনা করিল। তরঙ্গিনী তাহার জবানবন্দি একেবারেই উল্টাইয়া দিল, সে বলিল— "আমি ছবিও তোলাই নাই বা আমার গহনাও চুরি যায় নাই। কেবল প্রসাদবাবু আমাকে টাকা দিব বলিয়া লইয়া গিয়া, কিছুই দেয় নাই। দারোগাবাবুর সহিত আমার আলাপ থাকায় ও তাহার নিকট ঐ কথা গল্প করায়, তিনি আমার টাকা আদায় করিয়া দিবেন বলিয়া আমাকে লইয়া যান। পরে তিনি এই মোকর্দ্দামা সাজাইয়া, আমাকে যেরূপ বলিতে বলিয়াছিলেন আমি তাহাই এই আদালতে 'বলিয়াছি।"

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব প্রমাণের অভাবে মোকর্দ্দামা ডিসমিস্ করিয়া দিলেন। এবং তদন্তকারী পুলিস্ কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে পুলিস্ কমিসনারের

নিকট রিপোর্ট করিলেন। মিথ্যা মোকর্দ্দামা সৃষ্টি করিবার অজুহাতে তিনি তরঙ্গিণীকে ফৌজদারী সোপার্দ্দ করিয়া হাজতবাসের আজ্ঞা প্রদান করিলেন। প্রসাদকুমার মুক্তিলাভ করিয়া উৎফুল্লচিত্তে বাহিরে আসিয়া মিস্ পলিনের অনুসন্ধান করিলেন। প্রতিদিন মোকর্দ্দামার পর আদালতের বাহিরে আসিয়া, প্রায়ই তিনি তাহার সাক্ষাৎ পাইতেন। কোন দিন হয়ত বৃক্ষতলে, কোন দিন বা কোন বাটীর পশ্চাদ্ভাগে তিনি তাহার দর্শনলাভ করিতেন। কিন্তু আজ কোথাও তাহার সন্ধান না পাইয়া ক্ষুণ্ণমনে বাটীর দিকে চলিয়া গেলেন।

এদিকে তরঙ্গিণীকে হাজতে রাখিয়া দেওয়া হইল। আগামী কল্য, মিথ্যা অভিযোগ করিবার অপরাধে তাহার বিরুদ্ধে মোকর্দ্দামা হইবে। কিন্তু রাত্রে আহার দিতে গিয়া সকলে দেখিল, সে ঘরের মধ্যে তরঙ্গিণী নাই। চতুর্দ্দিকে তাহার অনুসন্ধান করা হইল ; কিন্তু কোথাও তাহাকে পাওয়া গেল না। পর দিবস ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্ট হইতে তাহার নামে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা বাহির হইল। যে রজনীতে তরঙ্গিণী হাজত গৃহ হইতে নিরুদ্দেশ হইল, তাহার পরদিন প্রাতঃকালেই প্রসাদকুমার মিস্ পলিনের সাক্ষাৎ পাইলেন। পলিন বলিল,—"কাল আমার শরীর একটু অসুস্থ বোধ করায়, আমি অগ্রেই চলিয়া আসিয়াছিলাম।"

প্রসাদ তাহার কথার কোন উত্তর না দিয়া বিষণ্ণমুখে বলিল—"কলিকাতায় আসিয়া সর্ব্বস্ব হারাইলাম—কমলের গহনাগুলি পর্য্যন্ত নষ্ট করিলাম। আর কি করিব ? দশদিনও আর কলিকাতায় থাকিবার উপায় নাই। দোকানের জিনিষপত্রও বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। এখানে থাকিয়া আর কি করিব ? আমি দেশেই যাইব স্থির করিয়াছি।" মিস্ পলিন বলিল—"কলিকাতায় এত' লোকের চলিতেছে, আর তোমার চলিবে না ? কমলের গহনাগুলি বিসর্জ্জন দিয়া, নিজের সমস্ত অর্থ নষ্ট

করিয়া,—কোন মুখে দেশে যাইবে? দেশে যাইলে লোকে তোমায় কি বলিবে? উহাতে কি তোমার কাপুরুষতা প্রকাশ পাইবে না?" দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া প্রসাদ বলিল,—"কি আর করিব বল? উপায় ত' আর কিছুই নাই।"

পলিন। উপায় আছে—যথেষ্ট উপায় আছে, যদি তুমি কর।

প্রসাদ। কি উপায় আছে শুনি?

পলিন। ব্যবসায়।

প্রসাদ হতাশাব্যঞ্জক স্বরে বলিল,—"আবার ব্যবসা! মূলধন কোথায়?"

পলিন। সামান্য মূলধন—মাত্র পঞ্চাশ টাকা। তাহাতেই তুই তিন মাসের মধ্যে দশ বার হাজার টাকা উপার্জ্জন করিতে পারিবে।

প্রসাদ। এমন লাভের ব্যবসা কি আছে?

পলিন। কিন্তু একটু কথা আছে। একটু এদিক ওদিক করিতে না পারিলে পয়সা উপায় হয় না—

প্রসাদকুমার অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন। অর্থাভাবের দারুণ কষ্টে পড়িয়া তিনি মতি স্থির রাখিতে পারিলেন না, পলিনের কুপরামর্শ তাহার সদযুক্তি বলিয়াই মনে হইল। তিনি বলিলেন—"তা—যে কাজই বলিবে তাহাই করিব"।

প্রসাদকুমারকে সম্মত করাইতে পারিয়াছে দেখিয়া, পলিন উৎফুল্ল হইয়া মৃদু মৃদু হাসিয়া বলিল,—"একটা মাদুলি আবিষ্কার কর। তাহাতে লেখ—'সর্ব্বব্যাধি বিনাশক।' ধারণে সর্ব্ববিধ রোগ আরোগ্য হয়। আর এই বলিয়া বিজ্ঞাপন প্রচার কর যে হাতে হাতে পরীক্ষা করিয়া লও; যে শক্তি হারাইয়াছে ইহা ধারণে তাহা পুনঃ ফিরিয়া পাইবে। ফল না পাইলে কিম্বা পরীক্ষায় কোন উপকার না হইলে, মূল্য ফেরত

দেওয়া যাইবে। এই বিজ্ঞাপন পাইলেই অনেকে উহা লইবার জন্য তোমাকে পত্র লিখিবে। তুমি মাদুলির ভিতর কলাগাছের শিকড়, নিম-পাতা প্রভৃতি ছাই ভস্ম পুরিয়া দিবে এবং ব্যবস্থাপত্রে এমন কতকগুলি দ্রব্য ও তিথি বারের নাম উল্লেখ করিয়া রাখিবে, যাহা লোকে কস্মিন কালেও সংগ্রহ করিতে পারিবে না। ইহাতেই তোমার কার্য্য সিদ্ধ হইবে।" *

প্রসাদ বলিল,—"একজন ঠকিলে অপরে লইবে কেন?"

পলিন। ব্যবসা-বুদ্ধি তোমার বড় অল্প। আরও একদিন তোমায় বলিয়াছি, আজও বলিতেছি,—ভারতবর্ষে কত লোক আছে। কে কাহাকে কোন্ কথা বলিতে যাইবে? তুমি বিজ্ঞাপনের উপর বিজ্ঞাপন ছড়াও—সমগ্র দেশ তোমার বিজ্ঞাপনে ছাইয়া ফেল;—টাকার অবধি থাকিবে না।

প্রসাদ। পঞ্চাশ টাকায় তত বিজ্ঞাপন প্রচার করা যাইবে কেন?

পলিন। ক্রমে ছড়াও—ক্রমে টাকা আসুক;—ক্রমে অর্থের সঞ্চয় হোক। এদিকে ত অন্য বাবদে এক পয়সাও খরচ নাই। ছয় আনায় একশত মাদুলি পাওয়া যায়।

প্রসাদকুমার স্বীকৃত হইলেন এবং সেই দিনই বিজ্ঞাপন লিখিয়া প্রেসে ছাপাইতে দিলেন। বিজ্ঞাপন প্রচারের অল্পদিনের মধ্যেই প্রসাদকুমার প্রচুর অর্ডার পাইতে লাগিলেন। কিছু দিনের মধ্যেই তাহার ব্যবসায়ে প্রভূত ধন উপার্জ্জন হইতে লাগিল। প্রসাদকুমার তাহার সমস্ত নষ্টধন উদ্ধার করিয়া ফেলিলেন।

---

* এইরূপ ব্যবসা বঙ্গে যথেষ্ট চলিতেছে। কিন্তু পুলিস্ কিম্বা সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ এ বিষয়ে নীরব।

এইরূপে এক বৎসর অতিবাহিত হইল; প্রসাদকুমার এই এক বৎসরের মধ্যে সেই পাপের ব্যবসায়ে অপরিমেয় ধন সঞ্চয় করিয়া ফেলিলেন। তিনি ভাড়াটিয়া বাড়ি পরিত্যাগ করিয়া একটী নূতন বাটী খরিদ করিয়া, তাহাতে সস্ত্রীক বাস করিতে লাগিলেন।

একদিন প্রসাদকুমার তাহার নূতন কার্য্যালয়ে বসিয়া কার্য্য সম্পাদন করিতেছিলেন এমন সময়ে, পলিন আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। উভয়ে বসিয়া যখন নানাবিধ কথাবার্ত্তা কহিতেছে সেই সময়ে একজন রোগ-জীর্ণ, দারিদ্র্যদীর্ণ লোক সেই পথ দিয়া অতি কষ্টে চলিয়া যাইতেছিল। মিস্ পলিন সেই লোকটীর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া প্রসাদ-কুমারকে বলিল—"প্রসাদবাবু! ঐ লোকটীকে কি চিনিতে পার?" প্রসাদ তাহাকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল; বলিল—"চিনি—ইনি মফঃ-স্বলের একজন দারোগা ছিলেন।"

পলিন। পাপের ফল কিরূপ ফলিতেছে দেখ। এখন উহার এক কপর্দ্দকেরও সংস্থান নাই। কিন্তু ঐ লোকটী যে কতলোকের বক্ষঃরক্ত শোষণ করিয়া কত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।

প্রসাদকুমার বিষণ্নমুখে বলিল—"ভগবানের কি অপ্রতিহত কর্ম্ম-শক্তির প্রেরণা—কি অনির্ব্বচনীয় সূক্ষ্ম বিচার!"

পলিন। সে আর একবার করিয়া বলিতে?

প্রসাদ। হায়! আমিও ত পাপ করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতেছি। না জানি পরিণামে আমার কি দশা হইবে!

মিস্ পলিন প্রসাদকুমারের কথা শুনিয়া গম্ভীরমুখে বলিল—"তোমার ভয় কি? ঐ ব্যক্তি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এক এক জনকে ফেরার করিয়া অর্থ শোষণ করিয়া লইয়াছে;—তাহাতে লোকের মনে দারুণ কষ্ট

হইয়াছে। আর তুমি,—তুমি ত সামান্য একটাকা কি দেড়টাকা লও। ইহাতে লোকের কোন ক্ষতি হয় না।"

প্রসাদ। ও ব্যক্তি অধিক পরিমাণে যত ব্যক্তির নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিয়াছে, অল্প হইলেও—আমি তাহা অপেক্ষা বহু সহস্র গুণ অধিক লোকের অর্থ শোষণ করিয়াছি। কাজেই, উহার সহিত আমার পাতকের কোনই পার্থক্য নাই।

পলিন। না—না, তুমি তাহার জন্য ভাবিও না। এ পাপে আর ও পাপে অনেক পার্থক্য আছে।

মানুষ নিজের মুখের দুর্গন্ধ যেমন কিছুতেই বুঝিতে পারে না, সেইরূপ নিজের পাতকও সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। যদি বা কখন মনে তাহার ছায়া পতিত হয়, কিন্তু তাহা ক্ষণিক,—বিবেকের তাড়নায় মাত্র।—কিন্তু পাপ প্রবৃত্তির পুনঃ পুনঃ পরিচালনায়, ধর্ম্ম প্রবৃত্তি একেবারে নিস্তেজ হইয়া পড়ে। মিস্ পলিনের উপদেশে প্রসাদকুমার পুণ্যের কথা ভুলিয়া গেল—পাপের পথই আশ্রয় করিল।

পক্ষান্তে একদিন প্রসাদকুমার মিস্ পলিনকে বলিল,—"পলিন! আমার শরীরটা কিছুদিন হইতেই বড় দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। কেন এমন হইল বলিতে পার? এজন্য আমি কবিরাজি ঔষধও কিছু কিছু খাইয়াছি। কিন্তু তাহাতে বিশেষ ফল পাই নাই।"

পলিন। তুমি যেরূপ পরিশ্রম কর, তোমার আহারাদি তাহার উপযুক্ত হয় না। প্রতিদিন যদি একটু একটু হুইস্কি ও তাহার সহিত কিছু মাংস খাইতে পার, তাহা হইলে শীঘ্রই তোমার শরীরে বল পাইবে।

প্রসাদ। মাংস মধ্যে মধ্যে খাই বটে, কিন্তু মদ্য আমার কোন পুরুষেও স্পর্শ করে নাই।

পলিন। তোমার কোন পুরুষ কি তোমার মতন এমন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়াছিলেন ?—কাজ করিবে সাহেবদের মত, আর আহার করিবে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মত—ইহাতে শরীর টিকিবে কেন ?

প্রসাদকুমারের নিকট পলিনের কথাটা যুক্তিসঙ্গত বলিয়াই বিবেচিত হইল। তিনি সেইদিন হইতেই, একটু একটু মদ্য পান করিতে আরম্ভ করিলেন এবং মাস খানেকের মধ্যেই রীতিমত পানাসক্ত হইয়া উঠিলেন। প্রথমে কমলের নিকট উহা লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন ; তাহাকে স্তোক দিয়া বলিতেন,—ভাল ক্ষুধা হয় না বলিয়া ডাক্তার উহা খাইতে উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু ক্রমে অভ্যাস হইয়া যাওয়ায়, তাহার আর লজ্জা সরম রহিল না—অনেক দিনই রীতিমত মাতাল অবস্থায়, কার্য্যালয় হইতে বাটী ফিরিতে লাগিলেন। স্বামীর এই নূতন অধঃপতন দেখিয়া কমল বড়ই মর্ম্মাহতা হইয়া পড়িল।

অতঃপর মদ্যপান করিয়া গৃহে বসিয়া থাকিলে কোন স্ফূর্ত্তি পাওয়া যায় না বলিয়া প্রসাদকুমার, পলিনের পরামর্শ মত, সন্ধ্যার পর একটু গীত বাদ্যাদি শুনিবার জন্য বারবণিতালয়ে যাতায়াত আরম্ভ করিল। অভাগিনী কমল যখন এই সংবাদ শ্রবণ করিল, তখন শিরে করাঘাত করিয়া হাহাকার করিতে লাগিল।

পাপের পথে পদার্পণ করিলে, মানুষকে অতি শীঘ্রই তাহার চরম সীমায় লইয়া গিয়া উপস্থিত করে। একবৎসর উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই, প্রসাদকুমার একজন বিখ্যাত মাতাল ও বেশ্যাসক্ত হইয়া পড়িল। এই সময় প্রসাদকুমার একটী বেশ্যাকে মাসহারা দিয়া রাখিয়া দিল।

মাসের মধ্যে অধিকাংশ রজনীই তাহার বেশ্যালয়েই কাটিয়া যাইত। মধ্যে মধ্যে এরূপও হইত যে, প্রসাদকুমার উপর্য্যুপরি তিন চারি রাত্রি একেবারেই বাড়ি ফিরিত না। ক্রমে এমন হইল যে, বেশ্যালয়ই তাহার

স্থায়ী বাসস্থানরূপে পরিণত হইল। কেবলমাত্র দুই এক দণ্ডের জন্য সে বাড়ি হইয়া কার্য্যালয়ে যাইত এবং সেখান হইতে সই করিয়া টাকা লইয়া, আবার সেই বেশ্যা-সুন্দরীর বাটী উপস্থিত হইত। দোকানের অন্যান্য কাজকর্ম্ম কর্ম্মচারীর দ্বারাই সম্পন্ন হইত। এইরূপে তিনমাস অতিবাহিত হইল, ইহার মধ্যে প্রসাদকুমার আর পলিনের সাক্ষাৎ পায় নাই।

একদিন প্রসাদকুমার মনিঅর্ডারের টাকা লইতে কার্য্যালয়ে আগমন করিয়াছে,—এমন সময়ে মিস্ পলিন তথায় গিয়া উপস্থিত হইল। প্রসাদকুমার মুচকি হাসিয়া তাহার অভ্যর্থনা করিল। পলিন গম্ভীরভাবে তাহাকে বলিল,—"আমি কতদিন তোমাকে খুঁজিয়া গিয়াছি কিন্তু কোন দিনই তোমার সাক্ষাৎ পাই নাই।" প্রসাদকুমার পলিনের সহিত কক্ষান্তরে গমন করিলেন। পলিন বলিল,—"তুমি একেবারে অধঃপাতে গিয়াছ, ইহা দেখিয়া আমি বড়ই দুঃখিত হইয়াছি।" প্রসাদ মুচকি হাসিয়া বলিল,—"ইহারও ত' পথ তুমিই বলিয়া দিয়াছ। এখন আমাকে মিথ্যা দোষ দিলে চলিবে কেন ?"

পলিন। ছিঃ—ছিঃ প্রসাদবাবু, আমাকে কেন দোষের ভাগী করিতেছ ? আমি কি করিয়াছি ? তবে মানুষে কি ওসব করে না ? করে ; কিন্তু এত কেন ? তুমি বাড়িতে অনুপস্থিত থাক আর এদিকে যে তোমার স্ত্রীর চরিত্র খারাপ হইয়া গিয়াছে। সে অপরের সহিত মন খুলিয়া প্রেম করিতেছে।

প্রসাদকমার পলিনের কথায় একেবারে শিহরিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"বল কি ?"

পলিন। সত্যই বলিতেছি।—আমি তোমার কুশলাকুশল সর্ব্বদাই অনুসন্ধান করি। তোমার প্রতিবেশী একটী যুবকের সহিত কমল মরিয়াছে।

প্রসাদ। তোমার কথায় বিশ্বাস করিতে পারিলাম না।

পলিন। প্রমাণ পাইলে বোধ হয় বিশ্বাস করিবে?

প্রসাদ। কি প্রমাণ দেখাইবে?

পলিন। প্রতি রাত্রেই সেই যুবক তোমার গৃহে যাতায়াত করে, আর তুমি বেশ্যালয়ে পড়িয়া থাকিয়া আমোদ কর। একটু কৌশল করিয়া দেখিলেই, তুমি আমার কথা সত্য কি না, বুঝিতে পারিবে।

প্রসাদ আর কোন কথা কহিল না। তাহার হৃদয়মধ্যে নিমিষে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। পলিন সেই প্রজ্জলিত আগুনে আরও একটু ইন্ধন যোগাইয়া, সেস্থান হইতে আস্তে আস্তে চলিয়া গেল।

(১৮)

অবিশ্বাসের বিদ্বেষবহ্নি বুকে লইয়া, প্রসাদকুমার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রসাদকুমারের চরিত্র নষ্ট হওয়ায়, কমল একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। স্বামী বেশ্যাশক্ত ও মাতাল,—তিনি প্রতি-রাত্রেই গৃহে অনুপস্থিত থাকেন—কোন্ রমণী ইহা সহ্য করিতে পারে? সে অনেক চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছে—স্বামীর চরণে ধরিয়া অনেক কাঁদিয়াছে, অনেক মিনতি করিয়াছে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই। কিছুতেই তাহার স্বামীকে সে অসৎ পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারে নাই। দিন দিন তিনি অধিক হইতে অধিকতর উন্মার্গ-গামী হইয়া পড়িতেছিলেন।

স্বামীর এই কুপ্রবৃত্তির কথা চিন্তা করিয়া, কমল এখন সর্ব্বদাই উন্মনা থাকে। পিতৃগৃহের আদরের কমল এখন উদাসভাবে সদাই

বিরলে বসিয়া অশ্রুজল ত্যাগ করে। তাহার হাসি, আমোদ, আহ্লাদ, সকলই লোপ পাইয়াছে। সে এখন কাহারও সহিত ভাল করিয়া কথা বলিতে পারে না—স্বামীর সহিতও নয়। স্বামী যদি দৈবাৎ কখন গৃহে আসেন, এবং তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন, তখন তাহার বুক আরও ফাটিয়া যায়। এই স্বামী একদিন তাহারই ছিল: কিন্তু এখন আর তাহার নয়—একজন সামান্য বেশ্যা তাহার স্বামীর হৃদয় অধিকার করিয়াছে। বুকের আগুন বুকে চাপিয়া রাখিয়া—চক্ষের জল চক্ষে রোধ করিয়া, সে স্বামীর জিজ্ঞাস্য বিষয়ের উত্তর দেয় মাত্র।

প্রসাদকুমারের বুকে মিস্ পলিন যে আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছে, সেই আগুনে বিদগ্ধ হইতে হইতে সে কমলের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। কমল তখন একখানা পত্র লিখিতেছিল, প্রসাদকুমারকে দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি পত্রখানা বালিসের নীচে লুকাইয়া ফেলিল, এবং অপ্রতিভ ভাবে তাহার নিকট আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। প্রসাদের সন্দেহ আরও প্রবল হইয়া উঠিল। কমলকে ছলনা করিয়া, কোন কার্য্যের জন্য তাহাকে কিছুক্ষণের নিমিত্ত গৃহান্তরে পাঠাইয়া দিয়া, প্রসাদকুমার বালিসের তলা হইতে কমলের লিখিত সেই অর্দ্ধ সমাপ্ত পত্রখানা বাহির করিয়া পাঠ করিলেন। সেই পত্রে লেখাছিল—

প্রাণের বসন্ত! আমার অবস্থা তোমায় আর কি জানাইব? প্রাণ সর্ব্বদাই উদাস—কিছুই ভাল লাগে না। নারীজন্ম যে এতটা পরাধীন আগে তাহা জানিতাম না। তুমি আমায় ভুলিও না। আগেও লিখিয়াছি, এখনও লিখিতেছি—আমার পক্ষে তোমার নিকট যেন কোন ত্রুটী না হয়। তোমার সহিত সা—

এই পর্য্যন্ত লেখা হইলে প্রসাদকে দেখিয়া কমল পত্রখানি লুকাইয়া রাখিয়া দিয়াছিল। কমল যাহাকে পত্র লিখিতেছে তাহার নাম

বসন্তকুমারী ;—সে কমলের খুল্লতাত ভগিনী কমল বসন্তকুমারীকে তাহার বাটীতে আনিবার জন্য লিখিতেছিল। বসন্ত আসিলে সে তাহার সহিত একটা পরামর্শ করিবে। কিন্তু প্রসাদকুমারের মনে সন্দেহকীট প্রবেশ করায়, তাহার মস্তকে সে কথা আসিল না! তিনি স্থির করিলেন—এই বসন্তই নিশ্চয় কমলের প্রিয়পাত্র। পলিন নিশ্চয়ই ইহার কথা আমায় বলিয়াছিল। তাহার সমস্ত দেহ কম্পিত হইল। সে কম্পিত হস্তে পত্রখানি যথাস্থানে রক্ষা করিয়া দাড়াইয়া রহিল। ইহার কিছুক্ষণ পরে কমল তাহার আদিষ্ট কার্য্য সমাপন করিয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রসাদ বলিল—"আমি এখনই যাইব,—আজ রাত্রে আর ফিরিব না।"

ছল ছল নেত্রে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া কমল বলিল,—"না আসিলে, আমি আর তোমার কি করিতে পারি?" তাহার চক্ষু অভিমানে অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল,—মুখে আর কথা সরিল না। প্রসাদকুমারও কমলের কথায় যেন একটু ব্যথা পাইলেন। কমল পূর্ব্বে যেমন আসিব না বলিলে সাধ্য সাধনা করিত, এখন আর তাহা করে না। তবে বোধ হয়, সে আমাকে আর ভাল বাসে না। নিশ্চয় সে অপরকে ভালবাসিয়াছে। কিন্তু কমল যে কত সাধিয়া, কাঁদিয়া শেষে হতাশ হইয়া, কত হৃদয়ের জ্বালায় ঐ কথা বলিয়াছিল, হতভাগ্য প্রসাদ তাহা বুঝিতে পারিল না।

প্রসাদকুমার বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। কিন্তু সে দিবস আর তাহার রক্ষিতার গৃহে যাওয়া হইল না—মনের অশান্তি নিবন্ধন হতজ্ঞান হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ক্রমে রাত্রি অধিক হইল; প্রসাদকুমার নিজ বাটীর অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। সেদিন কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার রজনী। সহরের রাস্তার উপর গ্যাসালোক থাকিলেও

সকল বাটীর মধ্যেই অন্ধকার। প্রসাদকুমার সেদিন আর মদ্যপান করে নাই ; তাহার বাটীতে কেহ প্রবেশ করে কিনা, জানিবার জন্য সে অদ্য এতক্ষণ পর্য্যন্ত কোনক্রমে অতিবাহিত করিয়া গৃহে ফিরিল। সে সদর দরজার নিকট গিয়া ধীরে ধীরে চাকরকে ডাকিল। ভৃত্য সদর দ্বারের নিকট একটা গৃহে শয়ন করিত,—সে উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিল। প্রসাদকুমার অতি সন্তর্পণে, কোন কথা না বলিয়া উপরে উঠিয়া গেলেন এবং কমলের গৃহদ্বারে আঘাত করিয়া তাহাকে ডাকিলেন। স্বামীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া, নিদ্রাগতা কমল উঠিয়া তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া দিল। দরজা খুলিতেই, কমল এবং প্রসাদ উভয়েই স্পষ্ট দেখিল,—এক পুরুষ মূর্ত্তি দরজার পাশ দিয়া চকিতের ন্যায় বাহির হইয়া, ছাদের উপর দিয়া চলিয়া গেল।

প্রসাদকুমারের মস্তকের কেশরাশি ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া চক্ষু রক্তবর্ণ ধারণ করিল,—তাহার শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ ছুটিল,—ক্রোধে, ক্ষোভে, ঘৃণায়, তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। প্রসাদকুমার ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় লাফাইয়া কমলের গলা টিপিয়া ধরিলেন ; বলিলেন—"পিশাচী! বল্ ও কে ?" প্রবল বাত্যাবিকম্পিতা লতিকার ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে কমল বলিল,—"আমি ত কিছুই জানি না।"

"জানিস না রাক্ষসী—এই জান।" এই বলিয়া প্রসাদ জামার পকেট হইতে পূর্ব্ব সংগৃহীত একখানি ছুরিকা বাহির করিয়া, কমলের কণ্ঠে আমূল বিদ্ধ করিয়া দিল। একটী হৃদয়ভেদী চীৎকার করিয়া কমল ছিন্নমূল লতিকার ন্যায় ধরাপৃষ্ঠে লুটাইয়া পড়িল। রক্তে গৃহ প্লাবিত হইয়া গেল।

কমলের চীৎকারে পাঞ্চালীর নিদ্রা ভঙ্গ হওয়ায়, সে দৌড়াইয়া উপরে আসিয়া পড়িল এবং কমলের অবস্থা দেখিয়া ভীষণ চীৎকার

করিয়া উঠায়, বাটীর আর আর সকল দাস দাসীরই নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল। তাহারা সকলেই ছুটিয়া উপরে আসিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে সকলেই মহাভীত ও সন্ত্রাসিত হইয়া পড়িল।

কমলের ছিন্নকণ্ঠ হইতে অবিরল ধারায় রুধির নির্গত হওয়ায় প্রথমে সে অজ্ঞান হইয়া গিয়াছিল। পাঞ্চালীর জল সিঞ্চনে ও বাজনী সঞ্চালনে তাহার জ্ঞান হইল। কমল ক্ষীণকণ্ঠে ডাকিল—"পাঞ্চালী,—আমার স্বামী কোথায় ?" পাঞ্চালী বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া বলিল,—"এই যে ?" কমল বলিল,—"ডুয়ারিকাকে এখনই থানায় যাইতে বল্। আমি জীবিত থাকিতে থাকিতে পুলিসের নিকট এজেহার দিয়া যাইব। যদি তাহারা আমার স্বামীকে হত্যাকারী বলিয়া সন্দেহ করে ? আমি নিজে আত্মহত্যা করিয়াছি ; আমি আমার দেহে প্রাণ থাকিতে থাকিতে একথা পুলিসের নিকট বলিয়া যাইব।"

ডুয়ারিকা তাহাদের ভৃত্য ; সেও সেখানে দাঁড়াইয়া রোদন করিতেছিল। প্রভুপত্নীর কথা শুনিয়া সে দ্রুতপদে থানার অভিমুখে ছুটিয়া গেল। কমল ক্ষীণতর কণ্ঠে প্রসাদের দিকে চাহিয়া বলিল,—"স্বামী ! প্রভু ! তোমার অবিশ্বাস হইয়াছে ? আমাকে হত্যা করিয়া তুমি আমারই উপকার করিয়াছ,—কিন্তু এখনও অনুরোধ করিতেছি, পাপ পথ পরিত্যাগ কর—পুণ্যের পথে যাও। তোমার সুমতি হইয়াছে দেখিতে পাইলে, পরলোকে থাকিয়াও আমি মহাসুখী হইব।

এই সময়ে পুলিস আসিয়া উপস্থিত হইল। কমল তাহাদের নিকট নিজ আত্মহত্যার একরার করিল। পুলিস তাহাকে হাসপাতালে চালান দিবার চেষ্টায় ছিল। কিন্তু কমলের সব ফুরাইল—সে পার্থিব দেহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

(১৯)

কমলের পুণ্য জীবনের অবসান হওয়ায়, প্রসাদকুমারের হৃদয়ে দারুণ আঘাত লাগিল,—তাহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল। মৃত্যুকালে, তাহার সাধু চরিত্রের পরিচয় পাইয়া, এবং তাহাকে ভীষণ বিপদজাল হইতে মুক্ত করিয়া যাওয়ায় প্রসাদ তাহার চরিত্রের বিষয় কিছুই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না। ধর্ম্মে যাহার এমন মতি—মরণে যাহার এমন প্রীতি, সে কখনই ব্যাভিচারিণী হইতে পারে না। কিন্তু তাহার হৃদয় উদ্বেলিত, উচ্ছ্বসিত ও ক্ষিপ্তবৎ হইয়া উঠিল। তাহার হৃদয় পাপের স্রোতে, দুর্ব্বল হইয়া পাড়য়াছে। সে আর দাঁড়াইতে পারিল না। কমলের মৃত্যুর পর পুলিস চলিয়া গেলে, ভৃত্যগণের উপর শবদেহের সৎকার করিবার ভার দিয়া তখনই সে মিস্ পলিনের বাটী অভিমুখে গমন করিল। রাজপথে উপস্থিত হইয়া প্রসাদ একবার আকশের দিকে চাহিয়া দেখিল; দেখিল,—আকাশ ভয়ঙ্কর অন্ধকারময়,—কৃষ্ণ মেঘের সুদূর প্রান্ত হইতে এক একবার বিদ্যুৎ চমকাইয়া উঠিতেছে। আরও দ্রুতপদে প্রসাদ পলিনের বাটীর দরজায় উপস্থিত হইল।

উদ্‌ভ্রান্ত ও বিকল হৃদয়ে, প্রসাদকুমার একবার সেই বাড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল। যেন সে বাড়িটা মহাপ্রলয়ের অন্ধকার বুকে লইয়া ভয়ঙ্কর দৃশ্যে দাঁড়াইয়া আছে। বাড়িটার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। সে যেন কাহাকে গ্রাস করিতে চায়—কাহাকে যেন জন্মের মত তাহার অন্ধকার উদরে পূর্ণ করিয়া লইতে চায়। প্রসাদকুমারের হৃদয় ভয়ে চমকিয়া উঠিল। সে দরজায় করাঘাত করিয়া, পলিনের নাম ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে আরম্ভ করিল।

অকস্মাৎ দরজাটা খুলিয়া গেল; কে তাহা খুলিয়া দিল প্রসাদ দেখিতে পাইল না। দরজা খুলিতেই, একটা শ্মশানের চিতাগ্নির ন্যায় আলোক শিখা বাটীর মধ্য হইতে আকাশের দিকে উঠিয়া গেল। প্রসাদকুমারের সর্ব্ব শরীর থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। আরও একটু অগ্রসর হইয়া সে দেখিল,—একটা গৃহের মধ্যে স্তিমিতালোকে আলুলায়িত কুন্তলা, অবস দেহা, মিস পলিন পালঙ্কের উপর বসিয়া একমনে গান গাহিতেছে। প্রসাদকুমার গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিতেই পলিন হস্ত সঙ্কেতে তাহাকে একখানি কাষ্ঠাসনে বসিতে ইঙ্গিত করিল। প্রসাদকুমার হতাশ ভাবে পলিনের নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিয়া বলিল—"পলিন, আমি সর্ব্বনাশ করিয়াছি। আমার স্ত্রী কমলকে আমি নিজ হস্তে খুন করিয়া আসিয়াছি।"

পলিন গান বন্ধ করিয়া মৃদু হাস্য সহকারে বলিল—"প্রাণনাথ! রমণীর কণ্ঠরক্তরঞ্জিত হস্ত আমি বড় ভালবাসি।" এই কথা বলিয়া সে প্রশান্তভাবে বসিয়া যে গান গাহিতেছিল তাহা আবার গাহিতে লাগিল। তাহার স্বর সমস্ত গৃহে প্রতিধ্বনিত হইয়া ফিরিতেছিল—সমস্ত অণু পরমাণুতে মিশিতেছিল। পলিন গাহিতেছিল,—

ঘন ঘোর ঘটা গভীরা যামিনী।
গগন প্রান্তে, অলস শ্রান্তে, চমকি চমকি দমকে দামিনী॥
রুদ্ধ শ্বাস, নীরব সমীর,
নিদ্রিত জগত উদাস গভীর,—
ভীম আরাবে, কানান প্রান্তরে, মাভৈঃ মাভৈঃ উঠিছে ধ্বনি।
সাগরে নগরে, পাহাড়ে উপলে,
গহনে গহ্বরে, নির্ঝরে নির্ম্মলে,
ব্যাকুল পরাণে, খুজেছি তোমারে যেমন মণি হারান ফণী॥

অশনি হৃদয়ে ধরেছি দামিনী,
কাঁদিয়া ফিরেছি বহুলা রজনী,
কত উষা সনে, কত ফুলবনে, ভ্রমিয়াছি আশা করিয়া সঙ্গিনী।
'এবে' পেয়েছি দরশ লভিব পরশ,
মাগিব হরষ জীবন বরষ,
হৃদয়ে প্রবেশ হৃদয়-অধীশ, প্রাণেতে মেশ গো প্রাণের মণি ॥

গান সমাপ্ত হইল। মিস্ পলিন হাসিয়া উঠিল,—তাহার হাসিতে দানবীয় দীপ্তির বিকাশ হইল—বাহিরে মেঘগর্জ্জন আরম্ভ হইল। স্তুপিকৃত মণ্ডলে মণ্ডলে বিঘুর্ণিত, বায়ু গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া ফিরিতেছিল। সহসা গৃহের দীপ-নির্ব্বান হইয়া গেল—সমস্ত গৃহে বিরাট অন্ধকার ;—প্রসাদ-কুমার ভীষণ চিৎকার করিয়া বলিল—"পলিন, আমার বড় ভয় করি-তেছে। আলো নিবিল কেন ?" আবার দপ্ করিয়া আলো জ্বলিয়া উঠিল। পলিন কাম কটাক্ষে প্রসাদকুমারের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"প্রসাদবাবু তুমি কি আমাকে ভালবাস ?"

ভয়কম্পিত বক্ষ চাপিয়া ধরিয়া, প্রসাদকুমার বলিল—"জগতে আর আমার কেহ নাই পলিন, তুমিই এখন আমার সকল ;—আমি তোমায় ভালবাসি।" পলিনের ওষ্ঠাধরে মৃদু মধুর হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। গৃহের আলোক পুনর্ব্বার নিবিয়া গেল—আবার বিরাট অন্ধকার সমস্ত গৃহে মণ্ডলে মণ্ডলে ঘুরিল। প্রসাদকুমারের প্রাণে মৃত্যুভীতির বিভীষিকা গাঢ়রূপে অঙ্কিত হইতেছিল ; সে প্রাণ ভয়ে চিৎকার করিতে যাইতেছিল—সহসা গৃহভিত্তিতে আগুনের অক্ষরে নিম্নলিখিত কয়েক ছত্র লেখা রহিয়াছে দেখা গেল। ভয়স্তিমিত নয়নে প্রসাদ-কুমার তাহা পাঠ করিলেন,—

"তুমি—আমি বিভিন্ন ছিলাম। কত দীর্ঘ দিবস গত হইয়াছে,—তুমি ছিলে বালক, আর আমি ছিলাম বালিকা ;—একত্রে তোমাতে আমাতে কত খেলা ধূলা করিয়াছি। ক্রমে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে উভয়ের মনে যৌবনের আলোক পাত হইল—আমরা উভয়ে উভয়কে ভালবাসিলাম। আমি ছিলাম তোমার প্রাণ, আর তুমি ছিলে আমার নয়নের মণি। তারপর তোমাতে আমাতে বিবাহের সম্বন্ধ হয় ; কিন্তু ভগবানের তাহা অভিপ্রেত ছিল না। তোমার পিতা মোকর্দ্দামায় সর্ব্বস্বান্ত হইলেন, তুমিও পরীক্ষায় বিফল মনোরথ হইলে—আমার পিতাও মতের পরিবর্ত্তন করিলেন, তিনি অন্যত্র আমার বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক করিলেন। তোমার সহিত যদিও আমার সামাজিক মিলন হয় নাই বটে, তথাপি আন্তরিক মিলন হইয়া গিয়াছিল। আমি পিতার কথায় সম্মতি দিতে পারিলাম না, নিরুপায় হইয়া আত্মহত্যা করিলাম। তারপর তুমি ক্রমে আমাকে ভুলিলে, কিন্তু আমি তোমাকে ভুলিতে পারি নাই। মরণ কালে তোমারই প্রেমের অতৃপ্ত আকাঙ্খা বুকে ছিল,—কর্ম্মফলের ও অবশেষ ছিল—তাই উর্দ্ধরাজ্যে যাইতে পারিলাম না। কত দীর্ঘ দিবস এইরূপে তোমারই অনুসন্ধানে ঘুরিয়াছি। এবার দেখা পাইয়াছি,—কতকষ্টে তোমায় পাইয়াছি। তোমাকে পুণ্য-পথ-ভ্রষ্ট করিয়াছি, তোমাকে মন্ত্রত্যাগ করাইয়াছি—শত সহস্র লোকের দীর্ঘশ্বাসে তোমার আত্মাকে অমঙ্গলের নিলয়রূপে পরিণত করিয়াছি। তোমার প্রাণ প্রেমে এক মুখী ছিল, পরামর্শ দিয়া তোমাকে বেশ্যাশক্ত করাইয়া—তাহা শতমুখী করিয়াছি। তারপর তোমাকে অন্যায় সন্দেহের বশবর্ত্তী করিয়া নারীহত্যারূপ মহাপাতকে লিপ্ত করাইয়াছি। এখনও তোমার হস্তে সতী নারীর কণ্ঠরক্ত আছে। অতএব এস, কামনার জ্বালা বিদূরিত করি।"

আবার দপ্ করিয়া আলো জ্বলিয়া উঠিল—সমস্ত গৃহ আলোকিত হইল। প্রসাদকুমার ভয়ে থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল, আর পলিন সেই অবস্থাতেই বসিয়া মৃদুমন্দ হাঁসিতেছিল। ভীতিবিহ্বল কণ্ঠে প্রসাদকুমার বলিল,—"একি পলিন,—আমি কি পাঠ করিলাম!" পলিন বলিল,—"জানি না,—বোধ হয় বিভীষিকা দেখিয়া থাকিবে।" স্বপ্নে যেমন হিংস্র জন্তু পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিতেছে দেখিয়াও দৌড়াইবার ক্ষমতা থাকে না, তদ্রূপ প্রসাদকুমারেরও উঠিবার বা অন্য বিষয় ভাবিবার ক্ষমতা ছিল না। মিস্ পলিন বলিল,—"প্রসাদ, তুমি কি আমায় ভালবাস?"

প্রসাদ। হাঁ;—ভালবাসি।

পলিন। এতদিন কি বাসিতে না।

প্রসাদ। এতদিন আমার স্ত্রী ছিল।

পলিন। এখন?

প্রসাদ। এখন আর আমার কেহ নাই।

পলিন। এখন কি তুমি আমার?

প্রসাদ। হাঁ—তোমার।

পলিন। আবার বল,—স্পষ্ট করিয়া বল—পলিন, আমি তোমার।

প্রসাদ। সত্য করিয়াই বলিতেছি পলিন,—এখন আমি তোমার।

পলিন। তুমি কোন দেবতায় বিশ্বাস কর?

প্রসাদ। না।

পলিন। কেন?

প্রসাদ। দেবতা নাই, ধর্ম্ম নাই,—আমার আর কিছুই নাই।

পলিন। কি আছে?

প্রসাদ। কেবল তুমি—

পলিন। কিসে জানিলে ?

প্রসাদ। তুমি ভিন্ন আর আমার গতি নাই—উপায় নাই।

পলিন। তবে আমি তোমায় যাহা করিব, তাহাতে তোমার কোন আপত্তি নাই ?

প্রসাদ। না।

পলিন। নিশ্চয় ?

প্রসাদ। নিশ্চয়।

পলিন। আবার বল,—আমি তোমার।

প্রসাদ। আমি তোমার।

সহসা আবার আলোক নির্ব্বাপিত হইল।—সমস্ত গৃহ আবার ঘোর অন্ধকারে পরিপূর্ণ হইল। বাহিরের বায়ু প্রলয়ের গর্জ্জনে গর্জ্জিয়া উঠিল। মিস্ পলিনের মৃণালসম বাহুদ্বয় দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইতে লাগিল,—চক্ষুদ্বয় হইতে কালানলের ঝলক্ বাহির হইতে লাগিল। দীর্ঘ-বাহু-যুগল অগ্নিময় হইল ;—সেই অগ্নিময় বাহুযুগল আন্দোলিত করিয়া পলিন প্রসাদকুমারকে, তাহার বক্ষমধ্যে দৃঢ়রূপে চাপিয়া ধরিল। মণ্ডলে মণ্ডলে ঘুরিয়া সেই আগুনের শিখা উর্দ্ধদিকে উঠিয়া গেল। সমস্ত ঘোর অন্ধকার,—সকলই নিস্তব্ধ ;—কেবল সেই শূন্য অন্ধকার গৃহের মধ্যে প্রসাদকুমারের প্রাণহীণ দেহ পড়িয়া রহিল।

যে বাড়িতে পলিন বাস করিত, তাহা জনৈক মাড়বারির বাড়ি। প্রায় পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিক কাল বাড়িটী পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়িয়া আছে। প্রবাদ—বাটীতে উপদেবতার ভয় আছে বলিয়া, কেহ সেখানে বাস করিতে পারে না। মাস কয়েক হইল, একটী খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারিকা, উক্ত বাটীখানি ভাড়া লইয়া তথায় বাস করিতেছিল। কিন্তু

প্রাগুক্ত ঘটনার পরদিবস, প্রসাদকুমারের মৃতদেহ দেখিয়া সকলেই স্থির করিল, ইহাকে উপদেবতাই মারিয়া ফেলিয়া গিয়াছে।

এই ঘটনার পর হইতে, মিস্ পলিনকে আর কেহ কখন দেখে নাই।

সমাপ্ত

ক্রাউন লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত—
কয়েকখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থরত্ন